NARSINGHA

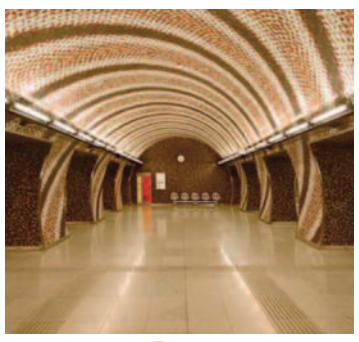

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ দেশে দেশে পাতালরেল নিয়ে লিখলেন অশোক সেনগুপ্ত

ডানার জেরে কালীমূর্তি তৈরির কাজ ব্যাহত, চিন্তিত মৃৎশিল্পীরা ৭

কলকাতা ২৫ অক্টোবর ২০২৪ ৮ কার্তিক ১৪৩১ শুক্রবার অষ্টাদশ বর্ষ ১৩৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 25.10.2024, Vol.18, Issue No. 133 8 Pages, Price 3.00

ডানা'র নজরদারিতে নবান্নে সারারাতই থাকলেন মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রশাসনিক প্রধান বলে দায়িত্ববোধ তাঁর আরও খানিকটা বেশি। যে কোনও দুর্যোগ মোকাবিলায় নিখুঁত পরিকল্পনা, জরুরিকালীন পরিস্থিতিতে কাজের ব্লুপ্রিন্ট সাজিয়ে দেওয়ার পরও সরাসরি ময়দানে নেমে নজরদারি তাঁর বরাবরের অভ্যেস। এবারও তার ব্যতিক্রম হল না। বাংলা, ওড়িশার উপকূলে বৃহস্পতিবার রাতের মধ্যে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় 'ডানা' আছড়ে পড়ার পূর্বাভাস পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন, রাতে তিনি নিজেই নবান্নে থেকে গোটা পরিস্থিতিতে নজর রাখবেন। বৃহস্পতিবার বিকেলে নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করে একথা জানান তিনি। সেইসঙ্গে যাবতীয় প্রয়োজনীয় সতর্কতার কথা মনে করিয়ে দেন সকলকে।

ঘূর্ণিঝড় দানা ওড়িশা উপকূলে আছড়ে পড়লেও এরাজ্যে তার যথেষ্ট প্রকোপ পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। এজন্য রাজ্য সরকার সব রকমের সতর্কতা অবলম্বন করছে বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন। তিনি নিজে রাতভর নবান্নে থেকে রাজ্যের সার্বিক পরিস্থিতির উপর নজর রাখবেন বলেও মুখ্যমন্ত্রী জানান। একই সঙ্গে সাধারণ মানুষকে গুজবে কান না দিয়ে সতর্ক থাকারও পরামর্শ দেন। নবান্নে সাংবাদিকদের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যখনই ঝড়ের ল্যান্ডফল হোক না কেন, আমরা তৈরি। কেউ কেউ বলছে ওড়িশার ধামরার দিকে যাবে, এদিকে ততটা প্রভাব পড়বে না। তবে এটা ঠিক তথ্য নয়। সবচেয়ে দামি মানুষের জীবন। সেখানে যেন কারও সমস্যা না হয়। রাতভর নবান্নে থেকেই সেটা পর্যবেক্ষণ করব।'

মুখ্যমন্ত্রী জানান, দুর্যোগ মোকাবিলায় রাজ্য জুড়ে ৮৫১টি শিবির চালানো হচ্ছে। এপর্যন্ত ৮৩ হাজার ৫৮৩ জন আছেন সেখানে আশ্রয় নিয়েছেন। নবান্নে এবং জেলায় জেলায় সর্বক্ষণের হেল্পলাইন চালু থাকবে বলেও তিনি জানিয়েছেন। নবান্নের হেল্পলাইন নম্বর ২২১৪৩৫২৬। বিভিন্ন দপ্তরের সচিবদের দুর্যোগ পরিস্থিতির উপর নজর রাখতে জেলায় জেলায় মোতায়েন করা হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার দায়িত্বে মণীশ জৈন, উত্তর ২৪ পরগনার দায়িত্বে রাজেশকুমার সিং, হাওড়ায় রাজেশ পাণ্ডে, পশ্চিম মেদিনীপুরের সুরিন্দর গুপ্ত, হুগলিতে ওমপ্রকাশ সিং মিনা, পূর্ব মেদিনীপুরে পারভেজ আহমেদ সিদ্দিকি, ঝাড়গ্রামে সৌমিত্র মোহন এবং বাঁকুড়ার দায়িত্বে অবনীন্দ্র শীল রয়েছেন। দুর্যোগের আশঙ্কায় ইতিমধ্যে রাজ্যের ৯ জেলায় সব স্কুল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। উত্তর ২৪ পরগনা , দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব পড়তে পারে। তাই আগাম সতর্কতা হিসাবে ২৩ থেকে ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত রাজ্যের এই ন'টি জেলার সব স্কুলে ছুটি থাকবে বলে আগেই ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন রাতে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে নবান্নে রাত জেগে পরিস্থিতি নজরে রাখবেন স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীও।

নিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে পরামর্শ

মুখ্যমন্ত্রী জানালেন, দুর্যোগের আশঙ্কা রয়েছে এমন জায়গাগুলি থেকে তিন লাখ ৫৬ হাজার ৯৪১ জনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে তাঁদের মধ্যে সকলে এখনও নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেননি। মুখ্যমন্ত্রী জানান, এখনও পর্যন্ত ১ লাখ ৫৯ হাজার ৮৩৭ জন নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিয়েছেন। পরবর্তীতে আরও বেশি সংখ্যক মানুষ নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে আসবেন বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। দুর্যোগ মোকাবিলায় ৮৫১টি ক্যাম্প চালানো হচ্ছে। বিভিন্ন ত্রাণ শিবিরগুলিতে ৮৩ হাজার ৫৮৩ জন আশ্রয় নিয়েছেন। কলকাতার 'পাম্পিং সিস্টেম' (নিকাশি ব্যবস্থা) আগের থেকে অনেক উন্নত হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তবে জেলায় অনেক জায়গায় নির্মাণ কাজের জন্য নিকাশি নালার উপরেই বালি, পাথর ফেলে রাখা হয়। যার কারণে জল নিকাশি ব্যবস্থায় সমস্যা হয়। এই বিষয়টির দিকেও নজর রাখার পরামর্শ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

রাজ্যে ৮৫১টি ক্যাম্প

মুখ্যমন্ত্রী জানালেন, দুর্যোগের আশঙ্কা রয়েছে এমন জায়গাগুলি থেকে তিন লাখ ৫৬ হাজার ৯৪১ জনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে তাঁদের মধ্যে সকলে এখনও নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেননি। মুখ্যমন্ত্রী জানান, এখনও পর্যন্ত ১ লাখ ৫৯ হাজার ৮৩৭ জন নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিয়েছেন। পরবর্তীতে আরও বেশি সংখ্যক মানুষ নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে আসবেন বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। দুর্যোগ মোকাবিলায় ৮৫১টি ক্যাম্প চালানো হচ্ছে। বিভিন্ন ত্রাণ শিবিরগুলিতে ৮৩ হাজার ৫৮৩ জন আশ্রয় নিয়েছেন।

নবান্নের হেল্পলাইন

নবান্নে সর্বক্ষণের হেল্পলাইন চালু থাকবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। নবান্নের হেল্পলাইন নম্বর (০৩৩) ২২১৪৩৫২৬ এবং ১০৭০। পাশাপাশি জেলাগুলিতেও চালু করা হয়েছে হেল্পলাইন।

গুজবে কান দেবেন না

সাধারণ মানুষকে গুজবে কান না দেওয়ার পরামর্শ মুখ্যমন্ত্রীর। সকলকে সতর্ক থাকার জন্যও বলেছেন তিনি। ওড়িশার উপকূলে ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়লেও বাংলাতেও যে তার যথেষ্ট প্রভাব পড়তে চলেছে, সে কথাও জানিয়েছেন তিনি। 'ল্যান্ডফল' কখন হবে, নির্দিষ্ট কোনও সময় এখনও জানা যায়নি। যে কোনও সময়ে দুর্যোগ পরিস্থিতির জন্য আধিকারিকদের প্রস্তুত থাকার বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

ডিভিসিকে ফের তোপ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুজোর মুখে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয় দক্ষিণবঙ্গে। বিনা নোটিসে ডিভিসি জল ছাড়ার ফলে জল থইথই দশা হয়েছিল বলেই দাবি রাজ্য প্রশাসনের। তার রেশ কাটতে না কাটতেই ঘূর্ণিঝড় 'ডানা'র চোখ রাঙানি। এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ডিভিসিকে তোপ মমতার।

মমতা এদিন বলেন, 'কিছুদিন আগে বন্যা, আবার ডিভিসি গতকাল জল ছেড়েছিল। বাংলা তো জল হজম করার জায়গা হয়ে গিয়েছে। কলকাতায় জল জমলেও নেমে যায়। পাম্পিং সিস্টেমের উন্নতি হয়েছে। ড্রেনেজ সিস্টেমের উন্নতি হয়েছে। তা ছাড়া পলি সরানোর কাজটাও আমরা করেছি। অনেক সময় বাড়ি তৈরি হচ্ছে। রাস্তায় ইট, বালি ফেলে রেখেছে। নর্দমা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সমস্যা হচ্ছে। সাধারণ মানুষের এটা বোঝা উচিত। যাতে নর্দমা বন্ধ না হয়। সাধারণ মানুষের বিপদ না হয়। কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে।'

প্রসঙ্গত, পুজোর আগে টানা বৃষ্টি হয় দক্ষিণবঙ্গে। তার পরই জল ছাড়ে ডিভিসি। জলমগ্ন হাওড়ার আমতা, উদয়নারায়ণপুর, হুগলির খানাকুল, পূর্ব মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা, পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল। বিপর্যস্ত জনজীবন। নিজেই প্লাবন কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 'ম্যান মেড বন্যা' বলে ক্ষোভ উগরে দেন। ডিভিসির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার কথাও জানিয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী অবশ্য সেই অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দাবি নস্যাৎ করে ফের প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দেন মমতা। এর পরই ডিভিসির সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দেন রাজ্যের দুই প্রতিনিধি। এবার 'ডানা' আবহে ফের ডিভিসিকে তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী।

আরও পাঁচ রাজ্যে 'ডানা'র সতর্কতা জারি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঘূর্ণিঝড় 'ডানা'র হানায় ত্রস্ত ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গ। এই ঘূর্ণিঝড়ের মোকাবিলা করতে দুই রাজ্যই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় প্রস্তুতি সারছে। কিন্তু 'ডানা' যে এই দুই রাজ্যেই তাণ্ডব চালিয়ে ক্ষান্ত হয়ে যাবে এমনটা নয় বলেই জানিয়েছে মৌসম ভবন। এই ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গ ছাড়িয়ে আরও পাঁচ রাজ্যে পড়বে বলে জানানো হয়েছে। মৌসম ভবন জানিয়েছে, ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও 'দানা'র তাণ্ডব চলবে অন্ধ্রপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, বিহার এবং তামিলনাড়ুতে। ইতিমধ্যেই বিহারের ১২ জেলায় সতর্কতা জারি করেছে রাজ্য প্রশাসন। সেই ১২ জেলার মধ্যে রয়েছে ভাগলপুর, বাঁকা, জামুই, মুঙ্গের, শেখপুরা, নালন্দা, জেহানাবাদ, লখিসরাই, নওয়াদা, গয়া, কটিহার, পুর্ণিয়া এবং কিসানগঞ্জ। এই জেলাগুলিতে ঘণ্টায় ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবে।

ডানা-হেল্পলাইন

কলকাতা পুরসভা কন্ট্রোল রুম
২২৮৬১২১২, ২২৮৬১৩১৩, ও ২২৮৬১৪১৪
কলকাতা পুলিশ
৯৪৩২৬১০৪৫৫, ৯৪৩২৬১০৪৪৫, ৯৪৩২৬১০৪৩০, ৬২৯২২৬৩৪৪০
ডব্লুউবিএসইডিসিএল
৮৯০০৭৯৩৫০৩, ৮৯০০৭৯৩৫০৪
টোল ফ্রি ১৯২২১
হোয়াটসঅ্যাপ ৮৪৩৩৭১৯১২১
সিইএসসি
৩৫০১১৯১২, ৪৪০৩১৯১২, ১৯১২
হোয়াটসঅ্যাপ ৭৪৩৯০০১৯১২
বিশেষ হেল্পলাইন নম্বর
৯৮৩১০৭৯৬৬৬, ৯৮৩১০৮৩৭০০
হাওড়া পুরসভা কন্ট্রোল রুম
৬২৯২২৩২৮৭০
হাওড়া স্টেশন
২৬৪১৩৬৬০, ২৬৪০২২৪১, ২৬৪০২২৪২, ২৬৪১২৩২৩
শিয়ালদহ স্টেশন
২৩৫১৬৯৬৭

পরবর্তী প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না

■ সুপ্রিম কোর্টের পরবর্তী প্রধান বিচারপতি হতে চলেছেন বিচারপতি সঞ্জীব খান্না। আগামী ১০ নভেম্বর নিজের দায়িত্ব থেকে অবসর নেবেন বর্তমান প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়। এরপরই দায়িত্বভার নেবেন সঞ্জীব খান্না। দেশের ৫১তম প্রধান বিচারপতি হতে চলেছেন তিনি। নিয়ম অনুসারে, প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়ই সঞ্জীব খান্নার নাম সুপারিশ করেছিলেন। আইন ও বিচার মন্ত্রকের স্বাধীন প্রতিমন্ত্রী অর্জুন সিং মেঘওয়াল বৃহস্পতিবার এক্স হ্যান্ডলে এই খবরটি দিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর অনুমোদনের পরই দেশের পরবর্তী প্রধান বিচারপতি পদে নিযুক্ত হতে চলেছেন বিচারপতি সঞ্জীব খান্না।

ফের হুমকি, এমার্জেন্সি ল্যান্ডিং

■ ফের বিমান বোমাতঙ্ক। একটি নয় একাধিক বিমানে পরপর ছড়াল আতঙ্ক। কয়েকদিন আগেই বোমাতঙ্ক ছড়ানোর অভিযোগের ক্ষেত্রে কড়া পদক্ষেপের বার্তা দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। তারপরও সেই একই ঘটনা। কলকাতা বিমানবন্দরে জরুরি ভিত্তিতে অবতরণ করানো হল ১১টি বিমানকে।

নির্দেশ নির্বাচন কমিশনের

■ সরকারি জায়গাতেই ভোটগ্রহণ কেন্দ্র করতে হবে। ব্যক্তিগত বা বেসরকারি জায়গায় ভোটগ্রহণ কেন্দ্র করা যাবে না। রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দিল নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশনের তরফে চিঠি দিয়ে সব রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও)-কে এই নির্দেশ জানানো হয়েছে। তাদের বক্তব্য, দেশে এক লক্ষের বেশি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে ব্যক্তিগত বা বেসরকারি জায়গায়। স্বচ্ছ এবং নিরপেক্ষ ভোট করানোর জন্য সেই কেন্দ্রগুলিকে সরকারি জায়গায় নিয়ে আসার চেষ্টা করতে হবে। এখন থেকেই ওই মর্মে কাজ শুরু করার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন।

ডানা: লক্ষাধিক মানুষকে সুরক্ষিত এলাকায় সরাল ওড়িশা প্রশাসন

ভুবনেশ্বর, ২৪ অক্টোবর: সময় যত এগোচ্ছে, বাড়ছে হাওয়ার বেগ। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বৃষ্টিও। 'ডানা'র দাপটে দুর্যোগের আশঙ্কায় প্রহর গুনছে ওড়িশার উপকূল অঞ্চলের বাসিন্দারা। উল্লেখ্য, এই প্রতিবেদন যখন পাঠকরা পড়বেন ততক্ষণে ল্যান্ডফল হয়ে গিয়েছে ডানা-র।

ওড়িশা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার প্রায় ৪ লক্ষ মানুষকে সুরক্ষিত জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। খোলা হয়েছে কন্ট্রোল রুম। জেলায় জেলায় প্রস্তুত রাখা হয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা দল, ডাক্তার থেকে অ্যাম্বুল্যান্স।

এই ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে ওড়িশার ভদ্রক, বালাসোর, জগৎসিংপুর, কেন্দ্রাপাড়ার মতো জেলাগুলি ঝড়ের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে জানা গিয়েছে। সঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি চলবে। পাশের জেলাগুলোও প্রভাব পড়বে। বৃহস্পতিবারের পর শুক্রবার বৃষ্টি চলবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর।

ওড়িশার মন্ত্রী সুরেশ পূজারি বলেন, '১৪টি জেলার মধ্যে ৩০০০টি গ্রাম আমরা চিহ্নিত করেছি। ঝড়ের আগে বিপজ্জনক এলাকায় থাকা ১০ লক্ষ ৬০ হাজার ৩৩৬ জনকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।' ওড়িশা সরকারের পক্ষ থেকে ৯টি জেলার পরিস্থিতির উপর নজর রাখতে ৯জন মন্ত্রীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

সঙ্গে সিনিয়র আইএএস অফিসারদের পরিস্থিতির উপর নজর রাখতে বলা হয়েছে। ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'রাজ্য সরকার দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত। সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন ভয় পাবেন না। আমরা ক্রমাগত পরিস্থিতির উপর নজর রাখছি।'

কোণঠাসা ট্রুডোকে সোমবারের মধ্যে পদত্যাগ করতে বললেন দলের এমপিরা

ওট্টাওয়া, ২৪ অক্টোবর: নিজের দলেই কোণঠাসা হয়ে পড়লেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। সে দেশের সংবাদমাধ্যম সিবিসি নিউজের প্রতিবেদন অনুসারে, ট্রুডোর দল লিবারেল পার্টির বেশ কয়েক জন এমপি আগামী সোমবার (২৮ অক্টোবর)-এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রীকে 'নিজের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ' করতে বলেছেন। যদিও সে দেশের রাজনীতির কারবারিদের একাংশের সূত্রে জানা গিয়েছে, ট্রুডোকে সরাসরি পদত্যাগ করতে বলা হয়েছে।

রেডিয়ো কানাডার একটি সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, ট্রুডোর পদত্যাগ করার দাবিপত্রে স্বাক্ষর করেছেন লিবারেল পার্টির ২৪ জন এমপি। যদিও ট্রুডো বা তাঁর দপ্তরের তরফে এই বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি। কানাডার পার্লামেন্টের অধিবেশন চলছে। তাই দলের রণকৌশল ঠিক করতে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে বসেছিলেন লিবারেল পার্টির সাংসদেরা। সেখানেই প্রধানমন্ত্রী ট্রুডোর বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন দলের সাংসদেরা।

সম্প্রতি ঐতিহ্যগতভাবে 'সুরক্ষিত' দু'টি আসনেও হেরে যায় ট্রুডোর দল। তার পরেই দলে

ট্রুডোর নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। তার পরেই একটি জনমত সমীক্ষায় উঠে আসে যে, ট্রুডোর নেতৃত্বে নির্বাচনে গেলে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হবে লিবারেল পার্টি। এই পরিস্থিতিতে 'দল বাঁচাতে' ট্রুডোর পদত্যাগ দাবি করেছেন তাঁর দলেরই এমপিরা। তা ছাড়া বিচ্ছিন্নতাবাদী খলিস্তানি নেতা হরদীপ সিং নিজ্জর হত্যাকাণ্ড নিয়ে ট্রুডো ভারতকে ধারাবাহিক ভাবে তোপ দাগতে থাকায়, লিবারেল পার্টির একাংশই কানাডার প্রধানমন্ত্রীর উপরে অসন্তুষ্ট বলে জানা গিয়েছে।

এক শরিক সমর্থন প্রত্যাহার করায় এমনিতে ট্রুডোর নেতৃত্বাধীন সরকার এখন সংখ্যালঘু। এমতাবস্থায় দলের ভিতরে-বাইরে চাপের মুখে ট্রুডো। নিজ্জর হত্যাকাণ্ডে সম্প্রতি তিনি অভিযোগ করেছিলেন, ভারত কানাডার সার্বভৌমত্বকে লঙ্ঘন করেছে। বিদেশ মন্ত্রকের তরফে পাল্টা অভিযোগ করা হয় যে, কানাডার আসন্ন পার্লামেন্ট নির্বাচনে কট্টরপন্থী খলিস্তানি গোষ্ঠীগুলির সমর্থন পাওয়ার জন্য ট্রুডো সরকার নতুন করে নিজ্জর বিতর্ক সামনে নিয়ে আসছে। খলিস্তানি নেতা নিজ্জরকে ২০২০ সালে 'সন্ত্রাসবাদী' বলে ঘোষণা করেছিল ভারত। তিন বছর পর ২০২৩ সালের ১৮ জুন কানাডার ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার সারের একটি গুরুদ্বারের সামনে তাঁকে হত্যা করা হয়। এর পরে নিজ্জর হত্যাকাণ্ডে ভারতের 'ভূমিকা' রয়েছে বলে অভিযোগ করেছিলেন ট্রুডো।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৪/১০/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৬ নং এফিডেভিট বলে Some Orao S/o. Ranthu Orao ও Souma Orao S/o. R. Orao, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩০/০৮/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২০১৯ নং এফিডেভিট বলে Mitra Sabui W/o. Siddhartha Sankar Sabui ও Mitra Dey Sanbui W/o. Siddhartha Sanbui সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৪/১০/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৭ নং এফিডেভিট বলে Seikh Piyar S/o. Seikh Icha ও Sk. Payar Ali S/o. SK. Icha, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৪/১০/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৮ নং এফিডেভিট বলে Somnath Chattopadhyay S/o. Tarapada Chattopadhyay ও S. N. Chattopadhyay S/o. Lt. Chattopadhyay, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৪/১০/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৯ নং এফিডেভিট বলে Basudeb Deshmukh S/o. Surendra Nath Deshmukh ও Basudev Desmukh S/o. Late S. N. Desmukh, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি পায়েল সাহা ০১/১০/২৪ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টের এফিডেভিটে ঝুমা সাহা ও পায়েল সাহা উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম এবং আমার স্বামী তারক সাহা ও তারক চন্দ্র সাহা উভয়ে একই ব্যক্তি হইল। আমার আসল নাম ঝুমা সাহা, স্বামী তারক সাহা মোংলা পুকুর রোড, কৃষ্ণনগর নদীয়া।

CHANGE OF NAME

I, Kalam Shaikh, S/O Kalam Shaikh resident of Vill+P.O. - Palsunda, P.S.- Tehatta, now Palashipara, Dist. Nadia- Pin-741156 do hereby declare that I have changed my name from Kalam Shaikh to Abul Kalam Shaikh and henceforth I shall be known as Abul Kalam Shaikh in all purpose, vide affidavit no. A-88743 sworn before the Notary Public at Berhampore on 21/10/2024. Abul Kalam Shaikh and Kalam Shaikh both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি রাজেন্দ্র জৈন বাবার নাম ঁভানমল জৈন, ঠিকানা 227/2, আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড, কলকাতা-700020, অফিস 7B, জাস্টিস দ্বারকানাথ রোড, কলকাতা- 700020, পশ্চিমবঙ্গ। ফার্স্ট ক্লাস মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ব্যাঙ্কশাল কোর্ট, কলকাতা-এর Affidavit দ্বারা রাজেন্দ্র জৈন নামে পরিচিত হইলাম, Affidavit No. - 671179 Dated - 22/12/2023, রাজেন্দ্র জৈন এবং রাজেন্দ্র কুমার জৈন উভয়ই একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

PUBLIC NOTICE

I, Santosh Agarwal, son of Late Shyamlal Agarwal of 8th Floor, 4/5, Singhee Bagan Lane, above Central Bank of India, Girish Park, Barabazar, Circus Avenue, Kolkata – 700007, W.B. By virtue of affidavit dated 25.09.2024. Have declared that in Hidco's documents my name has been recorded as "Santosh Kumar Agarwal". "Santosh Agarwal" & "Santosh Kumar Agarwal'" is the same identical person.

PUBLIC NOTICE

I, Ragini Agarwala, daughter of Sampat Kumar Sultania and wife of Tarun Agarwala of 85, Bagmari Road, Maniktala, Kankurgachi, Kolkata-700054, W.B. by virtue of affidavit dated 25.09.2024. Have declared that in Hidco's documents my name has been recorded as "Ragini Sultania". "Ragini Agarwala"& "Ragini Sultania" is the same identical person.

PUBLIC NOTICE

I, Sangita Seksaria, daughter of Sampat Kumar and wife of Mangalam Seksaria of 85, Bagmari Road, Kolkata-700054, W.B. by virtue of affidavit dated 25.09.2024. Have declared that in Hidco's documents my name has been recorded as Sangita Sultania". Sangita Seksaria & "Sangita Sultania" is the same identical person.

Declaration

I, BANISETTI SHALOM RAO S/O Banisetti Janaki Rao presently residing at Alliance New Line No. 17, R/No. 357, P.O. & P.S. : Jagatdal, Dist - North 24 Parganas, PIN - 743125, West Bengal do hereby declare vide affidavit filed in the court of the Ld. Judicial Magistrate, 1st Class, Barrackpore dated 21.10.2024 that the full, fair, actual name with surname of myself including my father is "BANISETTI SHALOM RAO S/O BANISETTI JANAKI RAO" which is recorded in my Aadhar and PAN Cards but in my certificate of Madhyamik Pariksha (Secondary Education), my name and my father's name has been recorded as "B SHALOM RAO S/O B JANAKI RAO" inadvertently. BANISETTI SHALOM RAO S/O BANISETTI JANAKI RAO and B SHALOM RAO S/O B JANAKI RAO is the same and one identical person i.e. me.

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

১)শ্রীমত্যা অপর্ণা চ্যাটার্জ্জী স্বামী ৺শিবাশিষ চ্যাটার্জ্জী ২)শ্রী রাজ চ্যাটার্জ্জী পিতা ৺শিবাশিষ চ্যাটার্জ্জী উভয়ের সাকিম ৮৪৭ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড, সাউথ দমদম, ভেদিয়াপাড়া, জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, পিন ৭০০০৭৭ বিগত ইং- 06/12/2023 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-1203/2023 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী লক্ষণ সন্ন্যাসী** পিতা পদগোপাল সন্ন্যাসী, সাকিম ধরমপুর মহামায়া কলোনী, পোঃ ও থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন-৭১২১০১-কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেল বিগত ইং 31/01/2024 তারিখে হুগলী ডি.এস.আর-I, চুঁচুড়া হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-921/2024 নং কোবালা দলিল মূলে **১)শ্রী কৌশিক দেবনাথ** পিতা সুধীর দেবনাথ **২)শ্রীমতী বৈশাখী দেবনাথ** স্বামী কৌশিক দেবনাথ পিতা শ্যামল দেবনাথ সাকিম গুপ্তগলি, পোঃ বুড়োশিবতলা, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন-৭১২১০৫ মহাশয়াকে বিক্রয় করেন।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা উত্তর চন্দননগর, জে.এল. 21, হাল এল. আর 5298, 5292 ও 5498 খতিয়ানে, সাবেক 112 তথা হাল 311 দাগে বাস্তু জমি 0.058 তথা 3 কাঠা 8 ছটাক আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রী কৌশিক দেবনাথ** পিতা সুধীর দেবনাথ **২)শ্রীমতী বৈশাখী দেবনাথ** স্বামী কৌশিক দেবনাথ পিতা শ্যামল দেবনাথ উক্ত খরিদা জমি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগড়া-চুঁচুড়া ব্লক, অফিসে আবেদন করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে **সাহা স্টেপওয়ে এল.এল.পি প্রাইভেট লিমিটেড** এর পক্ষে **Prop. নিরঞ্জন সাহা,** পিতা – গোপীমোহন সাহা, সাকিম – ৮৯/৩/২ বিবেকানন্দ রোড, রানী মারকেট, পোঃ ও থানা – রিষড়া, জেলা – হুগলী এর নিকট হইতে বিগত ইং ২৭/০৪/২০২২ তারিখে D.S.R-I হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১ নং বহির, ৫৯২৩ নং আমমোক্তারনামা দলিলের বলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার হন **আকাশ দে,** পিতা – নারায়ান চন্দ্র দে তাহার পর তিনি বিগত ইং ০৭/০৯/২০২২ তারিখে A.D.S.R হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১নং বহির, ৫১৯১ নং দলিল মূলে ৩.৪ শতক জমির **সন্দীপ সিদ্ধা,** পিতা- দিলীপ কুমার সিন্ধা এর কাছে বিক্রয় করেন। **সন্দীপ সিদ্ধা** আবার ওই জমির মালিক ও দখলীকার হইয়া আমার মক্কেল **সৌভিক পাত্র** ও তাহার স্ত্রী **মিতুয়া সরকার পাত্র** এদের কাছে বিগত ইং ১৯/০৪/২০২৪ তারিখে A.D.S.R হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১নং বহির, ৪১০১ নং দলিল মূলে সম্পত্তি বিক্রয় করে। উক্ত সম্পত্তির **তপশীল:** জেলা – হুগলী, থানা – চুঁচুড়া, মৌজা – কুলিহান্ডা, J.L No. ১৮, L.R দাগ নং – ৩১৫৪ , খতিয়ান নং- ১০২০০। আমার মক্কেলদের ক্রয়করা উক্ত সম্পত্তি মালিক ও দখলীকার হইয়া চুঁচুড়া-মগরা ব্লক -এর বি এল এন্ড এল আর ও অফিসে নিজ নিজ নামে মিউটেশনের আবেদন করিয়াছে কাহারও যদি কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন ১ মাসের মধ্যে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

প্রকাশ থাকে যে, আমার মক্কেলদ্বয় **১)শ্রী সুব্রত কুমার বসু** পিতা ৺সুধীর কুমার বসু সাকিম সুজন বাগান, পোঃ ও থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন – ৭১২১০১ ও **২)শ্রী সুবিনয় বসু** পিতা ৺সুবোধ কুমার বসু সাকিম চুঁচুড়া স্টেশন রোড, পল্লীশ্রী, ধরমপুর(সিটি), পোঃ চুঁচুড়া আর.এস., থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১০২ মহাশয়দ্বয়কে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত ৭টি আমমোক্তারনামা দলিল মূলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। যথাঃ ১) **ক)শ্রী সুকুমার বসু খ) শ্রীমতী সুপ্রিয় বসু** বিগত ইং 17/10/20 তারিখে ডি.এস.আর.-I হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 217/2020 নং আমমোক্তার দলিলমুলে ২) **ক)শ্রী সুকমল বসু খ) শ্রীমতী সুদর্শন বসু গ)দিপ্তী ঘোষ ঘ)তৃপ্তি ঘোষ ঙ)চন্দ্রলেখা দত্ত চ)পলা বসু দে ছ)সুভাষপ্রিয় বসু** বিগত ইং 17/10/20 তারিখে ডি.এস.আর.-I হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 216/2020 নং আমমোক্তার দলিলমুলে **৩)শ্রীমতী ডালিয়া বসু** বিগত ইং 17/10/20 তারিখে ডি.এস.আর.-I হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 215/2020 নং আমমোক্তার দলিলমুলে **৪)শ্রী সৌমপ্রিয় বসু** বিগত ইং 04/11/20 তারিখে বারাণসী রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 251/2020 নং আমমোক্তার দলিলমুলে **৫)শ্রী সাধনপ্রিয় বসু** বিগত ইং 30/11/20 তারিখে ব্যাঙ্গালোর রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 189/2020 নং আমমোক্তার দলিলমুলে **৬)ক)শ্রী সুশান্ত কুমার বসু খ)শ্রীমতী চিত্রলেখা বসু উইলিয়াম গ)শ্রী শক্তিপ্রিয় বসু ঘ)সুদ্ধপ্রিয় বসু** বিগত ইং 07/02/24 তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 1388/2024 নং আমমোক্তার দলিলমুলে ৭)শ্রীমত্যা আইভি সরকার বিগত ইং 07/02/24 তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 1389/2024 নং আমমোক্তার দলিলমুলে, একুনে মোট ৭ টি আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমার মক্কেলদ্বয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তার নামা বলে আমার মক্কেলদ্বয় বিগত ইং 09/02/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-1532/24 নং দলিল মূলে **শ্রীমতী টুম্পা বিশ্বাস** পিতা জগন্নাথ বিশ্বাস, স্বামী রামকৃষ্ণ বিশ্বাস, সাকিম চর সাহাপুর, ইসলামপুর, পোঃ ও থানা কাটোয়া, জেলা বর্ধমান, পিন ৭১৩৫০২ মহাশয়াকে বিক্রয় করেন। **তপশিল** - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা হুগলী, জে. এল নং 19, হাল এল.আর. খতিয়ান নং 3109, 3192, 3167 ও 3237 সাবেক 2658 তথা হাল এল.আর. 2972 নং দাগে ভিটি জমি 14 ছটাক আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **শ্রীমতী টুম্পা বিশ্বাস** পিতা জগন্নাথ বিশ্বাস, স্বামী রামকৃষ্ণ বিশ্বাস, উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৫ শে অক্টোবর। ৮ ই কার্তিক। শুক্র বার। অষ্টমী তিথি। জন্মে কর্কট রাশি, অষ্টোত্তরী চন্দ্র র দশা বিংশোত্তোরী শনি র মহাদশা, দোষ নেই।

মেষ রাশি : অশুভ শনি। তবুও দিনটি শুভ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ও শুভ। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোনো সুখবর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ, কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা আগামীকাল লাভবান হবেন। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সাদা।

বৃষ রাশি : আজ বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেরোবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকব, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। নারীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতেবেশি কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্র ওম গণ গণেশায় নমো। শুভ দিক উত্তর। শুভ রং ঘিয়ে।

মিথুন রাশি : অশুভ শনি।খুব সতর্কতার সঙ্গে আজ সম্পর্ক তৈরী করুন। কোনো ছলনাময়ী নারী বা পুরুষের দ্বারা সামাজিক সম্মান হানি। ঋণ বিষয় তর্ক, বিতর্ক থেকে সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। সন্ধ্যার পর অপরিচিতের ফোন না ধরা শুভ। স্বল্প পরিচিতর হঠাৎ নিমন্ত্রনে অপরিচিত জায়গায় না যাওয়া শুভ। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সবুজ।

কর্কট রাশি : আজ ধনপ্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি, সম্পদপ্রাপ্তির প্রভূত সম্ভাবনা। আলোচনা চলাকালীন হঠাৎ মেজাজ হারালে বিশেষ ক্ষতি। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে প্রতিউত্তর না দেওয়া ভালো। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : শুভ সময়। তবে বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি-ঘর, জমি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। মন্ত্র ওম নমঃ গণেশায়। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : ব্যাবসার দিকে লাভ প্রাপ্তি। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আজ ক্ষতি। বৈবাহিক জীবনে তৃতীয় ব্যাক্তির প্রবেশে সাংসারিক শান্তি নষ্টের ইঙ্গিত। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : আজ দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। পরিবারে ধন বৃদ্ধি, ব্যবসা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু প্রতিবেশী সেজে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। মায়েদের প্রসূতি রোগে কষ্ট বৃদ্ধি। স্বজন-পরিজন থেকেও না থাকার মতন। আগামীকাল একটি সুখবর আসবে সান্ধ্যকালীন। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : অশুভ শনি। প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ-বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে লাভ প্রপ্তি। পরিবারে গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নিজ নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি থেকে লাভ প্রাপ্তি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। মন্ত্র সং শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : সহযোগিতা চেয়েছিলেন তার সহযোগিতা পাওয়া যাবে। বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর

মকর রাশি : পীড়া ও শরীর ব্যাধি। মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে অশুভ সংবাদ প্রপ্তি হবে। পরিবারে প্রবীণ নাগরকিদের নিয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার সম্বাভনা। দাম্পত্য সুখে বিবাদ। পরিবারে নৈরাশ্যবাদ হতাশা বৃদ্ধি। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : অশুভ শনি। আর্থিক সহযোগিতা নাই। সচেতন থাকা শুভ। তর্ক বিতর্কে গেলে ক্ষতির সম্ভাবনা।বিশেষত দুপুর বেলা রাহু কাল চলাকালীন সতর্ক থাকা শুভ। যে কাজ এখনো হয়নি প্রকাশে তা নিয়ে আলোচনা করা ঠিক নয়। সবাইকে আপন ভাবলে বিপদ বৃদ্ধি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। ছলনাময় মানুষকে চিনতে শিখুন। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : অশুভ শনি। প্রতিবাদে না গেলে ক্ষতি কি? পরিশ্রমের ফল পাওয়া যাবে। ট্যাক্স সম্পর্কিত কাগজপত্র দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। দু একদিনের মধ্যে নতুন ব্যবসা শুরু না করা ভালো। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি। তবে গৌর বর্ণের শত্রু কে চিনে নিন। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

গুলিবিদ্ধ তৃণমূল কর্মীর মৃত্যু

পুলিশি ব্যার্থতার অভিযোগ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূল কর্মীকে লক্ষ্য করে গুলি। বৃহস্পতিবার কলকাতার এক হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাঁর। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে হাওড়ার শিবপুর এলাকায়। পুলিশ সূত্রে খবর, বুধবার রাত এগারোটা নাগাদ এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জি টি রোডের রাস্তার ধারে বসে গল্প করছিলেন ওই তৃণমূল কর্মী। হাওড়া শিবপুর থানার অন্তর্গত পিএম বস্তির সামনেই ঘটনাটি ঘটে।

পুলিশ সূত্রে খবর, ওই তৃণমূল কর্মীর নাম আব্দুল কাদির ওরফে প্রেম, এলাকাতে তৃণমূল কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী বলেই পরিচিত। আচমকাই তাঁকে লক্ষ্য করে খুব কাছ থেকে গুলি করে দুষ্কৃতীরা। দু'রাউন্ড গুলি চালানো হয় বলেই পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে। রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন তিনি। তাঁকে সেখান থেকে স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় কলকাতায় সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর। গুলি চালানোর ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হন হাওড়া সিটি পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে শিবপুর থানার পুলিশ। রাজনৈতিক শত্রুতা না কি পুরানো শত্রুতার জেরে এই ঘটনা তা নিয়েও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। ওই এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে খতিয়ে দেখা হবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর মিলেছে। যদিও এই ঘটনার জেরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকাতে।

নিহত তৃণমূল কর্মী আব্দুল কাদির

এই ঘটনাকে হাওড়া পুলিশ ও প্রশাসনের ব্যর্থতা বলেই তোপ দাগেন বিজেপির রাজ্য সম্পাদক উমেশ রাই। তিনি বলেন, 'গতকাল রাতে হাওড়ার শিবপুর থানার কাছেই রাস্তার উপরে যেভাবে শাসক দলের যুবনেতাকে গুলি মেরে হত্যা করে, তা থেকে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কি অবস্থায় রয়েছে তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। এটা হাওড়া সিটি পুলিশের চূড়ান্ত ব্যার্থতা। পশ্চিমবঙ্গে এখন কেউ সুরক্ষিত নেই। যে কারোর সঙ্গে যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।'

প্রসঙ্গত গত মাসে হাওড়ার লিলুয়া এলাকাতে হাওড়া সদর তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি কৈলাশ মিশ্রের গাড়িতে গুলি চালানোর অভিযোগ ওঠে। ফের এমন ছবি দেখল হাওড়া প্রশ্ন উঠছে ভুরি ভুরি আগ্নেয়াস্ত্র আসছে কোথা থেকে? পুলিশ, প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন সাধারণ মানুষ।

একাধিক দপ্তরে নতুন নিয়োগে ছাড় নবান্নর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঘূর্ণিঝড়ের আবহে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক বসেছিল নবান্নে। বৃহস্পতিবার নবান্নে ওই বৈঠকে শতাধিক নতুন পদ সৃষ্টি-সহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। স্বরাষ্ট্র দপ্তরে ৫৭টি নিয়োগের ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। এছাড়া স্বাস্থ্য দপ্তরে ১৮টি, জলসম্পদে ৭টি পদ রয়েছে। এছাড়া কর্মবন্ধু, পরিবেশ, অর্থ দপ্তরে নতুন নিয়োগের ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, নাবার্ড ও রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে রাজ্য সমবায়, কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্কের ১৫০০ টাকার ঋণ নেওয়ার প্রস্তাবে সিলমোহর দিয়েছে মন্ত্রিসভা। এছাড়াও দুর্গাপুর প্রজেক্টস লিমিটেডের অধীন ৬৬০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সুপার ক্রিটিক্যাল পাওয়ার প্ল্যান্ট তৈরির ছাড়পত্রও দেওয়া হয়েছে এদিনের বৈঠকে। নিউ টাউনে অর্থ তালুক তৈরির জন্য আরও প্রায় সাড়ে তিন একর জমি দেওয়ার প্রস্তাবেও এদিন সিলমোহর দেওয়া হয়েছে মন্ত্রিসভার বৈঠকে।

হুগলি নদীতে কলকাতা রিভার ট্র্যাফিক গার্ডের পক্ষ থেকে মাইকিং করে সতর্ক করা হচ্ছে।

দু-দিনের রুশ সফর সেরে দেশে ফিরলেন মোদি

নয়াদিল্লি, ২৪ অক্টোবর: রাশিয়ার কাজানে অনুষ্ঠিত ব্রিকস সামিট শেষে দেশে ফিরলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বুধবারই তিনি দেশে ফেরার উড়ান ধরেন। বৃহস্পতিবার সকালে পা রাখেন দিল্লি বিমানবন্দরে। বিশ্ব মানচিত্রে যে ভারতের গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, মোদির এই দুদিনের সফরে তারই প্রমাণ মিলল। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থেকে মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত, শান্তির পথে ফিরতে ফের একবার দিল্লির উপরেই ভরসা রাখতে চাইলেন রাষ্ট্রনেতারা। পাশাপাশি সীমান্ত সংঘাত থেকে গ্লোবাল সাউথ নিয়ে চিনকেও বিশেষ বার্তা দিলেন নমো। এক কথায়, ব্রিকস সামিটে শক্তিশালী ভারত দেখল বিশ্ব।

চলতি মাসের ২২ থেকে ২৪ তারিখ পর্যন্ত রাশিয়ার কাজান শহরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ষোড়শ ব্রিকস সামিট। আন্তর্জাতিক এই সম্মেলনে যোগ দিতে মঙ্গলবার ঐতিহ্যময় শহর কাজানে পা রাখেন মোদি। বিমানবন্দরে রাজকীয় অভ্যর্থনা জানানো হয় তাঁকে। এর পরই রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠকে বসেন মোদি। আলোচনার টেবিলে ওঠে ইউক্রেন যুদ্ধের প্রসঙ্গ। রণক্ষেত্রে যে সমস্যার সমাধান মেলে না সেই কথা ফের একবার মনে করিয়ে দিয়ে বন্ধু পুতিনকে শান্তির বার্তা দেন তিনি। অন্যদিকে, আগামিদিনে দিল্লি-মস্কো বন্ধুত্ব আরও মজবুত করার আশ্বাস দেন রুশ প্রেসিডেন্ট। ব্রিকসের আলোচনায় উঠে আসে গাজা যুদ্ধ থেকে শুরু করে মধ্যপ্রাচ্যের উত্তপ্ত পরিস্থিতির প্রসঙ্গ। পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে মোদির সঙ্গে আলোচনা করেন ইরানের নয়া প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেস্কিয়ান।

মুখ্যমন্ত্রী হয়ে দিল্লিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে প্রথম বৈঠক ওমরের

পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা দেওয়ার আশ্বাস শাহের

নয়াদিল্লি, ২৪ অক্টোবর: জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে প্রথম বৈঠক করলেন ওমর আবদুল্লা। বুধবার দিল্লির বৈঠকে ভূস্বর্গকে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদার নিয়ে শাহর সঙ্গে কথা বলেন ওমর। সূত্রের খবর, ৩০ মিনিটের বৈঠকে এই বিষয়ে আশ্বাস দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

কাশ্মীরে বিধানসভা ভোটের আগে থেকেই জম্মু ও কাশ্মীরের পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদার দাবিতে সরব ছিলেন ন্যাশনাল কনফারেন্সে নেতা ওমর। ভোটের ফল বের হলে দেখা যায়, বিজেপিকে পিছনে ফেলে উপত্যকায় জয়ী হয়েছে ন্যাশনাল কনফারেন্স-কংগ্রেস জোট। শেষ পর্যন্ত সরকার গঠন করে ন্যাশনাল কনফারেন্স। মুখ্যমন্ত্রী হন ওমর আবদুল্লা। এর পর বুধবার দিল্লি এসে কেন্দ্রের কাছে পুরনো দাবি জানালেন কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী।

যদিও শাহের সঙ্গে বৈঠকের পর জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী জানান, এদিন একটি সৌজন্য সাক্ষাৎ ছিল। তবে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যের মর্যাদা ফেরানো এবং সেখানকার বাস্তব পরিস্থিতি নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে বলেও স্বীকার করেছেন ওমর। উল্লেখ্য, তিন দিন আগেই সোনমার্গে জঙ্গি হামলায় মৃত্যু হয়েছে এক চিকিৎসক-সহ সাত জনের। মনে করা হচ্ছে, সাম্প্রতিক সময়ে উপত্যকায় জঙ্গি তৎপরতা বৃদ্ধি নিয়েও কথা হয়েছে ওমর-শাহর বৈঠকে।

মেট্রো রেলওয়ের ৪০ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষ্যে শিয়ালদার ডক্টর বি সি রায় অডিটরিয়ামে এক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয় বৃহস্পতিবার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার পি উদয় কুমার রেড্ডি সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

যমুনা পর এবার তামিলনাড়ুর রাস্তায় বিষাক্ত ফেনা, উদ্বেগ

নয়াদিল্লি, ২৪ অক্টোবর: দিল্লিতে যমুনা নদীর উপর বিষাক্ত ফেনা ঘিরে উদ্বেগ ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বার তামিলনাড়ুতেও রাস্তার উপর জমল সাদা ফেনা। যমুনায় যে ধরনের ফেনা জমতে দেখা যায়, অনেকটা সেই ধরনেরই। বৃহস্পতিবার সকালে দক্ষিণি রাজ্যের হোসুর শহরে রাস্তার উপর জমে থাকতে দেখা যায় এই ফেনা। বিষয়টি নজরে আসার পরই পদক্ষেপ করেছে প্রশাসন। রাস্তার উপর থেকে সাদা ফেনা সরানোর কাজ শুরু করেছেন সাফাইকর্মীরা। স্থানীয় সূত্রে খবর, রাস্তার উপর ফেনা জমে থাকার কারণে গাড়িগুলিকে অন্য পথ দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

বেঙ্গালুরু থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই শহর। পাশ দিয়েই বয়ে গিয়েছে থেনপেন্নাই নদী। শহরের কাছেই রয়েছে কেলাভরাপল্লি জলাধার। বুধবার থেকে ভারী বৃষ্টি হয়েছে হোসুর এবং সংলগ্ন এলাকায়। বেঙ্গালুরুর আবহাওয়া দপ্তর থেকে বৃহস্পতিবার সকালে জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় হোসুরে ১১ সেন্টিমিটারেরও বেশি বৃষ্টি হয়েছে। সে ক্ষেত্রে জলাধার থেকে জলও ছাড়তে হয়েছে।

ঘূর্ণিঝড় 'ডানা'র মোকাবিলায় লালবাজার এবং কলকাতা পুরসভার তরফে খোলা হয়েছে কন্ট্রোল রুম।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৫ অক্টোবর ২০২৪ ৮ কার্তিক ১৪৩০ শুক্রবার

রবিতে কলকাতা আসতে পারেন অমিত শাহ

নিহত চিকিৎসক তরুণীর পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাতের সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য বিজেপি সূত্রে খবর, সব ঠিক থাকলে আগামী রবিবার কলকাতায় আসছেন অমিত শাহ। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, ওই দিন রয়েছে তাঁর ঠাসা কর্মসূচি। তবে তারই মাঝে পানিহাটির বাড়িতে গিয়ে চিকিৎসকের পরিবারের সঙ্গে দেখা করার সম্ভাবনা রয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর।

আরজি করে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ-হত্যাকাণ্ড দেশজুড়ে যে তোলপাড় ফেলেছিল, আড়াই মাস কেটে গেলেও তার রেশ কাটেনি এতটুকুও। এখনও দেশে-বিদেশে এনিয়ে প্রতিবাদ চলছে। পাশাপাশি চলছে এই মর্মান্তিক ঘটনার বিচার প্রক্রিয়া। শিয়ালদা আদালত থেকে সুপ্রিম কোর্ট, সিবিআইয়ের তদন্তের ভিত্তিতে চলছে সওয়াল-জবাব। সূত্রে খবর, এরই মাঝে এই পরিস্থিতিতে ঘটনার গুরুত্ব অনুধাবন করে নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কারণ, এনিয়ে তাঁকে চিঠিও পাঠানো হয়েছিল রাজ্য বিজেপির তরফে।

এদিকে সূত্রে এ খবরও মিলছে, গত ৯ আগস্ট কলকাতার সরকারি হাসপাতালে কর্তব্যরত জুনিয়র চিকিৎসকের এই মর্মান্তিক পরিণতির পর এতদিন কেটে গেলেও দিল্লির তরফে এখনও প্রশাসনের কেউ পরিবারের সঙ্গে দেখা করেননি। তবে এনিয়ে যেভাবে আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, তাকে 'হাতিয়ার' করে রাজ্য বিজেপির প্রতিনিধিরা পরিবারের সঙ্গে শাহের সাক্ষাৎ নিয়ে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। তাঁকে চিঠি পাঠিয়ে সময় চাওয়া হয়েছিল সুকান্ত, শুভেন্দুদের তরফে। কোনও এক নিরাপদ স্থানে তাঁদের সাক্ষাৎ করানোর পরিকল্পনা করেন দলীয় নেতারা।

অন্যদিকে, চিকিৎসক তরুণী খুনের ঘটনায় প্রকৃত দোষী এবং স্বাস্থ্য দফতরে তৈরি হওয়া ঘুঘুর বাসা ভাঙার দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া জুনিয়র ডাক্তারদের সমর্থন জানায় পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি নেতারা। এমতাবস্থায় অমিত শাহের মতো কোনও সর্বভারতীয় নেতা নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের বিচারের দাবিকে সমর্থন জানালে এই আন্দোলন আরও দৃঢ় হবে। তাই কলকাতায় তাঁদের সাক্ষাতের চেষ্টা চলছে। তবে ওই সময়েই অমিত শাহর সঙ্গে নির্যাতিতার পরিবারের দেখা হবে কিনা, তা এখনও চূড়ান্ত নয়।

আরজি কর কাণ্ড 'প্রাতিষ্ঠানিক অপরাধ': বৃন্দা কারাট

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'আরজি কর কাণ্ড একটি প্রাতিষ্ঠানিক অপরাধ।' বৃহস্পতিবার পানিহাটিতে এসে এমনটাই দাবি করলেন সিপিআইএমের পলিটব্যুরো সদস্যা বৃন্দা কারাট। এদিন সকালে তিনি পানিহাটিতে নিহত তরুণী চিকিৎসকের বাবা মায়ের সঙ্গে দেখা করেন। দীর্ঘক্ষণ তাঁর কথা হয় নিহত চিকিৎসকের বাবা মায়ের সঙ্গে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সিপিআইএমের সর্বভারতীয় নেত্রী বলেন, 'একজন মেধাবী ছাত্রীর সঙ্গে যা হয়েছে, তার বিরুদ্ধে গোটা রাজ্য এবং দেশের মানুষ একসঙ্গে বিচারের দাবিতে আন্দোলন করছে।' তাঁর দাবি, 'ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে দুর্নীতি এবং দুষ্কৃতী চক্র। চক্রের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের বাঁচানোর চেষ্টা করছে তৃণমূল সরকার এবং তৃণমূল নেতারা।' তাঁর কথায়, 'এই ঘটনার বিচারের দাবিতে লড়াই জারি থাকবে। আমরা সবাই এই পরিবারের পাশে আছি।'

গত ১৫ বছরে আবহাওয়া প্রযুক্তির উন্নতি ঘটেছে: গোকুল চন্দ্র দেবনাথ

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত কয়েক বছরে একের পর এক ঘূর্ণিঝড়ে তছনছ হয়েছিল দক্ষিণবঙ্গের উপকূলবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকা। আয়লার সময়েও ভয়ঙ্কর অবস্থা হয়েছিল দক্ষিণবঙ্গের। তবে গত ১৫ বছরে উন্নত হয়েছে প্রযুক্তি। দুর্যোগ মোকাবিলায় এই উন্নত প্রযুক্তি কতটা সাহায্য করছে প্রশাসনকে, তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে। এই ব্যাপারে প্রাক্তন আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা গোকুল চন্দ্র দেবনাথ জানান, 'গত ১৫ বছরে প্রযুক্তির উন্নতি অনেকটাই হয়েছে। উন্নতমানের স্যাটেলাইট সিস্টেম 'পিন পয়েন্ট' পূর্বাভাস দিতে সাহায্য করছে। আয়লার সময়ে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের হাতে যে প্রযুক্তি ছিল তার থেকে বর্তমানে আবহাওয়ার পূর্বাভাস পাওয়ার জন্য গাণিতিক পদ্ধতির অনেকটাই উন্নত হয়েছে। এর পাশাপাশি বিশ্বের অন্যান্য দেশের ডেভেলপড মেটেরলজি আমাদের পূর্বাভাসের জন্য অনেকটাই সাহায্য করে। এখন যে কোনও দেশের প্রযুক্তির সঙ্গে আমাদের দেশের প্রযুক্তিও পাল্লা দিতে পারবে।' ফলে আগামী দিনে দুর্যোগ মোকাবিলা প্রস্তুতি আরও সহজ হবে বলেই ধারণা তাঁর।

এর পাশাপাশি তিনি এও জানান, 'মিশন মৌসম' প্রকল্প অত্যাধুনিক আবহাওয়া নজরদারি, বায়ুমণ্ডলের উন্নত পর্যবেক্ষণ করতে সাহায্য করবে।' ১৫ বছর আগে ২০০৯ সালের ২৫মে সাগরে আছড়ে পড়েছিল আয়লা। রাজ্যের উপকূলবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকা কার্যত লণ্ডভণ্ড করে দেয় আয়লা। আয়লার গতিপথ ছিল উপকূল এলাকা থেকে পাহাড়ের দিকে। মূলত, দক্ষিণ থেকে উত্তরের দিকে। ২০০৯ সালে আয়লা সর্বোচ্চ ১১০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় আছড়ে পড়ে। প্রায় ৩০০ কিলোমিটার ছিল এই ঘূর্ণিঝড়ের ব্যাসার্ধ। আয়লার পর ফণি, আমফান, বুলবুল, ইয়াসের মতো ঘূর্ণিঝড়েরও কমবেশি প্রভাব পড়েছে বাংলায়। আমফান ঝড়ের সর্বাধিক গতিবেগ ছিল ১৮৫ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা। এবার শিয়রে 'দানা'। বুধবার মধ্যরাতেই প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে দানা। সাগরদ্বীপ থেকে প্রায় ৩৫০ কিমি দূরে অবস্থান করছে ঘূর্ণিঝড়টি। বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার সকালের মধ্যে এটি স্থলভাগে প্রবেশ করবে। দুর্যোগ মোকাবিলায় কোনও খামতি রাখতে চাইছে না প্রশাসন। কয়েক বছরের আগের স্মৃতি যে এখনও দগদগে। আবহাওয়া দপ্তরের শেষ আপডেট অনুযায়ী ল্যান্ডফলের সময়ে ডানা ঘূর্ণিঝড়ে হাওয়ার সর্বোচ্চ গতিবেগ হতে পারে ১০০ থেকে ১১০ কিমি। পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে হাওয়ার গতিবেগ ঘণ্টায় ৬০ থেকে ৭০ কিলোমিটার হতে পারে। কিছু জায়গায় ৮০ কিমি প্রতি ঘণ্টা বেগে ঝড় হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

ডানার আতঙ্কে বৃহস্পতি শুক্রে বন্ধ ফেরি চলাচল

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃহস্পতিবার সকালেই মধ্য বঙ্গোপসাগর এবং উত্তর বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন এলাকায় ঘূর্ণিঝড় ডানা তীব্র শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে। যাকে ঘূর্ণিঝড়ের বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় বলা হয় সিভিআর সাইক্লোনিক স্টর্ম। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার ২৪ অক্টোবর মধ্যরাত থেকে শুক্রবার সকালের মধ্যে তীব্র ঘূর্ণিঝড় হিসেবে 'ডানা' ওডিশা উপকূলে ল্যান্ডফল করবে। ওডিশার ভিতরকণিকা ও ধামারার কাছে ল্যান্ডফল করার প্রবল সম্ভাবনা। এর প্রভাব থাকবে পুরী থেকে সাগরদ্বীপ পর্যন্ত। ল্যান্ডফলের সময় এর গতিবেগ সর্বোচ্চ ১২০ কিলোমিটার হতে পারে। যার ফলে বাংলায় পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এমন আশঙ্কাই করা হচ্ছে। তবে কলকাতাতেও এর আংশিক প্রভাব পড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে বৃহস্পতিবার সন্ধেতে শহরে ঝড়ের সর্বোচ্চ গতিবেগ হবে ঘণ্টায় প্রায় ৮০ কিলোমিটার। যার ফলে এদিন সকালে অফিস টাইমেও ফেরিঘাটগুলি ছিল সম্পূর্ণ শুনশান। বৃহস্পতিবার ২৪ ও শুক্রবার ২৫ অক্টোবর ঘূর্ণিঝড় 'ডানা'র কারণে ফেরি পরিষেবা সম্পূর্ণ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য পরিবহন দফতর।

বুধবার রাত আটটায় শেষ ফেরি চলাচল করেছে। তারপর থেকেই ফাঁকা ফেরিঘাট। টিকিট কাউন্টারও বন্ধ রাখা হয়। আর একইসঙ্গে টিকিট কাউন্টারগুলিতে পরিবহন নিগমের পক্ষ থেকে ফেরি বন্ধের বিজ্ঞপ্তিও লাগানো হয়। ঝড়ের মধ্যে যাতে কোনও বড়সড় দুর্ঘটনা না ঘটে, তাই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে পরিবহন দফতর সূত্রে জানানো হয়েছে।

ঘূর্ণিঝড় নিয়ে সতর্ক শাসক দল, জনসংযোগে মরিয়া বিরোধীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডানা ঘূর্ণিঝড়ের পরবর্তী অবস্থাকে কাজে লাগিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছতে চাইছে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি। এবার সেই কারণেই রাজ্য প্রশাসনের পাশাপাশি তৃণমূল নেতা-কর্মীদেরও সাংগঠনিকভাবে দাঁড়াতে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে এমনটাই নির্দেশ এসেছে হাইকম্যান্ডের তরফে। বিশেষত এই নির্দেশ পাঠানো হয়েছে উপকূলবর্তী এলাকার তৃণমূল নেতা-কর্মীদের কাছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় দলের সব বিধায়ক, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের বলা হয়েছে, বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাকতে। ত্রাণ বিলি, দুর্গতদের ঠিক সময়ে আশ্রয় শিবিরে পৌঁছে দেওয়ার প্রক্রিয়ায় যাতে কোনও খামতি না থাকে, সেটাও দলের জনপ্রতিনিধিদের নিশ্চিত করতে বলেছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। দলের অন্যতম রাজ্য সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদারের কথায়, 'মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন যে, দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য রাজ্য সরকার সবরকমভাবে প্রস্তুত। একই সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস দল হিসেবে নেতা-কর্মীদের সজাগ থাকার নির্দেশ দিয়েছে। সাধারণ মানুষের পাশে থাকতে হবে। প্রশাসনকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করতে হবে।'

প্রসঙ্গত, অতীতে যে কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর ত্রাণবিলি নিয়ে নানা রকম অভিযোগ উঠেছে। এবার যাতে বিরোধীরা সেরকম কোনও অভিযোগ তুলতে না পারে, সে বিষয়ে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন নিচ্ছে শাসকদল। এব্যাপারে কড়া নজর রাখছে রাজ্য প্রশাসনও। উপকূলবর্তী এলাকার তৃণমূল কর্মীরা গত কয়েকদিন ধরে এলাকায় ঘুরে ঘুরে ঘূর্ণিঝড় ডানা নিয়ে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করেছেন। এরপর বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই তাঁদের রাস্তায় থাকতে বলা হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগনার এক তৃণমূল নেতার কথায়, 'বুধবার রাত থেকেই উপকূলবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের রিলিফ সেন্টারে নিয়ে যাওয়ার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রশাসনের সঙ্গে আমরা হাতে হাত লাগিয়ে এই কাজ করছি। অন্য কোনও রাজনৈতিক দলকে কিন্তু রাস্তায় দেখছি না।'

এদিকে আবার বিজেপির দাবি, তারাও হাত গুটিয়ে বসে নেই। দলের তরফে দুই ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরের বেশকিছু জায়গায় আশ্রয় শিবির খোলা হয়েছে বলে দাবি করছে পদ্ম নেতৃত্বও। বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তথা নন্দীগ্রামের বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী এদিন নিজের এলাকার আশ্রয় শিবিরগুলি পরিদর্শন করেন। দলীয় কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করে তাঁদের দুর্যোগ মোকাবিলার ব্যাপারে বেশ কিছু নির্দেশও দিয়েছেন তিনি। শুভেন্দুর কথায়, 'ইতিমধ্যেই জেলার দশ লক্ষ মানুষকে আমরা আশ্রয় শিবিরে নিয়ে এসেছি। শুনেছি, বিডিওরা বলছেন, গ্রামবাসীদের সরকারি স্কুলগুলিতে নিয়ে আসুন। কিন্তু ওদের খাওয়া দাওয়ার ব্যাপার আমরা জানি না। কাউকে আশ্রয় দিলে যে ন্যূনতম পরিষেবা দিতে হয়, সেটাও রাজ্য সরকার দিচ্ছে না।' তাঁর অভিযোগ, বিপর্যয় মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় সরকার যে টাকা পাঠাবে, সেটা লুট করার জন্য তৃণমূল সরকার অপেক্ষা করছে। ত্রাণ বিলিতে স্বচ্ছতা থাকছে কি না, সে বিষয়ে প্রশাসনিক কাজের উপর দলের নিচুতলার নেতা-কর্মীদের নজর রাখতেও বলেছেন শুভেন্দু অধিকারীরা।

ওটিপি বা এসএমএস ছাড়াই ব্যাঙ্ক থেকে উধাও ১৪ লক্ষ টাকা, ধৃত ৫

নিজস্ব প্রতিবেদন: মোবাইলে আসেনি কোনও ওটিপি অথবা আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত কোনও এসএমএস। তা সত্ত্বেও এক বেসরকারি ব্যাঙ্ক থেকে উধাও ১৪ লক্ষ টাকা। যার মধ্যে এই টাকা ট্রান্সফার হয়েছে পাঁচটি বেসরকারি ব্যাঙ্কের বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে। অভিনব কায়দায় এই ব্যাঙ্ক জালিয়াতির এই ঘটনায় এক কলেজ পড়ুয়া-সহ পাঁচজনকে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দারা।

পুলিশের দাবি, এদের বয়স ১৯ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। তাদের মধ্যে দু'জন আবার ভিন রাজ্য থেকে কলকাতায় এসে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকছিল বলে দাবি তদন্তকারীদের। পুলিশ সূত্রের খবর, ব্যাঙ্ক প্রতারণার ঘটনাটি ঘটে গত মে মাসে। অভিযোগকারী পুলিশকে জানান, তাঁর কোম্পানির অ্যাকাউন্ট থেকে ওই ১৪ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে। প্রথমে বউবাজার থানায় অভিযোগ দায়ের হলেও, অনেক পরে তদন্তে নামেন গোয়েন্দারা। এই ঘটনায় গ্রেফতারও করা হয় পাঁচ জনকে। জানা যায়, আরটিজিএস পদ্ধতির মাধ্যমে সেই টাকা ট্রান্সফার করা হয়েছিল। কিন্তু কেন ওই ব্যক্তির ফোনে লেনদেন সংক্রান্ত কোনও এসএমএস এল না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, এই চক্রের সঙ্গে ব্যাঙ্কের কোনও কর্মী জড়িত থাকতে পারেন। প্রতারণা করে হাতিয়ে নেওয়া টাকা সরানোর জন্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট 'ভাড়া'ও নেওয়া হয় বলে দাবি পুলিশের। তদন্তকারীরা জানতে পারেন, অভিযোগকারীর অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি ব্যাঙ্কের শাখায় অন্য একটি অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার হয়ে যায়। সেই অ্যাকাউন্টটি খোলা হয়েছিল মহম্মদ শাহিদ নামে একজনের নামে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে অভিষেক সাউ নামে আর একজনকে গ্রেফতার করা হয়। এদিকে শাহিদ দাবি করেন, এই কারবারের সঙ্গে তিনি জড়িত নন। তবে তাঁর নাম ব্যবহার করে অ্যাকাউন্টটি খোলা হয়েছিল। অপর ধৃত বছর চব্বিশের অভিষেক আসানসোলের একটি কলেজের পড়ুয়া।

'ভোট গণনা কেন্দ্র তৃণমূল প্রার্থীর হোমওয়ার্ড' সিঁদুরে মেঘ দেখছেন নৈহাটির কংগ্রেস প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন: গঙ্গার তীরবর্তী নৈহাটির আদি দক্ষিণাকালী ব্রহ্মময়ী মা-কে পুজো দিয়ে বড়মাকে প্রণাম করে বৃহস্পতিবার মনোনয়ন জমা দিতে গেলেন কংগ্রেস প্রার্থী পরেশ নাথ সরকার। নৈহাটি কেন্দ্রের উপনির্বাচনের প্রার্থী পরেশ নাথ সরকার দাবি করেন, 'ক্ষমতায় আসার পর থেকেই শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস পেশী শক্তি, অর্থ শক্তি এবং প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে ভোটে জেতে। ওরা মানুষের ভোটে জেতে না।' তাঁর দাবি, উপনির্বাচনে শাসকদল মানুষের অধিকার ছিনিয়ে নেয়। এবার নৈহাটিতে উপনির্বাচন শান্তিতে হবে কিনা সন্দেহ রয়েছে। ভোট গণনা কেন্দ্র নিয়ে এদিন সুর চড়ালেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস প্রার্থী পরেশ নাথ সরকার। তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, ভোট গণনা কেন্দ্র হবে নৈহাটি স্টেডিয়ামে। কিন্তু ওই এলাকাটি তৃণমূল প্রার্থীর হোম ওয়ার্ড। তাই গণনা কেন্দ্র ওখানে করা ঠিক হয়নি। তাই গণনার আগেই সিঁদুরে মেঘ দেখা যাচ্ছে। তবে স্বচ্ছ নির্বাচন হলে তিনি জেতার ব্যাপারে আশাবাদী। বামেদের সঙ্গে জোট বানচাল নিয়ে কংগ্রেস প্রার্থী বলেন, সিতাই-সহ আরেকটি আসন চেয়েছিল কংগ্রেস।

পশুপাখিদের নিরাপত্তা নিয়ে বৈঠক আলিপুর চিড়িয়াখানায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২৪ অক্টোবর মধ্যরাত থেকে শুক্রবার সকালের মধ্যে সিভিয়ার সাইক্লোন হিসেবে ল্যান্ডফলের সম্ভাবনা দানার। আর তারই ভয়ে তটস্থ ধামারা থেকে দিঘা। আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, ওডিশার ভিতরকণিকা ও ধামারার কাছে ল্যান্ডফল করার প্রবল সম্ভাবনা। এর প্রভাব পড়তে চলেছে বাংলাতেও। কলকাতাতেও এর আংশিক প্রভাব পড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার সন্ধেতে শহরে ঝড়ের সর্বোচ্চ গতিবেগ হবে ঘণ্টায় প্রায় ৮০ কিলোমিটার। সেই কারণেই আতঙ্কে ভুগছে কলকাতার আলিপুর চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষও। কারণ, এই তীব্র ঘূর্ণিঝড় দানায় চিড়িয়াখানায় পশুপাখিদের নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় কর্তৃপক্ষ। তাই জরুরি ভিত্তিতে বৈঠকও ডাকা হয় বৃহস্পতিবার। সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে পশু চিকিৎসক থেকে চিড়িয়াখানার কর্মীদেরও। গাছপালা ভেঙে এনক্লোজারে পড়া কিংবা বৈদ্যুতিন তারে গাছ ভেঙে শর্ট সার্কিট হওয়ার মতো একাধিক সমস্যা দেখা দিতে পারে ঝড়ের সময় এবং ঝড়ের পরে। তাই একরকম আতঙ্কে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ।

৬ বিধানসভা উপনির্বাচনী প্রচারে আসছেন না বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতারা

নিজস্ব প্রতিবেদন: সামনেই ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচন। আর এই নির্বাচনকে ঘিরে ভিন রাজ্যের বিজেপি নেতাদের ভিড় বাড়ছে পশ্চিমবঙ্গের পড়শি রাজ্য ঝাড়খণ্ডে। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ভোট প্রচারের জৌলুসও। এদিকে পশ্চিমবঙ্গের ৬টি বিধানসভায় রয়েছে উপনির্বাচন। আগামী ১৩ নভেম্বর থেকে ঝাড়খণ্ডে দুই দফার নির্বাচন শুরু। ১৩ নভেম্বর বাংলার ছ'টি বিধানসভা কেন্দ্রেও উপনির্বাচন। এই নির্বাচন ঘিরে রাঁচির সিংহভাগ হোটেলই আপাতত বিভিন্ন রাজ্যের বিজেপি নেতাদের দখলে। উত্তরপ্রদেশে, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাতের বহু পদ্ম নেতা ঘাঁটি গেড়েছেন ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন শহরে। তাঁরাই ওই রাজ্যে নির্বাচনী প্রচারের নিয়ন্ত্রক। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সফরসূচিও চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। কবে, কোন মন্ত্রী ভোট-প্রচারে আসবেন, তার তালিকা ঝাড়খণ্ডের বিজেপি নেতা-কর্মীদের ফোনে ফোনে ঘুরছে। তবে এই উপনির্বাচনে ঝাড়খণ্ডের নির্বাচনী প্রচারের জৌলুসের কিছুটা এসে পড়ুক, এমনটাই চাইছেন বঙ্গ-বিজেপি নেতৃত্ব। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না কোনওভাবেই। কারণ, মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ডের মতো রাজ্যে বিধানসভা ভোট ফেলে পশ্চিমবঙ্গের ছ'টি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন নিয়ে মাথা ঘামানোর ফুরসত পাচ্ছেন না বিজেপির শীর্ষ কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। অথচ, দিল্লির নির্দেশ মেনে ঝাড়খণ্ডে ভোট-প্রচার সেরে এসেছেন শুভেন্দু অধিকারী, অগ্নিমিত্রা পলরা। সূত্রের খবর, বাংলায় উপনির্বাচন আবহের মধ্যেই এরাজ্যের আরও কিছু বিজেপি নেতার ঝাড়খণ্ডে যাওয়ার কথা। যার প্রেক্ষিতে বাংলার এক বিজেপি বিধায়ক আক্ষেপের সুরে জানান, 'ঝাড়খণ্ডের বাঙালি অধ্যুষিত এলাকায় আমাদের প্রচার করতে যেতে হবে। কিন্তু আমাদের রাজ্যের উপনির্বাচনে কেউ প্রচারে আসবেন না। এটা কোনও যুক্তি হতে পারে!'

এদিকে বঙ্গ-বিজেপির একাংশ চাইছেন, ঝাড়খণ্ডে ভোট প্রচারে যাওয়া দলের হেভিওয়েটরা ফেরার পথে বাংলাতেও অন্তত একবেলার জন্য ঘুরে যান। তাতে প্রচার পর্বে তৃণমূলের উপর যেমন স্নায়ুচাপ বাড়বে, তেমনই দলের নিচুতলাকে বার্তা দেওয়া যাবে যে, এখনও পশ্চিমবঙ্গ নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহদের পাখির চোখ। সূত্রের খবর, বঙ্গ-বিজেপির তরফে সেই আর্জি পাঠানো হয়েছিল দিল্লিতে। কিন্তু দলের শীর্ষ নেতৃত্বের তরফে রাজ্য বিজেপি নেতাদের সাফ জানিয়ে দেওয়া হয় যে, উপনির্বাচনে কেন্দ্রীয় নেতারা প্রচারে যান না। তাই ঝাড়খণ্ড থেকে ফিরতি পথে তাঁদের মেদিনীপুর, তালড্যাংরার রণক্ষেত্রে ঢুঁ মারার সম্ভাবনা কম। তবে ব্যক্তিগত স্তরে কোনও কেন্দ্রীয় নেতা চাইলে বাংলায় উপনির্বাচনের প্রচারে আসতেই পারেন।

এই প্রসঙ্গে, বিজেপির এক কেন্দ্রীয় নেতার মন্তব্য, 'অমিত শাহ তো ২৭ অক্টোবর কলকাতায় আসছেন। তখন নিশ্চয়ই উনি উপনির্বাচন নিয়ে নিশ্চয়ই কোনও বার্তা দেবেন। আর তাতেই তো যা প্রচার হওয়ার হয়ে যাবে। আর কাকে দরকার!' যা নিয়ে রাজ্যসভায় তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষের কটাক্ষ, 'অমিত শাহ দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। যে কোনও জায়গায় যেতেই পারেন। কিন্তু ওরা ভোটপাখি। ভোটের সময়েই ওদের দেখা যায়। সামনে উপনির্বাচন বলেই হয়তো উনি আসছেন।' রাজ্যসভায় বিজেপির সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'বিজেপি সর্বভারতীয় দল। তাই কোনও রাজ্যে বিধানসভা ভোটের সময় ভিন রাজ্যের নেতারা সেখানে প্রচার করতে যান। এটাই বিজেপির রাজনৈতিক সংস্কৃতি। কিন্তু উপনির্বাচনে তা হয় না। তখন সংশ্লিষ্ট রাজ্যের নেতারাই ভোট-প্রচার করেন।' এদিকে আবার ঝাড়খণ্ডের বিধানসভা ভোটে এবার ফোকাস করেছে সিপিএমও। ইতিমধ্যেই তারা ঝাড়খণ্ডের ন'টি আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে। গতবার বামেদের মধ্যে সিপিআই (এমএল) লিবারেশনই শুধু ঝাড়খণ্ডের একটি আসনে জিততে পেরেছিল। সিপিএমও এ বার খাতা খুলতে চাইছে সেখানে। সূত্রের খবর, দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম নিজেও ঝাড়খণ্ডে ভোট-প্রচার করতে যাবেন।

সম্পাদকীয়

বিশ্বে এক গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করেছে বাংলা ভাষা

উডস ডেসপ্যাচ বা মেকলে সাহেবের প্রস্তাবনায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কেরানি তৈরির লক্ষ্যে স্বতন্ত্র শিক্ষা বিভাগ আর ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন এ দেশে শুরু হলে ইংরেজ-ঘেঁষা বাঙালিরা সুযোগ পেলেন চাকরি বা কাজের ক্ষেত্রে। যাঁরা ইংরেজি ভাষাটা ভাল ভাবে জেনেছিলেন, তাঁরা মাতৃভাষা বা বাংলাটাকেও কখনও মন থেকে মুছে ফেলেননি বা পারেননি। নবজাগরণের সূচনা থেকেই সংস্কৃত, বাংলা প্রভৃতি দেশীয় ভাষার প্রতি অনুরাগ বাড়তে থাকাটা নিছক রাজনৈতিক ছিল না। এক দিকে আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে ইংরেজি, এবং অন্য দিকে বাংলার প্রতি অনুরাগ; দুই-ই প্রবহমান। বাংলা ভাষা পৃথিবীর অনেক ভাষা থেকেই প্রয়োজনমতো সংশ্লেষণ করে নিজস্ব শব্দভান্ডারকে সমৃদ্ধ সঞ্জীবিত এবং ক্রম বহুজাতিকতার ঐক্যের মাধ্যম করে তুলতে লাগল। সূচিত হল তার বাক্য গঠনরীতির ক্রম রূপান্তর। বিদেশি পণ্ডিতরাও বাংলা ভাষা শিখে বাংলা সাহিত্য পাঠ করে বিদেশে তার প্রচার করতে লাগলেন। সেটা উইলিয়াম কেরির মতো স্থূল ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে নয়। আজ বাংলা ভাষায় সৃষ্টির দ্ব্যর্থহীনতা বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতিতেও মান্যতা প্রাপ্ত। তাই এক সময়ে নতমস্তকে স্বীকৃতি দিতেই হল ভাষাটির বহুমুখী শক্তিকে। এখন দেখার, সার্বিক ব্যবহারে এই ভাষা কতটা আমরা অবলম্বন করতে পারি। আমাদের বাংলা ভাষা সুইডিশ ন্যাশনাল এনসাইক্লোপিডিয়া-র হিসাবে বিশ্বের ১০০টি ভাষার মধ্যে সপ্তম, মানে সমস্ত ভাষাভাষীর সংখ্যা যদি গণনা করা যায়, তা হলে দেখা যাবে বাংলা ভাষার চেয়ে সংখ্যায় এগিয়ে মাত্র ছ'টি ভাষা। একুশে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপুঞ্জ যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করে, তার মূলেও বাংলার প্রতি ভালবাসা। এশিয়া মহাদেশে প্রথম সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান যে কবি, সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও সারা জীবন বাংলা ভাষাতেই লেখালিখি করেছেন। সমগ্র বিশ্বে এক গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে নিয়েছে আমাদের বাংলা ভাষা।

শব্দবাণ-৮১

১	■	২				
	■		■	■	■	■
	■	৩		৪		৫
	■		■		■	
৬					■	
■	■	■	■		■	
৭					■	

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. চলবার ক্ষমতা ৩. পারলে, সম্ভব হলে ৬. অদৃশ্য হচ্ছে এমন ৭. পর্বতগুহা।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. কল্পনার কবি ২. চাটুজ্যে ৪. সে যুগের ৫. ভূস্বামী।

সমাধান: শব্দবাণ-৮০

পাশাপাশি: ১. পর্পট ২. গ্যালন ৫. সমতা ৮. লঙ্ঘন ৯. নুলিয়া।

উপর-নীচ: ১. পর্যন্ত ৩. নক্ষত্র ৪. তমসা ৬. উসুল ৭. হুলিয়া।

জন্মদিন

আজকের দিন

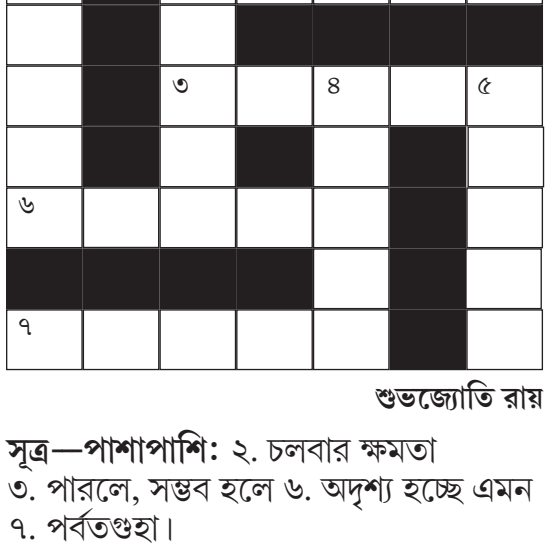

অপর্ণা সেন

১৯২৯ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা অনিল চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯৪৫ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী অপর্ণা সেনের জন্মদিন।*
১৯৮৭ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় উমেশ যাদবের জন্মদিন।*

দেশে দেশে পাতালরেল

অশোক সেনগুপ্ত

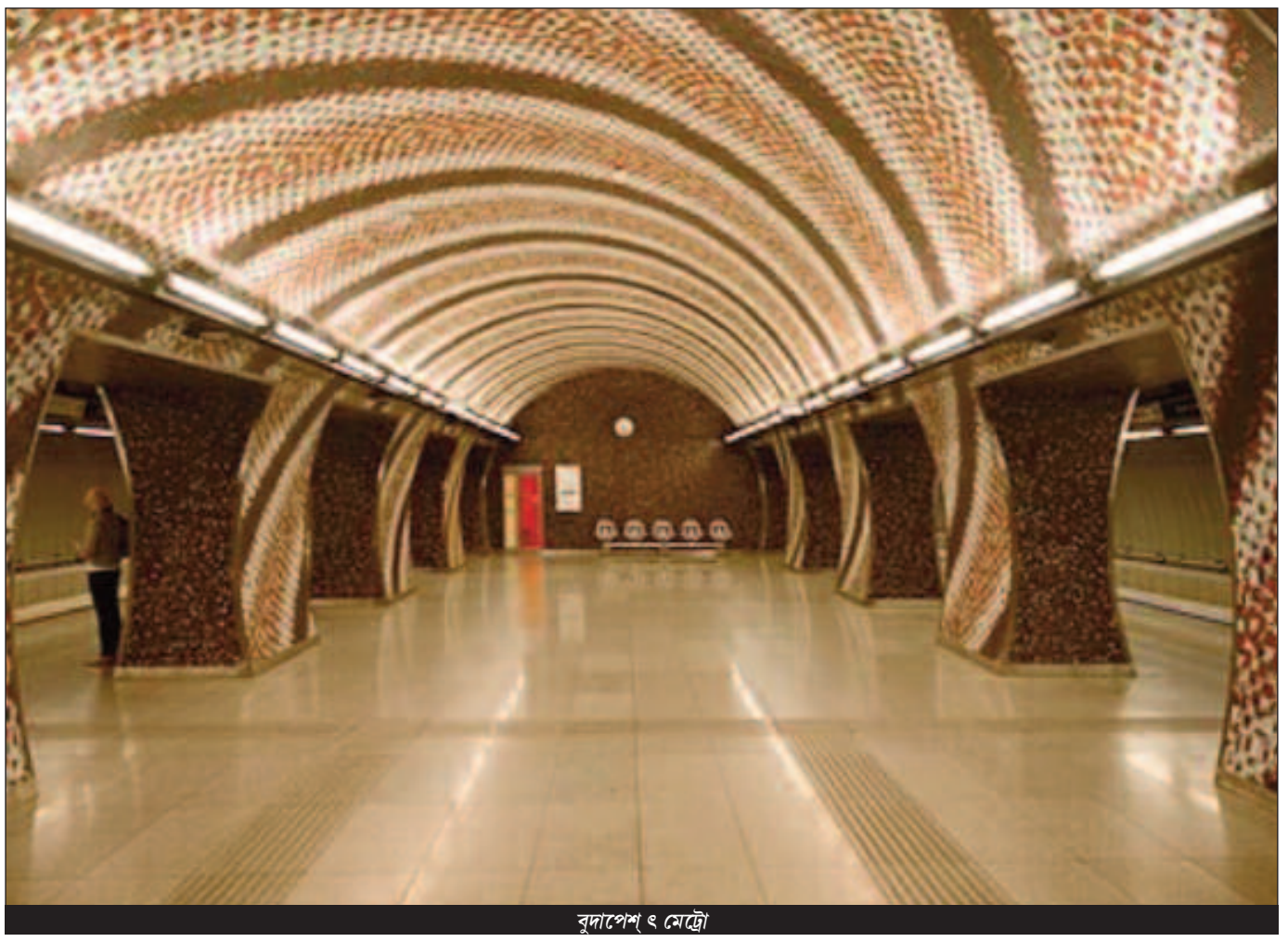

বুদাপেশ্ ৎ মেট্রো

হইহই করে উদযাপিত হল কলকাতা মেট্রোর ৪০ বর্ষপূর্ত। এতে অনেকেই জানতে পারলেন, বা পারছেন কলকাতা মেট্রোর অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতের নানা কথা। দেশের অন্য কিছু শহরের মেট্রোর কথাও উঠে এসেছে। কিন্তু দেশের বাইরের মেট্রোগুলো? কলকাতা থেকে বয়সের নিরিখে কতটা প্রাচীন?

এসব কথায় যাওয়ার আগে বলি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে লন্ডন পাতাল রেলের কাহিনী। লন্ডনে পাতাল রেলে ভ্রমণের সময় ঘটে বিপত্তি! সদলবলে মেট্রো করে যাওয়ার সময় তাঁর অনুবাদের একটি নোটবুক হারিয়ে যায়। তাতে ছিল 'গীতাঞ্জলি' লেখাটি। কবিকে ওই ঘটনা খুব বিমর্ষ করে। তারিখটা ছিল ১৯১২-র ১৫ জুন। কিন্তু অচিরেই পাতাল রেলের 'লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ড' অফিসে কেউ তা ফেরত দিয়ে যায় এবং কবি তা ফেরত পান। বেকার স্ট্রিটে লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ড অফিসের পাশেই ২২১/বি বেকার স্ট্রিট, শার্লক হোমস আর ডা. ওয়াটসনের বাড়ি!

স্যার উইলিয়াম রোদেনস্টাইন (২৯ জানুয়ারি ১৮৭২ , ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫) ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত ইংরেজ চিত্রশিল্পী, মুদ্রণকার, ড্রাফটসম্যান, প্রভাষক এবং লেখক।রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুবাদের নোটবুক রোদেনস্টাইনকে দিয়ে তা গ্রহণের অনুরোধ করেন। সেই রাতেই রোদেনস্টাইন কবির দেওয়া ইংরেজি অনুবাদ পড়া শুরু করেন। অনুভব করেন, এক মহান কবির আগমন ঘটেছে। তিনি এক কপি পাঠিয়ে দেন আইরিশ কবি ইয়েটসকে। রোদেনস্টাইনের অনুরোধে কবি ইয়েটস গীতাঞ্জলী কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা লিখে দেন, আর তাতে কবির নিজের অনুবাদ করা ১০৩টি কবিতা স্থান পায়। আর তা প্রকাশিত হয় 'India society UK' থেকে। পরের বছর ১৯১৩ সালে প্রথম অ-ইউরোপীয় হিসাবে সাহিত্যে নোবেল পান কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

উপরে থেকে নীচে বেইজিং সাবওয়ে দীর্ঘতম মেট্রো নেটওয়ার্ক। সাংহাই মেট্রো হল সর্বোচ্চ বার্ষিক রাইডারশিপ সহ মেট্রো সিস্টেম। নিউইয়র্ক সিটি সাবওয়েতে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি স্টেশন রয়েছে। লন্ডন আন্ডারগ্রাউন্ড হল প্রাচীনতম মেট্রো সিস্টেম।

বিশ্বের প্রাচীনতম মেট্রো (টিউব রেল) লন্ডনে। ১৯১৫-তে কবিগুরুর গীতাঞ্জলির খসরা হারানোর প্রায় ৫২ বছর আগে, ১৮৬৩ সালের জানুয়ারিতে এই ভূগর্ভস্থ রেলপথ খোলা হয়। উদ্বোধনী দিনে ছিলেন ৩৮,০০০ যাত্রী। ১৮৯০ সালে খোলা হয় এটির প্রথম বিদ্যুতায়িত ভূগর্ভস্থ লাইন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় টিউব স্টেশনের কিছু অংশ বিমান হামলার আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যদিও সবসময় নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ছিল না; ১৯৪১-এর ১১ জানুয়ারী 'লন্ডন ব্লিৎজ' চলাকালীন 'ব্যাঙ্ক স্টেশন'-এর বুকিং হলে একটি শক্তিশালী বোমা ফাটে। তাতে ১১১ জনের মৃত্যু হয়। তাঁদের মধ্যে অনেকে প্যাসেজওয়ে এবং প্ল্যাটফর্মে ঘুমাচ্ছিল। ১৯৪৩-এর ৩ মার্চ একটি নতুন ধরণের বিমান বিধ্বংসী রকেটের গুলি চালানোর ফলে বেথনাল গ্রিন আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশনে ১৭৩ জন মারা যান। তাঁদের মধ্যে ৬২ জন শিশু। সেটিই লন্ডন আন্ডারগ্রাউন্ড নেটওয়ার্কে এককভাবে সবচেয়ে বড় প্রাণহানির ঘটনা।

এখন লন্ডনে ১১টি লাইনে রোজ যাত্রীসংখ্যা গড়ে ৩.২৩ মিলিয়ন। সিস্টেমের দৈর্ঘ্য ৪০২ কিমি (২৫০ মাইল)। এর মাত্র ৪৫ শতাংশ মাটির নিচে। টেমস নদীর দক্ষিণে মাত্র ৩৩টি ভূগর্ভস্থ স্টেশন।

বিশ্বের ২য় প্রাচীনতম, বুদাপেশ্ ৎ মেট্রো

হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেশ্ ৎ শহরের রেলওয়েভিত্তিক যাত্রী পরিবহন ব্যবস্থা। চারটি লাইন নিয়ে ব্যবস্থাটি গঠিত। ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে স্থাপিত এই পাতাল রেল পরিষেবাটি বিশ্বের ২য় প্রাচীনতম মেট্রো ব্যবস্থা। মোট রেলপথের দৈর্ঘ্য ৩৯.৪ কিমি। লাইনের সংখ্যা ৪, বিরতিস্থলের সংখ্যা ৫২, দৈনিক যাত্রীসংখ্যা ১২.৭ লক্ষ (আনুমানিক)। মেট্রোর বিখ্যাত ১নং লাইনটিকে ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান ঘোষণা করা হয়েছে।

■ বেজিং সাবওয়ে হল বিশ্বের দীর্ঘতম মেট্রো নেটওয়ার্ক ৮১৫.২ কিলোমিটার (৫০৭ মাইল) এবং সবচেয়ে বেশি ট্রিপ সাংহাইয়ে; বার্ষিক ২.৮৩ বিলিয়ন।

■ দৈর্ঘ্যে বেজিংয়ের কাছাকাছি সাংহাই মেট্রো। পূর্ব নানজিং রোড স্টেশন এবং পুডং স্টেশনের মাঝে হুয়াংপু নদীর তলদেশ দিয়ে গিয়েছে। ৬৪৭ মিটার দীর্ঘ সুড়ঙ্গপথটি আছে একটি কাঁচের ক্যাপসুলে। একটি স্ট্রোব লাইটিং সিস্টেমে সুড়ঙ্গের দেয়ালের উপর প্রাণবন্ত, সাইকেডেলিক দৃশ্য দেখা যায়।

■ নিউ ইয়র্ক সিটি সাবওয়েতে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক স্টেশন রয়েছে।

■ বিশ্বের মাত্র চারটি মেট্রো সিস্টেম সম্পূর্ণ চব্বিশ ঘন্টা, সর্বক্ষণ পরিষেবা দেয়। সেগুলি একই দেশে অবস্থিত। তারা হল নিউ ইয়র্ক সিটি সাবওয়ে, শিকাগো এল সিস্টেমের নীল এবং লাল লাইন, ফিলিডেলফিয়ার প্যাটকো সিস্টেম এবং নিউ ইয়র্ক সিটি থেকে নিউ জার্সি ***PATH*** - পোর্ট অথরিটি ট্রান্স হাডসন - সিস্টেম।

■ বিশ্বে সবচেয়ে কম খরচে মেট্রোয় চলাচল করা যায় পিয়ংইয়ংয়ে। একটি টিকিটের মূল্য পাঁচটি উত্তর কোরিয়ান ওয়ান।

■ বিশ্বের গভীরতম মেট্রো, ভূগর্ভস্থ স্টেশন হল ইউক্রেনের কিয়েভ মেট্রোর আর্সেনালনা স্টেশন, ১০৭ মিটার গভীরে।

■ দ্রুত ট্রানজিট মেট্রোর জন্য বিশ্বের অন্যতম ছোট শহর হল সুইৎজারল্যান্ডের লুসান। লুসানের আয়তন মাত্র ৪১.৩৭ বর্গ কিলোমিটার। এটি ১৫ কিমি দীর্ঘ মেট্রো দুটি লাইন এবং ২৮টি বিশ্বের সবচেয়ে উত্তরে অবস্থিত মেট্রো হল ফিনল্যান্ডের হেলসিঙ্কি মেট্রো।

■ বিশ্বের সবচেয়ে দক্ষিণে মেট্রো সিস্টেম হল আর্জেন্টিনার বুয়েনস অ্যারিস মেট্রো।

■ বিশ্বের দীর্ঘতম মেট্রো সুড়ঙ্গ চিনের গুয়াংজু মেট্রোর লাইন ৩ এ এয়ারপোর্ট সাউথ স্টেশন এবং পানিউ স্কোয়ার স্টেশনের মধ্যে অবস্থিত। এটির দৈর্ঘ্য ৬০.৪ কিমি / ৩৭.৫ মাইল লম্বা। সুইজারল্যান্ডের গোথার্ড বেস টানেল .৩২কিমি ৩৫ মাইল দীর্ঘ।

■ বিশ্বের সবচেয়ে ছোট মেট্রো সিস্টেম হল ৩.৮ কিমি দীর্ঘ মেট্রোপলিটানা ডি ক্যাটানিয়া। ইতালীর সিসিলিতে একটি লাইন এবং ছ'টি স্টেশন নিয়ে তৈরি।

■ শুধুমাত্র ধর্মীয় তীর্থযাত্রীদের ব্যবহারের জন্য তৈরি বিশ্বের প্রথম মেট্রো ব্যবস্থা হল ১৮.১ কিমি দীর্ঘ আল মাশায়ের আল মুকাদ্দাসাহ মেট্রো। ২০১০-এর নভেম্বরে এটি সৌদি আরবের মক্কায় খোলা হয়।

■ বিশ্বের ব্যস্ততম মেট্রো সিস্টেম, যাত্রী সংখ্যার দিক থেকে, টোকিওর টোই সাবওয়ে। দিনে ৮ মিলিয়ন যাত্রী, বা বছরে ৩.১৬ বিলিয়ন।

■ বিশ্বের গভীরতম মেট্রো সিস্টেম হল উত্তর কোরিয়ার পিয়ংইয়ং মেট্রো যা ১১০ মিটার গভীর। একটি ভূগর্ভস্থ সামরিক সুবিধার অংশ হিসাবে সুড়ঙ্গটি তৈরি করা হয়েছিল।

■ বিশ্বের বৃহত্তম মেট্রো স্টেশন হল সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই মেট্রোর ইউনিয়ন স্কোয়ার স্টেশন। এটি ৬৭,০৫৬ বর্গ মিটার এলাকা জুড়ে রয়েছে।

■ স্বয়ংক্রিয় ট্রেনের ব্যবহার বাস্তবায়নের প্রথম মেট্রো ব্যবস্থা ছিল ফ্রান্সের লিল মেট্রো। ১৮৯৩ সালে নতুন খোলা মেট্রোতে চালকবিহীন ট্রেন চালু হয়। বিশ্বের ত্রিশটিরও বেশি মেট্রো সিস্টেম সম্পূর্ণ বা আংশিক স্বয়ংক্রিয় (চালকবিহীন) ট্রেন আছে। এগুলির মধ্যে দীর্ঘতম সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই মেট্রো; ৭৪.৬ কিমি।

■ বিশ্বের দীর্ঘতম, একক এসকেলেটর সহ মেট্রো সিস্টেম রাশিয়ার মস্কো মেট্রোর পার্ক পোবেডি স্টেশনে। এটি ১২৬.৮ মিটার দীর্ঘ এবং চড়তে দু'মিনিট চল্লিশ সেকেন্ড সময় লাগে।

■ মেট্রোর দীর্ঘতম এস্কেলেটর, যা প্রকৃতপক্ষে একটির উপরে দুটি এসকেলেটর দিয়ে তৈরি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসি সাবওয়ের হুইটন স্ট্রিট স্টেশনে, দুটি এসকেলেটরের উভয়ই সত্তর মিটার দীর্ঘ, একটি ত্রিশ মিটারের উল্লম্ব উত্থান এবং চড়তে তিন মিনিট সময় লাগে।

সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে মেট্রো স্টেশনগুলো বেশ সাজানো।

এই প্রতিবেদক লন্ডন, প্রাগ, বেজিং, সাংহাই, টোকিও, তাসখন্দ-সহ বেশ কিছু পাতাল রেলে চড়েছেন। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে মেট্রো স্টেশনগুলো বেশ সাজানো। প্রথম লাইন ১৯৩৫ সালে খোলা হয় মস্কোয়। ১৯৫৫-তে লেনিনগ্রাডে, ১৯৬০-এ কিভে, ১৯৬৬-তে তিবিলিসি, ১৯৬৭-তে বাকু, ১৯৭৫-এ খারকিভ, ১৯৭৭-এ তাসখন্দ, ১৯৮১-তে ইয়েরেভান, ১৯৮৪-তে মিনস্ক; এভাবে বিভিন্ন শহরে প্রসারিত হয়। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিলুপ্ত হওয়ার আগে, ১৫টি প্রজাতন্ত্রের মধ্যে সাতটিতে ছিল ১৩টি মেট্রো সিস্টেম। তৈরির পর প্রতিটি সিস্টেম প্রসারিত হয় পর্যায়ক্রমে।

এশিয়ার শহরগুলোর মধ্যে বিশ্বমানের মেট্রো (সাবওয়ে) আছে টোকিওতে। অত্যন্ত ব্যস্ত

বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন রেলপথ সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে। সেখানেই একটি স্টেশনের সামনে লেখক।

পরিবহণব্যবস্থা। চালু হয় ১৯২৭-এর ৩০ ডিসেম্বর। এই পথে অন্তত ৮৭ লক্ষ লোক প্রতিদিন যাতায়াত করেন। মোট রেলপথের দৈর্ঘ্য ৩০৪.১ কিমি (১৮৯.০ মাইল)। লাইনের (চক্রপথের) সংখ্যা ১৩, বিরতিস্থলের (স্টেশন) সংখ্যা ২৮৫।

চিনে মেট্রো-পরিষেবার মান অত্যন্ত উন্নত। চিন এবং পূর্ব এশিয়ায় প্রথম মেট্রো চালু হয় ১৯৭১-এ। ২০২৪-এর ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত মেনল্যান্ড চিনে ৫৫টি শহরে মেট্রো চালু আছে। বেইজিং, সাংহাই, গুয়াংঝো, শেনঝেন, তিয়ানজিন, উহান, চেংডু, হাংঝো, ঝেংঝো-সহ প্রায় সমস্ত প্রধান অর্থনৈতিক ও পর্যটন শহরে এই পরিষেবা রয়েছে। বেইজিংয়ের মেট্রোপথ অনেকদিন আগেই বিশ্বের অন্যতম দীর্ঘ মেট্রোপথের স্বীকৃতি পেয়েছে। ২০২৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত, বেইজিং-এ ১০টি মেট্রো লাইন নির্মাণাধীন ছিল। ২০২৪ সালের হিসাবে, সবচেয়ে বেশি মেট্রো সিস্টেমের দেশ হল চিন (হংকং এবং ম্যাকাও বাদে)। ২০২৫ সালের মধ্যে, বেইজিং মেট্রো ৩০টি অপারেশনাল লাইনে ১, ১৭৭ কিমি দৈর্ঘ্যের একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

চিনের মূল ভূখণ্ডের তৃতীয় শহর সাংহাই মেট্রো চালু হয় ১৯৯৩-এর ২৮ মে। মোট রেলপথের দৈর্ঘ্য ৮০২ কিমি (৪৯৮.৩ মাইল)। সেখানকার 'মাগলেভ' (মেট্রো) ট্রেনের সর্বোচ্চ গতি ঘন্টায় ৪৩১ কিমি। চৌম্বকীয় লেভিটেশনের মাধ্যমে এটি চলে। ট্রেনটি ৫০১ কিমি/ঘন্টা (৩১১ মাইল প্রতি ঘণ্টা) গতিতে যেতে সক্ষম। ১৯২৩-এ এ শহরে মোট যাত্রীর সংখ্যা ছিল ৩.৬৬১ বিলিয়ন। একদিনে সর্বোচ্চ ১৩.৩৯ মিলিয়ন। এ ছাড়া গুয়াংঝাউ, শেনঝেন, তিয়ানঝিন, উহান, চেংডু, হাংঝাউ, ঝেংঝাউ প্রভৃতি শহরে।

দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সোলে মেট্রো চালু হয় ১৯৭৪-এর ১৫ আগস্ট। মোট রেলপথের দৈর্ঘ্য ১, ২৬২.২* কিমি। লাইনের (চক্রপথের) সংখ্যা ২৩, বিরতিস্থলের (স্টেশন) সংখ্যা ৭৬৮। নেটওয়ার্কের কয়েকটি আঞ্চলিক লাইনগুলি সিওল মেট্রোপলিটন অঞ্চল পেরিয়ে উত্তর চুঙ্গনাম প্রদেশ এবং পশ্চিম গাংওয়ান প্রদেশের গ্রামাঞ্চলে বিস্তৃত, যা রাজধানী থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

সোলের পর দক্ষিণ কোরিয়ায় মেট্রো চালু হয় বুসানে। দেশের দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ এই পথে ৬টি লাইন। এ ছাড়া ওদেশে পাতাল রেল আছে Daegu– Daejeon–Gwangju এবং Incheon-তে।

উত্তর কোরিয়ার রাজধানী পিয়ং ইয়াং-এ ভূগর্ভস্থ দ্রুত পরিবহন ব্যবস্থায় আছে ২টি লাইন ও ১৭টি স্টেশন। মোট রেলপথের দৈর্ঘ্য ২২ কিমি (১৪ মাইল)। এটি তৈরি শুরু হয় ১৯৬৮ সালে এবং ১৯৭৩ সালে উত্তর কোরিয়ার প্রধান কিম ইল সুং এটি জনসাধারনের জন্য খুলে দেন। পিয়ং ইয়াং মেট্রো হচ্ছে দুনিয়ার সবচেয়ে গভীর পাতালরেল। প্রায় ১১০ মিটার (৩৬০ ফিট)।

ডানা মোকাবিলায় সুন্দরবন পৌঁছলেন জেলাশাসক, রাতভর খোলা কন্ট্রোলরুম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাকদ্বীপ: ডানার প্রকোপ থেকে বাঁচতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন দিনভর বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষকে তুলে এনেছে নিরাপদ আশ্রয়ে। ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র ও স্কুলে রাখা হয়েছে দুর্গত এলাকার বাসিন্দাদের। দিনভর ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হয়েছে। লাল সতর্কতা জারি জেলায়। ঘূর্ণিঝড় ডানার দাপট চলবে ভোর রাত পর্যন্ত। প্রশাসনের পক্ষ থেকে রাতভর কন্ট্রোলরুম খোলা হয়েছে। জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা সুন্দরবনে পৌঁছে গিয়েছেন। তিনি রাতে কাকদ্বীপে থাকবেন। দুর্যোগ ঘটার পর সমস্ত ব্যবস্থা করে রেখেছে প্রশাসন। জেলা শাসক বলেন, 'ইতিমধ্যেই ৬০ হাজার মানুষকে নদী তীরবর্তী এলাকা থেকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। নদী ও সমুদ্র বাঁধের উপর বিশেষ নজর রাখা হয়েছে।' ঝড়ের কারণে বুধবার থেকেই সুন্দরবনের সমস্ত নদীতে ভেসেল ও লঞ্চ পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই উপকূল ও নদী তীরবর্তী এলাকা থেকে হাজার মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে তুলে আনা হয়েছে। সাগর, পাথরপ্রতিমা, নামখানা, গোসাবা ও কাকদ্বীপ থেকে সবচেয়ে বেশি মানুষকে নিরাপদে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। সুন্দরবনের বিছিন্ন দ্বীপগুলির ওপর বাড়তি নজরদারি চালানো হচ্ছে। উপকূলে ৩৫টি সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছে পরিস্থিতির ওপর সর্বদা নজর রাখার জন্য। বিপর্যয় মোকাবিলায় এনডিআরএফের ৩টি দল, এসডিআরএফের ২টি দল জেলায় দুর্গত এলাকায় পৌঁছে গিয়েছে। প্রস্তুত রাখা হয়েছে প্রশিক্ষিত ডুবুরিদের। ঝড়ের দাপটি গাছের ডাল ভাঙলে ৪৭০টি টিম প্রস্তুত আছে স্বয়ংক্রিয় করাত নিয়ে। সুন্দরবনের আসন্ন প্রসবা মহিলাদের আনা হয়েছে ব্লক হাসপাতালগুলিতে। জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা ও সেচ দপ্তরের প্রধান সচিব মনীশ জৈন কাকদ্বীপ থেকে পুরো বিষয়ের উপর নজর রাখা হচ্ছে। জেলা, মহকুমা ও ব্লকস্তরেও কন্ট্রোলরুম খোলা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধে আটটার পর নামখানা শাখায় ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। জেলার সব পর্যটন কেন্দ্র ও সুন্দরবন ভ্রমণ আগামী দু'দিন বন্ধ থাকবে। বৃহস্পতিবার দুপুরে কাকদ্বীপের হারুডপয়েন্ট উপকূল থানার তীলকচন্দ্রপুর এলাকায় মুড়িগঙ্গা নদীর ধার থেকে প্রায় ৫০ জন মানুষকে উদ্ধার করে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দেয় পুলিশ। কাকদ্বীপের এসডিপিও প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হারুডপয়েন্ট কোস্টাল থানার ওসি বাপি রায়ের উপস্থিতিতে স্থানীয়দেরকে উদ্ধার করার ব্যবস্থা করা হয়। অন্যদিকে, নামখানা ব্লকের হাতানিয়া দোয়ানিয়া নদীর তীরে দেবনগর গ্রাম থেকে বহু মানুষকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রে। সুন্দরবন পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কৌস্তভ দীপ্ত আচার্য এবং নামখানা থানার ওসি বিভাস সরকারের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী গ্রামে পৌঁছে কাঁচা বাড়ি থেকে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রে সরিয়ে নিয়ে যান। ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রে থাকা বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে তাদের হাতে শুকনো খাবার তুলে দেন সুন্দরবন পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কৌস্তভদীপ্ত আচার্য।

ডানার প্রভাবে কার্যত জনমানব শূন্য আরামবাগ শহর, মোকাবিলায় তৎপর প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: সুপার সাইক্লোন ডানার প্রভাবে কার্যত জন মানব শূন্য আরামবাগ শহর। ঘূর্ণিঝড় ডানার প্রভাব পড়তে পারে মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া সীমান্তবর্তী এলাকায়। এর পাশাপাশি গোটা আরামবাগ মহকুমাতেও এর প্রভাব পড়বে। তাই আরামবাগে সকাল থেকেই হুগলি গ্রামীণ পুলিশ মাইক নিয়ে সতর্কতামূলক প্রচার চালাচ্ছে সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে। বিকালের পর থেকে জনসাধারণকে বাড়ির বাইরে যেন না বাহির হয় তার জন্য মাইকে প্রচার করা হচ্ছে। মাটির বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলছেন পুলিশ। খানাকুলের বিস্তীর্ণ এলাকাতেও সতর্কতামূলক প্রচার চলছে। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়লে দ্বারকেশ্বর নদে জল বাড়বে। ভাঙা বাঁধের পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে মানুষজনকে অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গায় আশ্রয় নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে পুলিশের তরফ থেকে। এই ভাবেই বৃহস্পতিবার সারাদিন বিভিন্ন এলাকায় মাইকে প্রচার চালাচ্ছে পুলিশ। জানা গেছে, ইন্ডিয়া মেটিওরোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট অর্থাৎ আইএমডিএর রিপোর্ট অনুযায়ী বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপ শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে। যা বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার সকালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ও ওডিশার উপকূলে আছড়ে পড়বে। ঝড়ের নাম সুপার সাইক্লোন ডানা। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে ইতিমধ্যেই পূর্ব মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হুগলি, হাওড়ায় সতর্কতা জারি করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের এই উপকূলীয় জেলাগুলিতে ধ্বংসযজ্ঞের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে ঘূর্ণিঝড়ের সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়তে পারে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায়। এছাড়া দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া ও হুগলিতে ভারী বৃষ্টি হতে পারে বলে জানা গিয়েছে। বৃহস্পতিবার সেই ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব পড়ল আরামবাগ শহরে। এদিন আরামবাগ শহরের প্রশাসনিক ও ব্যবসায়ী এলাকায় যেখানে প্রতিদিন কয়েক লাখ মানুষের সমাগম ঘটে যেমন আরামবাগ মহকুমা ভবন, বিডিও অফিস, মেডিক্যাল কলেজ, বাসস্ট্যান্ড, স্টেশন এবং শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলো যেমন বাসুদেবপুর মোড়, গৌরহাটি মোড়, সদরঘাট বাজার মোড়, হাসপাতাল মোড়, বসন্তপুর মোড়, পল্লিশ্রী, কালীপুর মোড় ছিল কার্যত শূন্য। এদিন বাজারেও সেইভাবে ক্রেতাদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়নি। আরামবাগ মহকুমা প্রশাসনের তরফে বিশেষ কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। পাশাপাশি বিপদের সময় জনগণ যাতে কন্টোল রুমে ফোন করে জানাতে পারেন সেই জন্য বিশেষ নম্বর দেওয়া হয়। আরামবাগ মহকুমা কন্ট্রোল রুমের নম্বর হল ৯৪৭৬১৩৩৪০৪, আরামবাগ ব্লক ৮৯১০০০৬১৩৬, পুরশুড়া ব্লক -৯৬৮১১ ৮৯৫৩৯, গোঘাট এক নম্বর ব্লক-৮১৬৭৮৯৭৩৮৪, গোঘাট দুই নম্বর ব্লক- ৯১৪৪১২০২৮০, খানাকুল এক নম্বর ব্লক- ৭৬০২১১৩৭১১, খানাকুল দুই নম্বর ব্লক ৭৪০৭৪৭০৯৪৩। সবমিলিয়ে আরামবাগ মহকুমা প্রশাসন ডানা মোকাবিলায় তৎপর।

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক punjab national bank

টেলিফোন: (০৩৪৩)২৫৪৫৫০১, ২৫৪৫৫০২, মোবাইল: ৯৯৩২০৪৮৬২৪,
ই-মেইল: zodgpgad@pnb.co.in, zodurgapur@pnb.co.in

গাড়ি বিক্রয়

এতদ্বারা জনসাধারণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে নীচে বর্ণিত গাড়িগুলি "যা আছে যেমন আছে" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, জোনাল অফিস দুর্গাপুর, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর - ৭১৩২১৬ পশ্চিম বর্ধমান থেকে নিম্নলিখিত গাড়িগুলি কেনার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিদের কাছ থেকে সিল করা কোটেশনগুলি আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। গাড়ি দেখানোর তারিখ ও সময়- ২৯.১০.২০২৪ তারিখে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা জোনাল অফিস প্রেমিসেসে। ডেপুটি-জেনারেল ম্যানেজারের কাছে কোটেশন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ এবং সময় ০৫.১১.২০২৪ তারিখ ব্যবসায়িক সময় পর্যন্ত। কোটেশন খোলার তারিখ ও সময় ০৭.১১.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২ টায়। বায়না অর্থের জন্য ড্রাফ্ট পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের পক্ষে দুর্গাপুরে প্রদেয় হতে হবে।

রেজিস্ট্রেশন নং.	নাম ও মডেল	ক্রয়ের তারিখ	রিজার্ভ মূল্য (জিএসটি সহ) / বায়না অর্থ (পরিমাণ)
WB08C6587	টয়োটা ইটিওস (পেট্রোল)	২৩.০১.২০১৭	২,১০,০০০.০০ টাকা
			২১,০০০.০০ টাকা
WB06E8142	মারুতি সুজুকি ডিজিয়ার (পেট্রোল)	০৫.০৮.২০১০	৬৫,০০০.০০ টাকা
			৬,৫০০.০০ টাকা

দ্রষ্টব্য: ১) বায়নার অর্থ সফল দরদাতার সাথে সমন্বয় করা হবে অন্যথায় ফেরতযোগ্য। ২) এর প্রতিলিপি - ০৯/১০/২০২৪ তারিখের পুরানো বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি বাতিল করা হয়েছে।

তারিখ: ২৫.১০.২০২৪

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার,
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস দুর্গাপুর
রেড ক্রস রোড, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর

SBI এসবিআই সেক্টর-৫ শাখা (১২৩৬৩)
টেকনোপোলিসের নিকট, বিধাননগর পৌরসভার এলাকা, নয়াপট্টি, সল্টলেক, সেক্টর-৫, কলকাতা-৭০০১০২,
ই-মেল: sbi.12363@sbi.co.in

সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

শ্রীমতী প্রিয়া ঘোষ, যিনি **এসবিআই সেক্টর-৫, শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তিনি সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি নোটিশ/ বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) নিলামের দিন, অর্থাৎ (৩০.১০.২০২৪) এর আগের দিন (২৯.১০.২০২৪) **বিকাল ৪টার** আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতী প্রিয়া ঘোষ

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	৩০.১০.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	গ্রস ওজন ১৭.৩০০ নিট ওজন ১৫.৫৭০	২টি চেন ২টি হাতের আংটি
২.	৩০.১০.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২০ সি	গ্রস ওজন ৫.১৬০ নিট ওজন ৪.৫৪০	৪টি কানের দুল
৩.	৩০.১০.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	১৮ সি	গ্রস ওজন ৩.৭৮০ নিট ওজন ৩.২১০	৪টি কানের দুল ৪টি হাতের আংটি

তারিখ: ২৫.১০.২০২৪
স্থান: সেক্টর-৫, সল্টলেক

অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া BOI Bank of India

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধাননগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর,
জেলা- বর্ধমান, পিন-৭১৩২১২, ফোন নং- ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১) দেখুন]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নে বর্ণিত তারিখে সেকশন ১৩(২) অধীন দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক নিম্নে বর্ণিত প্রতিটি একাউন্ট এর সাপেক্ষে বর্ণিত ঋণগ্রহীতাগণ কে উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতাগণ টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদার/বন্ধক্‌দাতাগণ ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে উল্লিখিত পরিসম্পদের দখল নিয়েছেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ -এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নে বর্ণিত প্রতিটি একাউন্ট এর সাপেক্ষে বর্ণিত তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই বিষয় সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে উল্লিখিত অর্থ এবং তদুপরি সুদ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া -এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

ক্র. নং	ক) ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারের নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তি/ সুরক্ষিত পরিসম্পদের বিবরণ	ক) দখলের তারিখ খ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১.	ক. ঋণগ্রহীতা: শ্রী রুমা দেবী সোনকার এবং মিঠুন সোনকার খ. শাখা : নিয়ামতপুর শাখা	জমি ও তদুপরি ভবন সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার অবস্থান- এলআর - প্লট নং -১৩৭০ আর.এস. প্লট নং ৪৪০/৮০১, এলআর খতিয়ান নং- ৪৩৭৭, জেএল নং- ৩৮, রূপনারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, মৌজা- রাঙ্গামাটিয়া, শ্রেণী বাস্তু, এলাকা ০৫ ডেসিমেল (এক তলা আবাসিক ভবন সহ পাঁচ ডেসিমেল), রূপনারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ মৌজা রাঙ্গামাটিয়া, থানা ব্লক বিএল এন্ড এলআরও-সালানপুর, এডিএসআর- কুলটি, জেলা - পশ্চিম, বর্ধমান, পিন- ৭১৩৩৮৬. চৌহদ্দি-উত্তরে- শ্রী সুবিনয় ঘোষের বাড়ি, দক্ষিণে- ১৬ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত রোড, পূর্বে - শ্রী পীযূষ কান্তি ব্যানার্জির বাড়ি, পশ্চিমে - শ্রী দীপঙ্কর বাগের বাড়ি।	ক) ২২.১০.২০২৪ খ) ৩০.০৭.২০২৪ গ) ২৫,৩৮,৮১৫.৬৬ টাকা প্লাস ০১.০৭.২০২৪ থেকে **কার্যকর সুদ @ ৮.৮৫% (শব্দে -পঁচিশ লক্ষ আটত্রিশ হাজার আটশো পনের টাকা এবং ছেষট্টি পয়সা ০১.০৭.২০২৪ থেকে কার্যকর সুদ @ ৮.৮৫%)**
২.	ক. ঋণগ্রহীতা: শ্রী কমল আচার্জী খ. শাখা: জামুড়িয়া শাখা	ডিড নং -আই-১০২৭৪ তারিখ- ১৩-১২-২০১৮ সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার আরএস প্লট নং ৯৮৭, ৯৮৮ এলআর প্লট নং ৩৭৩,৩৭৪ এলআর খতিয়ান নং- ৪২৯, ২১৯ জেএল নং-২৭, জমির এলাকা ৩.৩০৪ ডেসিমেল মৌজা- ধানুয়া, পোস্ট- কালাঝাড়িয়া, থানা- হীরাপুর, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান (পঃবঃ), পিন কোড-৭১৩৩২৫ **চৌহদ্দি:** উত্তরে- রামবিলাশ মণ্ডলের এলআর প্লট নং ৩৭৩ ও ৩৭৪ নং সাব প্লট নম্বর বি-এর খোলা জমি, দক্ষিণে- বিজয়া আচার্জির খোলা জমি, পূর্বে- নিবারন মন্ডলের আরএস- প্লট নং ৩৮৪ এর খোলা জমি, পশ্চিমে- ১০' চওড়া কাঁচা রাস্তা।	ক) ২৪.১০.২০২৪ খ) ২৯.০৭.২০২৪ গ) ২১,৮২,৫৭৭.৫০ টাকা **(শব্দে- একুশ লক্ষ বিরাশি হাজার পাঁচশো সাতাত্তর টাকা পঞ্চাশ পয়সা)** এবং তার উপর সুদ।

তারিখ: ২৪.১০.২০২৪
স্থান: নিয়ামতপুর/ বার্নপুর

অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি শাখা, দক্ষিনবঙ্গ
'জীবনদীপ বিল্ডিং', ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১
ফোন: ০৩৩-২২৮৮-৪৪৩৭, ফ্যাক্স: ০৩৩-২২৮৮-৪৩০২, ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ঠ-৪ [রুল৮(১)]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে পরবর্তীতে উল্লিখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্ট এর সাপেক্ষে উল্লিখিত তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক তাদের কে নোটিশে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করতে বলেন উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।
ঋণগ্রহীতা উক্ত টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা, জামিনদার এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন প্রতিটি অ্যাকাউন্ট এর সাপেক্ষে উল্লিখিত তারিখে, উক্ত এক্টের রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ (৪) অধীনে তাঁর (পুং /স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জমিনদার এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে উল্লিখিত অর্থ তার উপর সুদ সহ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে উক্ত অ্যাক্টের সেকশন (১৩)-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে ও।

ক্র. নং.	১) ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা ২) অ্যাকাউন্ট নং.	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	১) দখলের তারিখ ২) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১.	১) শ্রী অরুণ দাস **ঠিকানা:** উত্তর রায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা-বজবজ, জেলা- ২৪ পরগনা (দক্ষিণ), কলকাতা-৭০০১৩৭ ২) অ্যাকাউন্ট নম্বর : ৩৯৫০৯৯৪৭৬৮২ ৩৯৫১০০১৫৬০১	বই- আই, ভলিউম নং ১৬১০-২০২০, পৃষ্ঠা ২৫৬৫২ থেকে ২৫৬৭২ বিয়িং নং ২০২০ সালের ১৬১০০১১১৬, এডিএসআর বজবজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় নিবন্ধিত স্বত্ব দলিল জমা দিয়ে বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ। **স্বত্বাধিকারী: শ্রী অরুন দাস** একতলা বিল্ডিং সহ ১৮০০ বর্গফুট (কভারেজ এরিয়া ৭০৩ বর্গফুট এবং খালি জমি১০৯৭ বর্গফুট) বা সামান্য কমবেশি পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা- উত্তর রায়পুর জেএল নং-৩৫৫, রেসা নং ৩৮, আর.এস. দাগ নং- ৩৩৬/৪৭৩৩, আরএস খতিয়ান ২১৭৯ এর অধীনে, এলআর দাগ নং- ৩৯২, এলআর খতিয়ান নং ৮৩৪৯ এর অধীনে, উত্তর রায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে। থানা- বজবজ, জেলা-২৪ পরগণা (দক্ষিণ), কলকাতা- ৭০০১৩৭। **সম্পত্তির চৌহদ্দি:** উত্তর- পদ্ম ঘোষের জমি, দক্ষিণ- পরিমল মণ্ডলের জমি, পূর্ব- ৪ ফুট চওড়া পাকা রাস্তা তারপরে পরিমল মণ্ডলের জমি, পশ্চিম- পরিমল মণ্ডলের জমি দ্বারা।	ক) ২৩.১০.২০২৪ খ) ০১.১১.২০২৩ গ) ১৩,৮৫,০৭৯.০০ টাকা **(তের লক্ষ পঁচাশি হাজার উনাআশি টাকা মাত্র)** ০১.১১.২০২৩ অনুযায়ী এবং তদুপরি ভবিষ্যত সুদ ,আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি।
২.	১) শ্রী রাসবিহারী পাত্র, (রাসবিহারী) পিতা- পূর্ণ চন্দ্র পাত্র, **ঠিকানা-:** গ্রাম- পানা, পোস্ট- দুর্গাচক, থানা- দুর্গাচক, জেলা- মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২১৬৩৫ ২) অ্যাকাউন্ট নং. এইচবিএল: ৩৫৯৬৫২৫২২৭১, ৩৬০৩৬৩৬৫৭৪৮, ৩৮৬২৮৭২২০০৩, ৩৭৭৫২০৩৯৪৬১, ঋণ রক্ষা: ৩৬১০৬০১৪১৭৮	২০০১ সালের দলিল নং ৩০০০, বই নং ১, ভলিউম নং- ৯১, পৃষ্ঠা নং ১৫৭ থেকে ১৬১, এডিএসআর- সুতাহাটায় নিবন্ধিত স্বত্ব দলিল জমা দিয়ে বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ। **স্বত্বাধিকারী:** শ্রী রাসবিহারী পাত্র, পিতা- পূর্ণ চন্দ্র পাত্র, গ্রাম- পানা, পোস্ট- দুর্গাচক, থানা- দুর্গাচক, জেলা- মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, বিল্ডিং সহ ০৮ ডেসিমেল বাস্তু জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা-পানা, জেএল নং ১০৫, সাবেক খতিয়ান নং-২২০, হাল খতিয়ান নং ৬১৫/৪, আরএস নং ১৫৮০, দাগ/প্লট নং ৪৬৩, থানা- সুতাহাটা, জেলা- মেদিনীপুর, পিন-৭২১৬৩৫। **সম্পত্তিতির চৌহদ্দি :** উত্তর - প্লট নং ৪৬২, দক্ষিণে - ৪৬৩ নং প্লটে বরাম পথ, পূর্ব - শ্রীমতী সানাকা কালসার এর সম্পত্তি, পশ্চিম-প্লট নং ৪৬২ দ্বারা।	ক) ২৩.১০.২০২৪ খ) ২৩.০৭.২০২৪ গ) ২৬,৩২,০১০.০০ টাকা **(ছাব্বিশ লক্ষ বত্রিশ হাজার দশ টাকা মাত্র)** ২২.০৭.২০২৪ অনুযায়ী এবং তদুপরি ভবিষ্যত সুদ ,আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য: ১) এই অ্যাকাউন্টগুলিতে জারি করা সমস্ত পূর্ববর্তী ১৩(৪) বিজ্ঞপ্তি(গুলি) বাতিল বা প্রত্যাহার করা হয়েছে (ক্র. নং ১ এবং ২)
দ্রষ্টব্য: ২) পজেশন নোটিশ ইতিমধ্যেই নিবন্ধিত পোস্টে স্পিড পোস্টের মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে পাঠানো হয়েছে। যদি, ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এটি না পান, তাহলে এই বিজ্ঞপ্তিটিকে পরিষেবার একটি বিকল্প মোড হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

তারিখ: ২৩.১০.২০২৪
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই এসএআরবি-দক্ষিণ বঙ্গ

SBI স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
উল্লাস গেট নং ১, বর্ধমান-৭১৩ ১০৪,ই-মেইল আইডি: sbi.14817@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: অভিজিৎ চক্রবর্তী, ই-মেইল আইডি: sb1.14817@sbl.co.in, মোবাইল নং: ৯৬৭৪৪৫৮৮৮৮

স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
[রুল ৮(৬) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]

সিকিউরিটিজেশন এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬) -তে বন্দোবস্ত -এর অধীনে অস্থাবর/স্থাবর সম্পদের ই -অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২৭.১১.২০২৪
সময়: ২৪০ মিনিট, সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৩.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।
সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ: ২০.১১.২০২৪, সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকেল ৩.০০টা

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) -কে অবহিত করা হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধকীকৃত/ চার্জ করা হয়েছে সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে, যার **দখল সুরক্ষিত পাওনাদার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা** নেওয়া হয়েছে, **"যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে", "সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে, ২৭.১১.২০২৪ তারিখ সময়- সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৩.০০টা তে বিক্রয় করা হবে।

ক্র. নং ১ — [রুল ৯(১) এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬)-তে বন্দোবস্ত দেখুন]

৩০.০৬.২০২৪ অনুযায়ী ৩৯,৯৪,৩৬৩.০০ টাকা + তার উপর আরও সুদ + অন্যান্য খরচ এবং ব্যয় পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে **মেসার্স কৃষি মঙ্গল, স্বত্বাধিকারী- শ্রী মনোজ কুমার দাস** পিতা- শ্রী সন্তোষ কুমার দাস, **শ্রী নির্মল কুমার দাস (জামিনদার),** পিতা- শ্রী সন্তোষ কুমার দাস, **শ্রী শতদল কুমার দাস (জামিনদার),** পিতা- শ্রী সন্তোষ কুমার দাস -এর বকেয়া হয়ে গেছে।
রিজার্ভ মূল্য হবে :

২১.০৫ লক্ষ টাকা এবং বায়না অর্থ জমা হবে ২,১০,৫০০.০০ টাকা
বিড বৃদ্ধির পরিমাণ : **২০,০০০.০০ টাকা**
(জ্ঞাত দায় সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

মৌজা- সুরা, জেএল নং ৪২, এলআর- খতিয়ান নং ২১০৯, ২১১০, ২১১১ এবং ২১১২, এলআর প্লট নং ৩৮৭ এবং ৩৯০ শ্রেণী- বাস্তু, থানা- জামালপুর, জেলা- পূর্ব বর্ধমান এ অবস্থিত ০৯ ডেসিমেল পরিমাপের জমি ও বিল্ডিং এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। ১৯৯৯ সালের দলিল নং আই-১৬১, ১৯৯৯ সালের আই-১৬২, ১৯৯২ সালের আই-১৬০, ১৯৯২ সালের আই-১৬৬, আই-১৫ ২০০২ এবং ১৯৯৩ সালের আই-২৭৩৬। সম্পত্তিটি মনোজ কুমার দাস, সরোজ কুমার দাস, শতদল দাস এবং নির্মল কুমার দাসের নামে আছে।

গঠনমূলক দখলের অধীনে সম্পত্তি

ক্র. নং ২ — [রুল ৮(৬)-তে বন্দোবস্ত দেখুন]

১৩.০৪.২০১৮ অনুযায়ী ২৫,৮২,৩৩৩.০০ টাকা + এর উপর আরও সুদ + অন্যান্য খরচ পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে মাহাবুবা বেগম ও খায়রুল আলম সেখ-এর বকেয়া হয়ে গেছে।
রিজার্ভ মূল্য হবে:

২৩.৫৪ লক্ষ টাকা এবং বায়না অর্থ জমা হবে ২,৩৫,৪০০.০০ টাকা
বিড বৃদ্ধির পরিমাণ: **২০,০০০.০০ টাকা**
(জ্ঞাত দায় সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

মৌজা- রায়ান, জেএল নং ৬৮, এলআর খতিয়ান নং - ৫৩৭২, শ্রেণী - বাস্তু, ২০০০ সালের জন্য দলিল নং - ১৮৪৭, এডিএসআর-বর্ধমান, থানা- বর্ধমান, জেলা - পূর্ব বর্ধমান এর অধীনে প্রায় ০.০৩৯ একর পরিমাপের একটি দ্বিতল অসম্পূর্ণ আবাসিক ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সম্পত্তিটি মাহাবুবা খাতুনের নামে আছে।

গঠনমূলক দখলের অধীনে সম্পত্তি

ক) বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in -এ দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন, এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি করা নির্দিষ্ট লিঙ্ক- https://ebkray .in দেখুন। একজন দরদাতা হিসেবে নিবন্ধনের জন্য অনুগ্রহ করে https://ebkray.in> eauction-psb> bidder-registration এর পাথ অনুসরণ করুন।
খ) ইচ্ছুক দরদাতাকে তার ইএমডির পরিমাণ চালানের মাধ্যমে হস্তান্তর করতে হবে ইবিক্রয়/পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড (ই-মেইল আইডি: support.ebkray@psballiance.com) দ্বারা রক্ষনাবেক্ষণ করা দরদাতার অ্যাকাউন্টে https://ebkray.In -এ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস স্থানান্তর মাধ্যমে।

কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে

তারিখ: ২৫.১০.২০২৪
স্থান: বর্ধমান

অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক pnb punjab national bank (ভারত সরকারের একটি উদ্যোগ) (Govt of India Undertaking)

হেড অফিস- প্লট নং ৪, সেক্টর-১০, দ্বারকা, নিউ দিল্লি-১১০০৭৫।
সার্কেল সস্ত্র কলকাতা পশ্চিম, ১১, হেমন্ত বসু সরণি,
ইউনাইটেড টাওয়ার, ৪র্থ ফ্লোর, কলকাতা -৭০০ ০০১
ই-মেইল: cs4479@pnb.co.in

স্থাবর সম্পত্তির জন্য দখল বিজ্ঞপ্তি, পরিশিষ্ট-৪, (রুল ৮(১)

যেহেতু পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ -এর ৫৪) অধীন এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে উল্লিখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে দাবি বিজ্ঞপ্তি(সমূহ) প্রদান করে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/গণকে আহ্বান জানিয়ে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক উক্ত বিজ্ঞপ্তি(সমূহ)-র তারিখ/বিজ্ঞপ্তি(সমূহ) গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর ফেরত পরিশোধ করতে বলেন।
(১) ঋণগ্রহীতাগণ টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাকে ও কমনভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা জানানো হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে উল্লিখিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে, নীচে উল্লিখিত তারিখে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ/ বন্ধকদাতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে সারফেইসি অ্যাক্টের সেকশন (১৩)-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে।
(২) বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ/ বন্ধকদাতাগণের ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি/সমূহ নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি/সমূহ নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক এবং তদুপরি সুদ পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক-এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ক্র. নং	ক) অ্যাকাউন্টের নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখে বকেয়া পরিমাণ
১.	**ক) শাখা: কলকাতা** **খ) ঋণগ্রহীতা:-** **শ্রী দীপাঞ্জন দাস** পিতা- চিত্তরঞ্জন দাস এবং সহ আবেদনকারী শ্রী চিত্তরঞ্জন দাসের পুত্র নরেন্দ্র নাথ দাস, **উভয়েরই ঠিকানা (১)** ৪৬/৪৪, সুকান্ত পল্লী, মালঞ্চ রোড, পোস্ট- হাজীনগর, থানা-নৈহাটি, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা **(২)** ৪০, কালীপুর রোড, ওয়ার্ড নং ১২২, পোস্ট ও থানা- হরিদেবপুর, কলকাতা, পিন-৭০০০৮২	জি+৪ তলা বিল্ডিংয়ের উত্তর পূর্ব দিকে ২য় ফ্লোরে আবাসিক ফ্ল্যাট নং ডি-২ এর সকল, যার সুপার বিল্ট আপ এলাকা ৯৫০ বর্গ ফুট মার্বেল মেঝে সহ নিচতলায় গাড়ি পার্কিং স্পেস নম্বর ১, পরিমাপ ১৪০ বর্গফুট, প্রেমিসেস নং ৪০, কালীপুর রোড, কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমার মধ্যে, ওয়ার্ড নং ১২২, পোস্ট ও থানা- হরিদেবপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০০৮২ -এ অবস্থিত, জেএল নং -১২, তৌজি নং -৮, খতিয়ান নং -১৮২, দাগ নং ৪৪১, এবং ০৮ কাঠা ০৪ ছটাক ২৮ বর্গ ফুট বা সামান্য কমবেশি পরিমাপের জমিতে অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার সহ বিল্ডিং এর সাধারণ এলাকা, সুযোগ-সুবিধা এবং সুযোগ-সুবিধাগুলির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার সহ। ২০১৯ সালের দলিল নং-আই-১৯০৩০৪১৭৭, **চিত্তরঞ্জন দাস এবং দীপাঞ্জন দাসের নামে থাকা সম্পত্তি।**	ক) ৩০.০৭.২০২৪ খ) ২৩.১০.২০২৪ গ) ২৪,১৮,৬১৮.০০ টাকা **(চব্বিশ লক্ষ আঠার হাজার ছয়শো আঠার টাকা মাত্র)** ৩০.০৭.২০২৪ অনুযায়ী এবং তার উপর সুদ।
২.	**ক) শাখা: ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট** **খ) ঋণগ্রহীতা:-** **শ্রী বিপ্লব দাস** পিতা- প্রয়াত শরৎ দাস, ৩৪৪, নয়াবাদ, পোস্ট- মুকুন্দপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা - ৭০০০৯৯	জি+৩ তলা বিল্ডিংয়ের ৩য় ফ্লোরে স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৩এ-এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ৯৮০ বর্গফুট যার আছে ৩টি রুম, ১টি ডাইনিং কাম কিচেন, ২ টয়লেট, ১ বারান্দা সেইসঙ্গে ব্যবহার করার অধিকার সহ সাধারণ এলাকা, লিফট সুবিধা সহ সাধারণ সুবিধা এবং সেইসঙ্গে ৩.৯৩ কাঠা পরিমাপের জমির অবিভক্ত শেয়ার সহ প্রিমিসেস নং ৩/১, ইয়েনি সরণি, পোস্ট- জোকা, থানা- হরিদেবপুর, ১৪৪ নং ওয়ার্ডের অধীনে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমার মধ্যে, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মৌজা-জোকা, পরগনা বালিয়া, জেএল নং-২১, তৌজি নং-০৪, আরএস এবং এল.আর. দাগ নং - ৬৫৮, আর.এস. খতিয়ান নং - ৪৪৬, এলআর খতিয়ান নং- ৯৬৭ -তে অবস্থিত, ২০২৩ সালের দলিল নং- আই-১৯০২০৪২৯৪। **সম্পত্তিটি বিপ্লব দাসের নামে আছে। বিল্ডিং এর চৌহদ্দি :-** উত্তরে- খোলা আকাশ, দক্ষিণে- খোলা আকাশ, পূর্বে- অন্যান্য ফ্ল্যাট এবং লিফট, পশ্চিমে- খোলা আকাশ দ্বারা।	ক) ০২.০৮.২০২৪ খ) ২৩.১০.২০২৪ গ) ২৭,৫৩,৫৩০.২৪ টাকা **(সাতাশ লক্ষ তিপান্ন হাজার পাঁচশত ত্রিশ টাকা এবং চব্বিশ পয়সা মাত্র)** ৩১.০৭.২০২৪ অনুযায়ী এবং তার উপর সুদ।
৩.	**ক) শাখা: ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট** **খ) ঋণগ্রহীতা:-** **শ্রী তাপস মন্ডল,** পিতা- শ্রী রবীন মন্ডল, ২৬/৬, পি.কে. রায়চৌধুরী লেন, পোস্ট-বি. গার্ডেন, থানা- হাওড়া, পঃবঃ, পিন- ৭১১১০৩।	প্রায় ০২ কাঠা ০৮ ছটাক পরিমাপের জমি ও ৭ বেড রুম, ২টি রান্নাঘর, ২টি টয়লেট সমন্বিত প্রায় ১৮০০ বর্গফুট পরিমাপের একটি একতলা বিল্ডিং সহ সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা সৈয়েদপুর মৌজায় অবস্থিত, জেএল নং-১২, পরগনা খাসপুর, তৌজি নং- ৮, আরএস নং-২৮, দাগ নং-৫৯৭, খতিয়ান নং-৬১৯ এর অধীনে, পিপোস্ট ও থানা -হরিদেবপুর, কেএমসি ওয়ার্ড নং- ১২২ -এর অধীনে, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, প্রেমিসেস নং ২৬৯, কালিপুর এক্সটেনশন রোড, সেইসঙ্গে সমস্ত সহজ-সরঞ্জাম এবং পশ্চিম দিকে ৮ ফুট চওড়া প্রবেশের জন্য এবং অন্যান্য সমস্ত উদ্দেশ্য ব্যবহার এর জন্য কেএমসি কমন প্যাসেজ, ২০২৩ সালের দলিল নং আই-১৬০২০৩৯১১, **সম্পত্তিটি শ্রী তাপস মন্ডলের নামে আছে। চৌহদ্দি:-** উত্তরে- ভবানী চক্রবর্তীর জমি দ্বারা; দক্ষিণে- দাগ নং ৫৯৭ এর জমি দ্বারা; পূর্বে -১০ ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ; পশ্চিমে- ০৮ ফুট চওড়া কেএমসি রোড দ্বারা।	ক) ০৭.০৮.২০২৪ খ) ২৩.১০.২০২৪ গ) ৩২,৬০,৩৫৯.৯৫ টাকা **(বত্রিশ লক্ষ ষাট হাজার তিনশত উনষাট টাকা পঁচানব্বই পয়সা মাত্র)** ৩১.০৭.২০২৪ অনুযায়ী এবং তার উপর সুদ।

তারিখ: ২৩.১০.২০২৪
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

কান্দি শাখা
নুতনহাট, থানা রোড, গ্রাম ও পোস্ট- কান্দি
রাধাবাজার, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১৩৭
ই-মেইল: k5160@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) ও ৯(১) -এর অনুবিধি দেখুন]

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কান্দি শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা **১৩.১১.২০২৪** তারিখে বিক্রি করা হবে **"যেখানে যেমন আছে", "যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কান্দি শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর **১,৮৫,০৬,৯৯৩.৫৮ টাকা** (এক কোটি পঁচাশি লক্ষ ছয় হাজার নয়শত তিরানব্বই টাকা এবং আটান্ন পয়সা মাত্র) **(বিবি + এমওআই = ১,৬৫,২৪,৭৪২.৫৮ টাকা + ১৯,৮২,২৫১.০০ টাকা) ২২.১০.২০২৪ অনুযায়ী** সহ সুদ, তদুপরি চার্জ এবং খরচ বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য **ঋণগ্রহীতা : মেসার্স এইচ.এস. অ্যাগ্রো লেয়ার ফার্ম (অংশীদার - ১: জনাব বাবর আলী এবং অংশীদার - ২: জনাব ইয়ারউদ্দিন সেখ),** গ্রাম এবং পোস্ট - কুন্ডল, থানা- বুরওয়ান, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১৬৮ -এর থেকে।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে করা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে:

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	**ক) ঋণগ্রহীতা:** **মেসার্স এইচ.এস. অ্যাগ্রো লেয়ার ফার্ম** **অংশীদারগণ:** **১. জনাব বাবর আলী** **২. জনাব আইয়ারউদ্দিন সেখ** **উভয়েরই ঠিকানা:** গ্রাম এবং পোস্ট - কুন্ডল, থানা- বুরওয়ান, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১৬৮ **অংশীদারগণ / বন্ধকদাতাগণ / জামিনদারগণ** **১. জনাব বাবর আলী** পিতা- মরহুম ইনাল হক গ্রাম - কাটনা, পোস্ট- নবদুর্গা, থানা- বুরওয়ান, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১৬৮ **২. জনাব আইয়ারউদ্দিন সেখ** পিতা- কালু সেখ, গ্রাম - বালিয়াহাট, পোস্ট- কান্দি বালিয়া, থানা- খড়গ্রাম, জেলা , মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১৩৭ **খ) কান্দি শাখা**	রেজিস্টার্ড দলিল নং ২২৮/২০২০, তারিখ- ১০.০১.২০২০ বন্ধকীকৃত জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং সেখানে থাকা নির্মাণ সহ যার জে.এল. নং ০১২, মৌজা - কুন্ডল, থানা- বুরওয়ান, কুন্ডল মৌজায় অবস্থিত , জে.এল. নং ০১২, কল্যাণপুর ২ জিপি (গ্রাম পঞ্চায়েত) এর অধীনে জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২১৬৮ নিম্নলিখিত বিবরণ সহ- খতিয়ান নং ২৪৭৭, আর.এস. প্লট নং ৫৮৭ এলআর প্লট নং ৭৮৮ মোট এলাকা - ৬০.৭৫ ডেসিমেল শ্রেণীবিভাগ- পোল্ট্রি (লেয়ার ফার্মিং), **জনাব আইয়ারউদ্দিন সেখ** -এর নামে, পিতা- কালু সেখ। খতিয়ান নং ২৪৭৬, আর.এস. প্লট নং ৫৮৭ এলআর প্লট নং ৭৮৮ মোট এলাকা - ৬০.৭৫ ডেসিমেল শ্রেণীবিভাগ পোল্ট্রি (লেয়ার ফার্মিং), **জনাব বাবর আলীর নামে,** পিতা-মরহুম ইনাল হক। খতিয়ান নং ২৪৭৭, আর.এস. প্লট নং ১১২৯ এলআর প্লট নং ১১৪৬ মোট এলাকা - ২.০০ ডেসিমেল শ্রেণীবিভাগ আমন, **জনাব আইয়ারউদ্দিন সেখ -এর নামে,** পিতা- কালু সেখ। খতিয়ান নং ২৪৭৭, আর.এস. প্লট নং ১১২৫, এলআর প্লট নং ১১৪৫, মোট এলাকা- ০.৭৫ ডেসিমেল শ্রেণীবিভাগ আমন, জনাব **আইয়ারউদ্দিন সেখ -এর নামে,** পিতা-কালু সেখ। খতিয়ান নং ২৪৭৭, আর.এস. প্লট নং ৫৯২, এলআর প্লট নং ৭৮৫, মোট এলাকা- ০.২৫ ডেসিমেল শ্রেণীবিভাগ আমন, **জনাব আইয়ারউদ্দিন সেখ -এর নামে,** পিতা-কালু সেখ। খতিয়ান নং ২৪৭৭, আর.এস. প্লট নং ৫৮৯, এলআর প্লট নং ৭৮২, মোট এলাকা- ১.০০ ডেসিমেল শ্রেণীবিভাগ আমন, **জনাব আইয়ারউদ্দিন সেখ -এর নামে** পিতা- কালু সেখ। খতিয়ান নং ২৪৭৭, আর.এস. প্লট নং ৫৮৮, এলআর প্লট নং ৭৮১, মোট এলাকা- ২.০০ ডেসিমেল শ্রেণীবিভাগ আমন, **জনাব আইয়ারউদ্দিন সেখ -এর নামে,** পিতা-কালু সেখ। খতিয়ান নং ২৪৭৬, আর.এস. প্লট নং ৫৮৮, এলআর প্লট নং ৭৮১, মোট এলাকা- ২.০০ ডেসিমেল শ্রেণীবিভাগ আমন, **জনাব বাবর আলীর নামে,** পিতা-মরহুম ইনাল হক। খতিয়ান নং ২৪৭৬, আর.এস. প্লট নং ১১২৫, এলআর প্লট নং ১১৪৫, মোট এলাকা- ০.৭৫ ডেসিমেল শ্রেণীবিভাগ আমন, **জনাব বাবর আলীর নামে,** পিতা-মরহুম ইনাল হক। খতিয়ান নং ২৪৭৬, আর.এস. প্লট নং. ৫৯২, এলআর প্লট নং. ৭৮৫, মোট এলাকা- ০.২৫ ডেসিমেল শ্রেণীবিভাগ আমন, **জনাব বাবর আলীর নামে,** পিতা-মরহুম ইনাল হক। খতিয়ান নং ২৪৭৬, আর.এস. প্লট নং ৫৮৯, এলআর প্লট নং ৭৮২, মোট এলাকা- ১.০০ ডেসিমেল শ্রেণীবিভাগ আমন, **জনাব বাবর আলীর নামে,** পিতা-মরহুম ইনাল হক। খতিয়ান নং ২৪৭৬, আর.এস. প্লট নং ৫৮৮, এলআর প্লট নং ৭৮১, মোট এলাকা- ২.০০ ডেসিমেল শ্রেণীবিভাগ আমন, **জনাব বাবর আলীর নামে,** পিতা-মরহুম ইনাল হক।	**১,৮৫,০৬,৯৯৩.৫৮ টাকা** (এক কোটি পঁচাশি লক্ষ ছয় হাজার নয়শত তিরানব্বই টাকা এবং আটান্ন পয়সা মাত্র) **(বিবি + এমওআই = ১,৬৫,২৪,৭৪২.৫৮ টাকা + ১৯,৮২,২৫১.০০ টাকা) ২২.১০.২০২৪ অনুযায়ী** সহ সুদ, তদুপরি চার্জ এবং খরচ	**ক) ১৮০.০০ লক্ষ টাকা (*)** (এক কোটি আশি লক্ষ টাকা মাত্র) **খ) ১৮.০০ লক্ষ টাকা** (আঠারো লক্ষ টাকা মাত্র) **গ) ১,০০,০০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30295237019** **ঙ) ব্যাঙ্কের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপরে হতে হবে।

ই-অকশনের তারিখ এবং সময়: তারিখ: ১৩.১১.২০২৪ সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : (১) https://www.ebkray.in

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট (**https://www.ebkray.in**) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.ebkray@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - support.ebkray@psballiance.com -এ যোগাযোগ করুন।**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন- **https://www.ebkray.in** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ সঙ্গে **হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০** -এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের **https://www.ebkray.in** ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য- এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ অংশীদার(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ২৩.১০.২০২৪
স্থান: কান্দি

অনুমোদিত অফিসার,
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ডানা'র মোকাবিলায় প্রস্তুত বালুরঘাট জেলা প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বৃহস্পতিবার মাঝরাত থেকে শুক্রবার সকালের মধ্যে আছড়ে পড়েছে সাইক্লোন 'ডানা'। রাজ্যের একাধিক জেলায় প্রভাব পড়েছে এই সাইক্লোনের। ইতিমধ্যে নিম্নচাপটি ঘূর্ণিঝড়ে রূপান্তরিত হয়েছে। তবে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতে 'ডানা'-র তেমন কোনও প্রভাব না পড়লেও, সবদিক দিয়ে প্রস্তুত জেলা প্রশাসন। এ বিষয়ে দক্ষিন দিনাজপুর জেলার জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা জানান, 'আমরা রাজ্য সরকারের কাছ থেকে ইনপুট নিয়েছি। বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ রাখছি। ডানা'র প্রভাব আমাদের জেলায় তেমন ভাবে পড়বে না। আবহাওয়ার কিছু পরিবর্তন হতে পারে। হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে সব দিক দিয়ে আমরা প্রস্তুত রয়েছি।'

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে, এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পুর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা

L&T Finance

বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রির জন্য পাবলিক অকশন

সিকিউরিটিজাইসেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেট্স অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, 2002 [54 OF 2002]-এর অধীনে এল&টি ফাইনানাস লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক এবং উক্ত আইনের প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে নিম্নলিখিত সম্পত্তির অকশন করা হচ্ছে **''যেখানে যেমন ভিত্তিতে''** এবং **''যেখানে যেমন অবস্থায় আছে''** এমন অবস্থায় **''পাবলিক অকশন''** করা হচ্ছে যাতে এর বকেয়া অর্থ এবং পরবর্তী সুদ, চার্জেস এবং মূল্য ইত্যাদি পুনরুদ্ধার করা যায়।

ঋণগ্রহণকারী এবং উপ-ঋণগ্রহণকারীর নাম	সুরক্ষিত সম্পত্তির ঠিকানা	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর (গুলি)	শারীরিক দখল নেওয়া	আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট 10% বা আরপি-এর বেশি (টাকায়)	সর্বমোট বকেয়া আছে 21/10/2024 অনুসারে	রক্ষিত মূল্য (টাকায়)	ইনস্পেকশনের তারিখ	অকশনের তারিখ এবং সময়
1) সুধাকর শর্মা 2) সুরেন্দর কুমার শর্মা 3) সেন্ট্রোনিক ইনফোটেক (ইহার মালিক সুধাকর শর্মা মাধ্যমে)	অনুসূচি -ক্র সমস্ত খণ্ড ও অংশ সম্পত্তির ঠিকানা : বৈদ্যবাটী পৌরসভার সীমার মধ্যেই পৌরসভা ওয়ার্ড নং 15, রক্ষাকালী মন্দিরের নিকটে, বৈদ্যবাটী, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ 712222 অধীনে বর্তমানে পৌরসভা হোল্ডিং নং 63/এ(29), চতুস্পতি লেন হিসাবে জ্ঞাত ও নাম্বার যুক্ত হুগলী জেলাতে থানা শ্রীরামপুর অধীনে মৌজা বৈদ্যবাটী জে.এল.নং 5, আর.এস. নং 907, তৌজা নং 144'তে আর.এস. খতিয়ান নং 340, এল.আর. খতিয়ান নং 19072/1 অন্তর্গত আর.এস. দাগ নং 2382'র অংশ গঠন করা উহাতে দণ্ডায়মান ইঁটের দেওয়াল টালির ছাউনিযুক্ত ইমারতের সঙ্গে একত্রে 2 কাঠা ও 14 ছটাক পরিমাপের জমি এবং নিম্নরূপে সীমানাবদ্ধ :– চতুর্সীমানা: পূর্ব – 4 ফুট চওড়া রাস্তা; পশ্চিম – একতলা ইমারত; উত্তর – দোতলা ইমারত; পশ্চিম – একতলা ইমারত এবং আংশিক 2 তলা ইমারত	KOLHL17000017 KOLHL20000152 KOLHL20000166 KOLHL17000534	05/09/2024	6,36,060/-	টাঃ 1,11,06,207.20/-	63,60,608/-	আগাম অ্যাপয়েন্টমেন্ট সহ সমস্ত কাজের দিন সকাল 10টা থেকে বিকেল 5টা 30 পর্যন্ত	28/11/2024 থেকে বেলা 12টা থেকে দুপুর 2টো পর্যন্ত

পাবলিক অকশনের নিয়ম এবং শর্তাবলি

1. ই-অকশন সেল পরিচালিত হবে অনলাইনে অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা উক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে https://sarfaesi.auctiontiger.net/EPROC/ - এ SARFAESI অহিনের বধানের অধ নে সাহায্যের সাথে এবং পাবলিক ই-অকশনের মোডে।
2. পাবলিক ই-অকশনটি পরিচালিত হবে উপরে উল্লেখিত তারিখ এবং সময় অনুসারে, যখন উপরে উল্লেখিত সম্পত্তিটি বিক্রি হবে **''যেখানে যেমন ভিত্তিতে'' এবং ''যেখানে যেমন অবস্থায় আছে''** এমন অবস্থায়।
3. পাবলিক ই-অকশনে অংশগ্রহণে, আগ্রহী ক্রেতা / দরদাতাদের উক্ত সুরক্ষিত সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্যের ফেরতযোগ্য আর্নেস্ট মানি ডিপোজিটের 10% পেমেন্টের বিস্তারিত বিবরণের কপি জমা করতে হবে, সেই সঙ্গে প্যানকার্ডের কপি, কোম্পানির হলে বোর্ড রিসোলিউশন্স এবং ঠিকানার প্রমাণপত্র 27/11/2024-এর মধ্যে জমা করতে হবে।
4. সমস্ত অন্যান্য ইএমডি দরদাতা যাঁরা পাবলিক ই-অকশনে সাফল্য লাভ করবেন না তাঁরা এল অ্যান্ড টি ফাইনান্স-এর থেকে 7 দিনের মধ্যে টাকা ফেরত পাবেন পাবলিক ই-অকশন বন্ধ হওয়ার পরে। ইএমডি কোনও সুদ প্রদান করবে না।
5. সাফল্যমন্ডিত ক্রেতা / দরদাতাকে 25% ডিপোজিট টাকা জমা দিতে হবে (ইএমডি সহ) তাঁর প্রাপ্ত অফার পাওয়ার জন্য ডি.ডি. / পি.ও. ''এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড''-এর নামে যা প্রদান করতে হবে মুম্বাইতে যা 28/11/2024 তারিখের 18:00 ঘণ্টার মধ্যে বা আগে, ই-অকশন-এর দিন বা পরবর্তী কাজের দিনে যা হল 29/11/2024, যার ডিপোজিট প্রাপ্তি নির্দিষ্ট করবে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বিক্রি ব্যর্থ হলে তা ব্যর্থ বলে গণ্য করা হবে এবং সাফল্যমন্ডিত দরদাতার ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। ব্যালেন্স অ্যামাউন্ট যা হল ক্রয় মূল্যের 75% প্রদান করতে হবে ক্রেতাকে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-কে স্থাবর সম্পত্তির বিক্রির নিশ্চিতকরণের পনেরো দিনের আগে বা বর্তমান আইন অনুসারে বর্ধিত সময়কালে।
6. সম্পত্তির পরিদর্শন বা অধিক বিবরণের জন্যে, সম্ভাব্য দরদাতাগণ অনুমোদিত আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন, অর্থাৎ **''নাম – আশীষ সাহা, যোগাযোগের নং 9800868054, এল অ্যাণ্ড টি ফিন্যান্স লিমিটেড, 15 তল, পিএস সৃজন টেক পার্ক, প্লট 52, ব্লক ডিএন, সল্টলেক, সেক্টর 5, কোলকাতা 700091 পশ্চিমবঙ্গ এবং সন্তোষ তিওয়ারি, যোগাযোগ নং 9920490126, এল অ্যাণ্ড টি ফিন্যান্স লিঃ – কার্যালয় : 6ষ্ঠ তল, বৃন্দাবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের নিকটে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বই – 400 098.** ই-অকশনের যেকোন পর্যায়ে, অনুমোদিত আধিকারিক বিড/অফার গ্রহণ/প্রত্যাখ্যান/কিছুটা পরিবর্তন/বাতিল বা ই-অকশন স্থগিত করতে পারেন উহার কোনও কারণ আরোপ করা ছাড়াই এবং কোনও আগাম বিজ্ঞপ্তি দেওয়া ছাড়াই।
7. সফল ক্রেতা বা নিলামকারী বহন করবেন যে-কোনও বিধিবদ্ধ বকেয়া, ট্যাক্সেস, প্রদানযোগ্য ফীজ, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন ফীজ ইত্যাদি যা তাঁকে প্রদান করতে হবে সম্পত্তি পাওয়ার জন্য বা তাঁর নামে নিশ্চিত করার জন্য প্রযোজ্য আইন অনুসারে।
8. ঋণগ্রহণকারী বা গ্যারেন্টার্স, যাঁরা উক্ত বকেয়ার জন্য দায়বদ্ধ, তাঁরা এই সেল নোটিশকে একটা নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি বলে গ্রহণ করবেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-এর অনুসারে রুলস 8 (6)-এর অধীনে, উপরে উল্লেখিত পাবলিক ই-অকশনটি ধারণ করার ক্ষেত্রে।
9. ঋণগ্রহণকারী(গণ) / উপ-ঋণগ্রহণকারী(গণ) / গ্যারেন্টার(গণ) / মর্টগেজার বা বন্ধকদাতাদের আহ্বান জানানো হচ্ছে সমগ্র বকেয়া লোন বা ঋণ অ্যামাউন্টটি প্রদান করতে উপরে উল্লেখিত ই-অকশনের তারিখের আগে তা না হলে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড এই সম্পত্তি বিক্রি করার অধিকারী হবেন এসএআরএফএইএসআই-এর আইন, 2002-এর নির্ধারিত বিধান অনুসারে।
10. ঋণগ্রহণকারী(গণ) / উপ-ঋণগ্রহণকারী(গণ) / গ্যারেন্টার(গণ) / মর্টগেজার(গণ) / জনগণক এতৎদ্বারা সংযত থাকতে বলা হচ্ছে বিক্রি, সেল, লীজ থেকে, অন্যথায় নোটিশ বা ঘোষণায় যে সুরক্ষিত সম্পত্তির উল্লেখ করা হয়েছে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যাতীত।

তারিখ: 25.10.2024
স্থান: কলকাতা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

পঞ্জাব নেশনল বৈংক (ভরোসে কা প্রতীক) pnb punjab national bank (Govt of India Undertaking)

দাবি বিজ্ঞপ্তি

স্ট্রেসড অ্যাসেটস টার্গেটেড রেজোলিউশন অ্যাকশন (সস্ত্র) ডিভিশন সার্কেল সস্ত্র কলকাতা ওয়েস্ট, ইউনাইটেড টাওয়ার, ৫ম তল, ১১ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-১, ই-মেইল: cs4479@pnb.co.in

[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৩(১) -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রি কনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর সেকশন ১৩(২) অধীনে ইস্যুকৃত]

ক্যাপশনযুক্ত নোটিশটি এ.ডি./ স্পিড পোস্টের মাধ্যমে নিবন্ধিত পোস্টের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছিল পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট রুল ৩ (এনফোর্সমেন্ট রুলস ২০০২) এর অধীনে পড়া ১৩(১২) সেকশন এ প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে এখানে তালিকাভুক্ত ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদারের কাছে (পরবর্তিতে এখানে ঋণগ্রহীতা হিসাবে উল্লিখিত তাদের অ্যাকাউন্ট হিসাবে নীচে দেওয়া বিশদ অনুসারে সংশ্লিষ্ট নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ডিমান্ড নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ পরিশোধ করার জন্য তাদের আহ্বান জানানো হয়েছে এবং তাদের অ্যাকাউন্ট গুলি 'নন পারফরমিং অ্যাসেটস' হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। এডি./স্পিড পোস্টের সাথে নিবন্ধিত পোস্টের মাধ্যমে পাঠানো নোটিশটি প্রাপ্তি স্বীকার না হয়ে ফিরে এসেছে। নিম্নস্বাক্ষরকারীর বিশ্বাস করার কারণ রয়েছে যে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/জামিনদার তার জারি করা ডিমান্ড নোটিশের পরিষেবা এড়িয়ে চলেছেন। এই ধরনের নোটিশের অনুলিপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে পাওয়া যায় এবং ঋণগ্রহীতা চাইলে, সাধারণ কাজের সময় যেকোনো কর্মদিবসে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকে উক্ত অনুলিপি সংগ্রহ করতে পারেন।

উপরোক্ত ক্ষেত্রে, এই নোটিশটি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ককে** অর্থ প্রদানের জন্য ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে আবারও নোটিশ দেওয়া হল, নিম্নে নির্দেশিত অর্থ, তাদের নিজ নিজ নামের বিপরীতে প্রযোজ্য আরও সুদের সাথে উল্লিখিত ডিমান্ড নোটিশে বিশদ হারের সাথে মূল্য, চার্জ ইত্যাদি পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত এবং ঋণের যথাযথ পরিশোধের জন্য ব্যাংকের অনুকূলে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার কর্তৃক সম্পাদিত বিভিন্ন নিরাপত্তা নথির অধীনে, নিম্নলিখিত সম্পদ রয়েছে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারের দ্বারা পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধক আছে। যদি ঋণগ্রহীতা/জামিনদার পূর্বোক্ত হিসাবে ব্যাঙ্ককে অর্থ প্রদান করতে ব্যর্থ হন, তবে ব্যাঙ্ক ১৩(৪) এর অধীনে নেওয়া বা না নেওয়া হোক না কেন সারফেইসি আইন, ২০০২-এর বিধানের অধীনে উপরোক্ত সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে এগিয়ে যাবে উল্লিখিত আইনের এবং প্রযোজ্য নিয়মগুলি সম্পূর্ণরূপে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারের (দের) মূল্যে এবং পরিণতির ঝুঁকিতে।

এই আইনের অধীনে ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদারকে ব্যাঙ্কের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়াই বিক্রয়, ইজারা বা অন্যথায় সম্পত্তি হস্তান্তর করা নিষিদ্ধ। যে কোন ব্যক্তি সেখানে প্রণীত বিধির উল্লিখিত আইন লঙ্ঘন করলে আইনের অধীনে প্রদত্ত শাস্তি এবং/অথবা শাস্তির জন্য দায়ী থাকবে। নোটিশটি আপনার ঝুঁকি এবং মূল্যে আমাদের অধিকার এবং প্রতিকারের প্রতি কোনো বাধা ছাড়াই জারি করা হয়।

ক্র. নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতা(দের)/ জামিনদার(দের)/ বন্ধকদাতা(দের) নাম	বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) এনপিএ এর তারিখ গ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ
১.	**ক) মেসার্স বেঙ্গল ইউনাইটেড ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্টস লিমিটেড** ১৪৮, রিজেন্ট এস্টেট, কাবেরী অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ২এ, ২য় ফ্লোর, কলকাতা- ৭০০০৯২ **এবং** গ্রাম- লাছুবড়, পো. খারুইগড়, থানা- পটাশপুর, লক- পটাশপুর-২, জেলা- পূর্ব- মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭২১৪২৯ **শ্রী কমল মহান্তি** (প্রোমোটার ডিরেক্টর) ১৪৮, রিজেন্ট এস্টেট, কাবেরী অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যান্ট নং ২এ, ২য় ফ্লোর, কলকাতা ৭০০০৯২ **মিস এথেনা ঘোষ** (প্রমোটর ডিরেক্টর) ৪৭/১, এ.এম. ঘোষ রোড, থানা-বজবজ, কলকাতা ৭০০১৩৭ **মিস নীলিমা মহান্তি** (ডিরেক্টর) ১৪৮, রিজেন্ট এস্টেট, কাবেরী অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যান্ট নং ২এ, ২য় ফ্লোর, কলকাতা ৭০০০৯২ **শ্রী দীপক মুন্সি** (ডিরেক্টর) ইউনাইটেড কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি, ১৩, ব্রড স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১৯ **মিস পুতুল ঘোষ** (ডিরেক্টর) ৪৭/১, এ.এম. ঘোষ রোড, থানা-বজবজ, কলকাতা ৭০০১৩৭ **শ্রী ধীরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী** (ডিরেক্টর) লছুবড়, খারুই গড়, জেলা- পূর্ব মেদনীপুর, পিন- ৭২১৪২৯ **শ্রীচরণ মহান্তী** (পরিচালক) লছুবড়, খারুই গড়, জেলা- পূর্ব মেদনীপুর, পিন- ৭২১৪২৯ **অ্যাকাউন্ট নং: ০০৮৪২৫০৩১৫৯৩৭, ০০৮৪৩০০০২৫৭৭১, ০০৮৪৩০০০২৭৫৫৭ এবং ০০৮৪৩০০০২৭৫৬৬**	**প্রাইমারি সিকিউরিটি :-** (১) বর্তমান এবং ভবিষ্যত উভয় সময়ের কোম্পানির সম্পূর্ণ স্থায়ী সম্পদের উপর একচেটিয়া ১ম চার্জ। (২) হাইপোথিকেশন মাধ্যমে স্টক, চলন্ত কাজ, বই ঋণের সমগ্র বর্তমান সম্পদের উপর একচেটিয়া ১ম চার্জ। (৩)(ক) কমবেশি নিচতলায় এবং প্রথম তলায় প্রতিটি ১৫০০ বর্গফুট পরিমাপের দুই তলা ভবনের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক অর্থাৎ মোট ৩০০০ বর্গফুট এবং এছাড়াও একটি টিনের চালা যার পরিমাপ কমবেশি ৪০০০ বর্গফুট, উভয়ই কমবেশি ৮৯ ডেসিমেল পরিমাপের জমিতে নির্মিত, এলআর দাগ নং- ৩০৮. এল.আর. খতিয়ান নং- ১৩৩, জেএল নং- ৯৩, মৌজা- লাচুবড়, ৪ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীনে, পোস্ট- খারুইগড়, থানা- পটাশপুর, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, **চৌহদ্দি:** উত্তর - কমল মহন্তীর জমি এবং অন্যান্য শালি/জল জমি, দক্ষিণ - ৩০ ফুট চওড়া ললাট জানকা রোড, পূর্বে- শ্রী ফণী ভূষণ দাসের শালী/জলভূমি, পশ্চিমে- শ্রী বিষ্ণু পদ শ'-এর শালি/জলভূমি দ্বারা। (৩) (খ) কমবেশি ১৯ ডেসিমেল পরিমাপের খালি জমির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, যার এলআর দাগ নং ৩০৭, এলআর খতিয়ান নং ১৩৩, জেএল নং ৯৩, মৌজা- লাচুবড়, ৪ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোস্ট- খারুইগড়।, থানা- পটাশপুর, নং-৩০৭। জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর **চৌহদ্দি:** উত্তর - প্লট নং- ৩০৮, দক্ষিণ - ৩০ ফুট প্রশস্ত ললাট জানকা রোড, পূর্ব - শ্রী ফণী ভূষণ দাসের শালী জমি, পশ্চিম - শ্রী বিষ্ণু পদ শ'-এর শালী জমি দ্বারা। সম্পত্তির মালিকানা - উভয় (৩)(ক) এবং (৩)(খ) মেসার্স বেঙ্গল ইউনাইটেড ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্টস লিমিটেড নামে। **জামানত সিকিউরিটি :-** (১) ফ্ল্যাট নং-৫বি এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার মধ্যে রয়েছে ৩টি বেড রুম, ১টি রান্নাঘর, ১টি ডাইনিং রুম কাম ড্রয়িং রুম, দুটি টয়লেটে মেঝের কভারড এরিয়া কমবেশি ১২৬৯ বর্গফুট ১১০ বর্গফুট কার পার্কিং এরিয়া সহ কম বা কম ফ্লোর এলাকা জুড়ে। সেইসঙ্গে অবিভক্ত অনুপাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কলকাতার পৌর সীমার মধ্যে ৬৫ নম্বর ওয়ার্ডে উত্তরা কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি, ব্রড স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১৯ নম্বর প্রিমিসেসের টাওয়ার ব্লকের পঞ্চম ফ্লোরের কমন এলাকায় আনুপাতিক শেয়ার জমির হোল্ডিং নম্বর ৩০৬, ৩০৬এ এবং ৩০৬বি সহ, সাব-ডিভিশন এইচ, ডিভিশন ৫ ডিহি পঞ্চান্ন গ্রাম, জেলা ২৪ পরগনা কালেক্টরেটের তৌজি নং ১২৯৮, থানা- কড়েয়া, ২৪ পরগনা জেলার সাব-রেজিস্ট্রেশন অফিস শিয়ালদহ। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী - শ্রী দীপক মুন্সী।** (২) ফ্ল্যাট নং-২/এ এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, দ্বিতীয় ফ্লোরে যারা ছে ৩টি বেড রুম, ১টি রান্নাঘর, ১টি ডাইনিং কাম ড্রয়িং স্পেস, দুটি টয়লেট,১টি বারান্দা এবং কমবেশি ১৩০৬ বর্গমিটার ফ্লোর এলাকা, ১০০ বর্গফুটের দুটি আচ্ছাদিত গাড়ি পার্কিং এরিয়া সহ। 'কাবেরী অ্যাপার্টমেন্ট' নামে উল্লিখিত চারতলা বিল্ডিংয়ের প্রথম তলার উত্তর পাশে, সেইসঙ্গে প্রায় ৫ কাঠা ৮ ছটাক ২৯ বর্গফুট পরিমাপের জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার সহ যার মৌজা- বদেরাইপুর, জেএল নং- ৩৪, পিলার নং-১৫২, তৌজি নং-১৫১ সেইসঙ্গে প্রেমিসেস নং ১৭৬/১৪/১৪৮ রায়পুর রোড সাধারণ এলাকা ব্যবহারের অধিকার সহ, থানা- যাদবপুর, মেইলিং ঠিকানা ১৪৮, রিজেন্ট এস্টেট, কলকাতা- ৭০০০৯২ নামেও পরিচিত, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ওয়ার্ড-৯৬-এর অধীন। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী- শ্রীমতী নীলিমা মহান্তি।**	**ক) ৩০.০৯.২০২৪** **খ) ৩০.০১.২০১৬** **গ) ৮,৮৫,৮২,৩৬৩.৩৫ টাকা (আট কোটি পঁচাশি লক্ষ বিরাশি হাজার তিনশত তেষট্টি টাকা পয়ত্রিশ পয়সা মাত্র)।** **৩০.০৯.২০২৪** অনুযায়ী সেইসঙ্গে সম্পূর্ণ অর্থ প্রদান না হওয়া পর্যন্ত আরও সুদ সহ।
২.	**ক) শ্রীমতী শিবানী দে (ঋণগ্রহীতা),** পিতা- শ্রী দেবেন্দ্র চন্দ্র দে ২৪, নটবর পাল রোড, কদমতলা, হাওড়া, পিন-৭১১১০১। **এবং** ১৭, এনএস রোড ইস্টার্ন রেলওয়ে হেড কোয়ার্টার, সিএমই বিভাগ, কলকাতা - ৭০০০০১। **এবং** ফ্ল্যাট নং-ডিও, ৪র্থ ফ্লোর, প্রেমিসেস নং- ৮৯, সাঈদ আব্দুল রহমান রোড, পোস্ট ও থানা - হরিদেবপুর, ওয়ার্ড নং ১১৫, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা- ৭০০ ০৮২। **এবং** ১৬/২, বাজে শিবপুর ২য় বাই লেন, হাওড়া, পিন- ৭১১১০২ **অ্যাকাউন্ট নং: 038920NC00000308**	(জি +৪) তলা বিশিষ্ট বিল্ডিং এর চতুর্থ তলায় (উত্তর-পশ্চিম দিকে) প্রায় ১০৪০ বর্গফুট পরিমাপ করা সুপার বিল্ট আপ এলাকা সমন্বিত স্বয়ং সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ডিও এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার মধ্যে রয়েছে লিফট সুবিধা ০২টি বেড রুম, ০১টি রান্নাঘর, ০১টি ডাইনিং-কাম ড্রয়িং, ০২টি টয়লেট এবং ০২টি বারান্দা এবং সেইসঙ্গে কমবেশি ০৪ কাঠা ১৪ ছটাক ২৩ বর্গফুট জমির অংশের অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার সহ বিল্ডিংয়ের নীচে এবং সাধারণ সুবিধার শেয়ার অংশ, প্রিমিসেস নং ৮৯, সাইয়েদ আব্দুল রহমান রোডে অবস্থিত, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমার মধ্যে, বোরো নং. ১৩, ওয়ার্ড নং. ১১৫, পোস্ট ও থানা- হরিদেবপুর, কলকাতা- ৭০০০৮২, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সাইয়্যাদপুর মৌজার অধীনে, পরগনা - খাসপুর, জেএল নং- ১২, আরএস নং- ৩৪, তৌজি নং - ০৮, দাগ নং - ১৮১, খতিয়ান নং -৪৮, ২০২৩ সালের বিয়িং নং - আই - ১৬০২০০০২৮। সম্পত্তিটি শ্রীমতী শিবানী দে এর নামে আছে। **চৌহদ্দি:** উত্তরে- আরএস দাগ নং ১৮২ এর জমি, দক্ষিণে- ১৬'-৬" প্রশস্ত কেএমসি রোড, পূর্বে- চণ্ডীচরণ দাসের সম্পত্তি, পশ্চিমে- প্রাণ কৃষ্ণ দাসের সম্পত্তি দ্বারা।	**ক) ০৬.০৮.২০২৪** **খ) ৩০.০৫.২০২৪** **গ) ৩৭,৬১,৫১৯.০০ টাকা (সাঁইত্রিশ লক্ষ একষট্টি হাজার পাঁচশো উনিশ টাকা মাত্র)** **৩১.০৭.২০২৪** অনুযায়ী সেইসঙ্গে সম্পূর্ণ অর্থ প্রদান না হওয়া পর্যন্ত আরও সুদ সহ।

তারিখ: ২৫.১০.২০২৪
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
সস্ত্র বিভাগ, কলকাতা ওয়েস্ট সার্কেল,
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ

জীবন দীপ বিল্ডিং, ৩য় তল,১,মিডলন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭১
ফোন: (০৩৩) ২২৮৮-৪৪৩৭, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২৮৮- ৪৩০২, ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: সংঘমিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়, ই-মেইল আইডি: sanghamitra.gupta@sbi.co.in, মোবাইল নম্বর ৯৬৭৪৭৪১৯১৮

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ (৬) ও রুল ৯(১) এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটিজেশন এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ/ বন্ধকদাতাগণ কে নোটিশ দেওয়া হল যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধকীকৃত আছে, যার বাস্তবিক দখল স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া সিকিউরড ক্রেডিটর এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে ''যেখানে যেমন আছে'', ''যা যেমন আছে'' এবং ''সেখানে যা কিছু আছে''-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে নিম্নবর্ণিত তারিখে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২৬.১১.২০২৪

অকশনের সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টে পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

ক্র. নং	ইউনিট /ঋণগ্রহীতা/ডিরেক্টর ও জামিনদারের নাম	যে সম্পদ বিক্রি করা হচ্ছে তার বিবরণ	বকেয়া পাওনা	
১.	**শ্রী শৈবাল প্রামানিক,** পিতা - প্রয়াত সুনীল কুমার প্রামাণিক, এবং **শ্রীমতী মিঠু প্রামানিক,** স্বামী- শ্রী শৈবাল প্রামানিক, **ঠিকানা-** ভোলা ময়রার চক, পাটনা বাজার, পোস্ট- মেদিনীপুর, থানা- কোতোয়ালি, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন ৭২১১০১।	স্বত্বাধিকারী: **শ্রী শৈবাল প্রামানিক এবং শ্রীমতী মিঠু প্রামানিক,** দুজনেই ভোলা ময়রার চক, পাটনাবাজার, পোস্ট - মেদিনীপুর, থানা - কোতোয়ালি, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ পিন- ৭২১১০১-এ থাকেন। প্রায় মোট **এলাকা ০.০৮৫৫ একর** পরিমাপিত জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতে, থানা- পরগণা অধীন, এডিএসআর অফিস এবং পৌরসভা জেলা মেদিনীপুর, মৌজা-বিবিগঞ্জ, জেএল নং ১৮০, এল.আর. খতিয়ান নং-৮৩৬/১, সাবেক হাল নং-১৩, ওয়ার্ড নং ১৪ পাটনা বাজার মহল্লা হোল্ডিং নং ৮৩১/এ/৪৭৮। নীচে বর্ণিত হিসাবে সম্পত্তি বিভিন্ন দাগে অবস্থিত: আর.এস. দাগ নং ১৩/২০৮১, এলআর দাগ নং ১২, বসতভিটা জমি ০.০০৬২ একর। আর.এস. দাগ নং ১৪, এল.আর. দাগ নং ১৩, বসতভিটা জমি ০.০৩৯০ একর। আর.এস. দাগ নং ১২, এল.আর. দাগ নং ১০, বসতভিটা জমি ০.০১৩৪ একর। বর্তমান সমীক্ষার অধীনে দাগ নং ১১, আর.এস. দাগ নং ১৩, বসতভিটা জমি ০.০২৬৯ একর। **সীমানা:** উত্তর-৮ ফুট সাধারণ প্যাসেজ, দক্ষিণ-ড্রেন, পূর্ব-পৌরসভা সড়ক, পশ্চিম-ড্রেন দ্বারা। **(ব্যাংকের গঠনমূলক দখলের অধীনে সম্পত্তি)**	**৩৫,০৬,৮২৫.০০ টাকা (পঁয়ত্রিশ লক্ষ ছয় হাজার আটশো পঁচিশ টাকা মাত্র)** ১৪.১১.২০২৩ অনুযায়ী তদুপরি আরো সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয়, চার্জ। **যোগাযোগ ব্যক্তি** **৯৬৭৪৭৪১৯১৮** **৯৬৭৪৭১১৫২১**	**সংরক্ষিত মূল্য** **৬১,৫৬,০০০.০০ টাকা** **ইএমডি** **৬,১৫,৬০০.০০ টাকা** **দর বৃদ্ধির পরিমান** **৫০,০০০.০০ টাকা** **পরিদর্শনের তারিখ : ১২.১১.২০২৪**

ক) বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট ন্দ্রন্দ্রন্দ্র.স্ব্র.ত্বদ্ধ: এবং নির্দিষ্ট ই-অকশনের জন্য তৈরি করা https://ebkray .in -এ দেওয়া নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন, একজন দরদাতা হিসেবে নিবন্ধনের জন্য অনুগ্রহ করে https://ebkray.in> eauction-psb> bidder-registration পাথ অনুসরণ করুন।
খ) ইচ্ছুক দরদাতাকে https://ebkray.in -এ তার ইএমডির পরিমাণ ইবিক্রয়/পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের (ই-মল আইডি- supportebkray@psballiance.com) দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে।

ইচ্ছুক দরদাতাকে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আগে উপরে উল্লিখিত সাইটে আপলোড করা বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলী দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ: ২৫.১০.২০২৪
স্থান: কলকাতা

কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

AXIS BANK

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ

এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ৩য় ফ্লোর, ১ শেক্সপীয়ার সরণী, কলকাতা-৭০০০৭১

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(১) সঙ্গে পঠিত পরিশিষ্ট-৪ অনুযায়ী)

যেহেতু, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ ও ৯ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী এক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ এর অনুমোদিত অফিসার ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ চুক্তিভিত্তিক সুদের হারে এবং শাস্তিমূলক সুদ, চার্জ, খরচ ইত্যাদি সহ পরিশোধ করার জন্য ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ কে আহ্বান জানায়।

ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদারগণ অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ও কমনভাবে জনকমনকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখগুলিতে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল নিয়েছেন।

বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি/গুলি নিয়ে লেনদেন যেন না করেন এবং সম্পত্তি/গুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে এখানে নীচের অ্যাকাউন্ট গুলিতে প্রতিটির সাপেক্ষে উল্লিখিত পরিমাণ এবং ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণের জন্য সুদ এবং শাস্তিমূলক সুদ, চার্জ, খরচ ইত্যাদি সহ এক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ এর চার্জ সাপেক্ষে হবে।

ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের ব্যাপারে।

ঋণগ্রহীতা / জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	ক. বিজ্ঞপ্তির তারিখে বকেয়া খ. দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ. প্রতিকী দখলের তারিখ	স্থাবর সম্পদের বর্ণনা
১. মেসার্স এক্সোটিক লেদারস ৯/৪, আঞ্জুমান রোড, পার্ক সার্কাস, কলকাতা - ৭০০০১৪ **২. জনাব কাশিফ হাসান (স্বত্বাধিকারী)** পিতা- হারুন রশীদ ৯/৪ আঞ্জুমান রোড, এন্টালি, কলকাতা -৭০০০১৪ **৩. জনাব আসিফ নাদী পিতা- হারুন রশীদ** ৯/৪ আঞ্জুমান রোড, এন্টালি, কলকাতা- ৭০০০১৪ **৪. নুজহাত জাহান পিতা- ইকবাল হোসেন** ১/১বি, ইমদাদ আলী লেন (প্রি নং ১ থেকে ৩৪) ৬২ তালতলা, কলকাতা -৭০০০১৬	**ক) ১,৩৪,৬৭,৫৫৯.২১** (এক কোটি চৌত্রিশ লক্ষ সাতষট্টি হাজার পাঁচশো উনষাট টাকা একুশ পয়সা মাত্র) লোন এ/সি নং- XXXXXXXXXXXXXX ১৩৬৪ এর অধীনে ২৪.০৪.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া (এই পরিমানে ৩১-০৭-২০২৩ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত) **খ) ২৪.০৪.২০২৪** **গ) ১৯.১০.২০২৪**	**সম্পত্তি নং-১** **জমি সম্পত্তি যার উপর বন্ধকী ফ্ল্যাট অবস্থিত** চারতলা বিল্ডিং এর সকল, মেসুয়াজেস, টেনিমেন্ট, বংশগত জিনিসপত্র, প্রেমিসেস, ফিটিং এবং ফিক্সচার সেইসঙ্গে তথায় থাকা জমি বা তার অংশের যার উপর নির্মিত এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা কমবেশি ০৪ কাঠা ০১ ছটাক ৪৪ বর্গফুট মোট পরিমাপের এলাকার উপর ধারণ করে আছে বা নির্মিত এবং প্রেমিসেস নং পি-১০৬, ননী গোপাল রায়চৌধুরী এভিনিউ (পূর্বে পি-১০৬, সিআইটি রোড, স্কিম - ৫২ নামে পরিচিত), থানা- এন্টালি, কলকাতা - ৭০০০১৪, ওয়ার্ড নং ৫৫, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, হোল্ডিং নং ৯০ মহকুমা ও বিভাগ ডিহি পঞ্চান্নগ্রাম সাব-রেজিস্ট্রেশন অফিস শিয়ালদহ এবং **নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তরে: ১২ ফুট চওড়া কেএমসি রোড, দক্ষিণে-** প্রেমিসেস নং ১০৫, সিআইটি রোড দ্বারা; **পূর্ব দিকে-** প্রেমিসেস নং ১০৭, সিআইটি রোড দ্বারা; এবং পশ্চিমে- সিআইটি রোড দ্বারা; **বন্ধক রাখা ফ্ল্যাট:** ফ্ল্যাট নং ৩সি এর সকল যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ৭১৮ বর্গফুট, মোজাইক মেঝে রয়েছে এবং প্রেমিসেস নং পি-১০৬, ননী গোপাল রায়চৌধুরী এভিনিউতে বিল্ডিং এর তৃতীয় ফ্লোরে অবস্থিত। উল্লিখিত উপরে সম্পূর্ণরূপে বর্ণিত লিখিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে প্রেমিসেস নং পি-১০৬, ননী গোপাল রায়চৌধুরী এভিনিউ-এর অন্তর্ভুক্ত জমিতে আনুপাতিক অবিভক্ত শেয়ার সহ উল্লিখিত ভবনের সমস্ত সাধারণ এলাকা, স্থাপনা, সুবিধা এবং সুযোগ-সুবিধাগুলির আনুপাতিক অবিভক্ত শেয়ার যা। **প্রেমিসেসের সম্পত্তিটি আসিফ নাদিমের নামে আছে।** **সম্পত্তি নং ২** **জমি সম্পত্তি যার উপর বন্ধকী ফ্ল্যাট অবস্থিত** সমস্ত রাজস্ব মুক্ত জমি যার পরিমান ৪ কাঠা ২ ছটাক (একটু বেশি বা কম বা একই হতে পারে) সেইসঙ্গে আংশিক দুই এবং আংশিক তিন তলা ইটের তৈরি আবাসিক বাড়ি এবং তার উপর নির্মিত কাঠামো যা প্রেমিসেস নং ৩১ /১এ, ড. সুরেশ সরকার রোড (পূর্বে ৩১/১এ এবং ৩১/১বি ড. সুরেশ সরকার রোড), কলকাতা- ৭০০০১৪ তে অবস্থিত, থানাএন্টালি, সাব-রেজিস্ট্রেশন অফিস শিয়ালদহ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা, কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের ৫৪ নং ওয়ার্ডের পৌর সীমার মধ্যে অবস্থিত এবং **নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তরে:** প্রেমিসেস নং ৩১, ডঃ সুরেশ সরকার রোড; **দক্ষিণে:** প্রেমিসেস নং ৩১/১এ, ড. সুরেশ সরকার রোড এর অংশ দ্বারা, **পূর্বে:** ড. সুরেশ সরকার রোড দ্বারা, **পশ্চিমে:** প্রেমিসেস নং ৩১/১এ, ড. সুরেশ সরকার রোড এর অংশ দ্বারা ; **বন্ধকীকৃত ইউনিট:** উক্ত ইউনিটের জমির ১৩/১৬ অংশ বা ৮১.২৫ অবিভক্ত অংশ বা যা প্রায় ৩২৩ বর্গফুট কমবেশি (আচ্ছাদিত এলাকা) সেইসঙ্গে সংলগ্ন বারান্দা এবং সাধারণ স্নান এবং গ্রাউন্ড ফ্লোরে প্রাইভি এবং আনুপাতিক শেয়ার নিয়ে গঠিত। উল্লিখিত জমিতে উল্লিখিত প্রেমিসেসের আংশিক দুই এবং আংশিক তিন তলা বিল্ডিংয়ের সাথে সংযুক্ত জমি, সাধারণ এলাকা এবং সুবিধাগুলি (উপরে লেখা তফসিলে আরও বিশদে বর্ণনা করা হয়েছে)। **সম্পত্তিটি কাশিফ হাসানের নামে আছে।**
১. মেসার্স ফ্রেক্সন সাপ্লাইয়ার্স প্রাইভেট লিমিটেড এলপি-১/১০৬/৫/৪ সিদ্ধেশ্বরী বাজার, বিরাটি, তালখোলা, উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭০০০৫১। **২. শ্রী অভিজিৎ সরকার** পিতা- প্রয়াত সত্য রঞ্জন সরকার পান্নাঝিল, ব্লক.১, নোয়াপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পিনকোড - ৭০০১২৫। **৩. শ্রী সুকুমার চন্দ্র প্রামানিক,** প্রযত্নে সম্ভু প্রামানিক, ২৭/এ, বিধান পল্লী, ভাঙ্গা মসজিদের কাছে, ব্যারাকপুর, পোস্ট- নোনাচন্দনপুকুর, উত্তর ২৪ পরগনা, পিনকোড - ৭০০১২২। **৪. শ্রীমতী শিলা মুখার্জি** স্বামী- দিলীপ মুখার্জি সিমুলিয়া, নাবলা, পুমলিয়া, নদীয়া, পিন - ৭৪১৪০২। **৫. শ্রীমতী শিউলি চক্রবর্তী** পিতা- সুভাষ চ্যাটার্জি ৭ শহিদ গণেশ দত্ত রোড, উত্তর দমদম, বিরাটি, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০০৫১। **৬. শ্রী হিমানীশ চক্রবর্তী** পিতা- মারুত বরণ চক্রবর্তী ৭ সহিদ গণেশ দত্ত রোড, উত্তর দমদম, বিরাটী, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০০৫১। **৭. শ্রী জয়ন্ত বিশ্বাস** পিতা- ক্ষিতীশ বিশ্বাস ৫/১ তমাচিকপাড়া লেন, শান্তিপুর, নদীয়া, পিন- ৭৪১৪০৪	ক) ৮৯,৪৯,৫২৫.৬৫ টাকা (উননব্বই লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার পাঁচশো পঁচিশ টাকা এবং পঁয়ষট্টি পয়সা) লোন এ/সি নং XXXXXXXXXXXXXX ৬২৮১ এর অধীনে ০৬.১২.২০২৩ অনুযায়ী বকেয়া (এই পরিমানে ৩০-০৯-২০২৩ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত) **খ) ০৪ন্দ০৭ন্দ২০২৪** **গ) ১৯.১০.২০২৪**	**সম্পত্তি নং ১** **তফসিল 'ক' (সম্পত্তির বিবরণ):** ১৮ ডেসিমেল জমির মধ্যে কমবেশি ১ কাঠা ৮ ছটাক পরিমাপের বাস্তু জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার সাবেক দাগ নং ১০১৭, আর.এস. ১০১৭/১৩০১, খতিয়ান নং আর এস ৮৪৪ এর অধীনে, বাস্তু জমির পরিমাপ কমবেশি ৩ কাঠা যার সাবেক দাগ নং ১০১৭, আর.এস. ১০১৭/১৩০২, খতিয়ান নং আরএস ৫৭৩ এর অধীনে, এলআর খতিয়ান নং ২২৩০ এর সাথে সম্পর্কিত, বাস্তু জমির পরিমাপ কমবেশি ২ ছটাক ৭ বর্গফুট যার সাবেক দাগ নং ১০১৭, আরএস ১০১৭/১৩০১, মোট ৪ কাঠা ১০ ছটাক ৭ বর্গফুট এবং তার উপর অবস্থিত একটি জরাজীর্ণ অবস্থার ভবন, মৌজা বালুরিয়া, জেএল নং ৩৭, রে সা নং ২২৭, থানা বারাসাত, বারাসাত পৌরসভার সীমার মধ্যে, উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়, পরগনা আনোয়ারপুরের অন্তর্গত, জমি এবং ভবনটি এডিএসআর কদম্বগাছির এখতিয়ারের মধ্যে ওয়ার্ড নং ২৭ এর অধীনে হোল্ডিং নং ৩২/১ নবপল্লী সার্কুলার রোড বহন করে। উপরিউক্ত জমি এবং কাঠামোটি যার উপর অবস্থিত তার **চৌহদ্দি: উত্তরে:** নবপল্লী সার্কুলার রোড// **দক্ষিণে:** ১২ ফুট চওড়া রাস্তা// **পূর্ব দিকে:** ধীরেন্দ্র নাথ সমাদ্দারের বাড়ি // **পশ্চিমে :** অজিত কুমার ভট্টাচার্যের বাড়ি। তফসিল 'খ' (বন্ধক রাখা ফ্ল্যাটের স্পেসিফিকেশন) ফ্ল্যাট - ফ্ল্যাট নং সি/২ হিসাবে চিহ্নিত, প্রস্তাবিত পরিকল্পনার নিশা অ্যাপার্টমেন্ট নামে বিল্ডিংয়ের ২য় ফ্লোরে, পরিমাপ করা এলাকা ৬৪০ বর্গফুট, দুটি বেড রুম, একটি ড্রয়িং-কাম-ডাইনিং, একটি রান্নাঘর, দুটি টয়লেট, একটি বারান্দা সহ যা সংযুক্ত স্কেচ ম্যাপে দেখানো হয়েছে। **ফ্ল্যাটটির চৌহদ্দি: উত্তর দিকে:** খোলা আকাশ **//দক্ষিণে:** সিঁড়ি তার পরে ফ্ল্যাট নং এ/২ // **পূর্বে :** খোলা আকাশ, **পশ্চিমে:-** ফ্ল্যাট নং বি/২ দ্বারা । **সম্পত্তিটি অভিজিৎ সরকারের নামে আছে।**
১. মেসার্স অন্নপূর্ণা লজিস্টিকস (অংশীদারি প্রতিষ্ঠান) ১এ কালীঘাট পার্ক দক্ষিণ কলকাতা দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা -৭০০০২৬। এছাড়াও ৪২৮ পূর্বাচল মেইন রোড, কলকাতা - ৭০০০৭৮। **২. শ্রী রাজ কুমার সিং (অংশীদার)** পিতা- বাবুলাল সিং ১৮১ শশী শেখর বোস রোড, ভবানীপুর, কলকাতা - ৭০০০২৫। **৩. শ্রী কৃষ্ণকান্ত কুমার সিং (অংশীদার)** পিতা- বাবুলাল সিং ১৮এ শশী শেখর বোস রোড, ভবানীপুর, কলকাতা - ৭০০০২৫।	**ক) ২,৪৯,০৩,৪১৩/-** টাকা (দুই কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ তিন হাজার চারশো তেরো টাকা মাত্র) লোন এ/সি নং XXXXXXXXXXXXXX৭৪৩৪ -এর অধীনে ২৯.০৪.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া (এই পরিমাণে ৩১.১২.২০২৩ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত), **৮,১৪,২৯৩.০৭ টাকা** (আট লক্ষ চৌদ্দ হাজার দুইশো তিরানব্বই টাকা সাত পয়সা মাত্র) লোন এ/সি নং XXXXXXXXXXXXXX ১৮৫০ -এর অধীনে ২৯.০৪.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া (এই পরিমাণে ৩১.০৪.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত) এবং **৪১, ০৩,৭৫৫/- টাকা** (একচল্লিশ লক্ষ তিন হাজার সাতশো পঞ্চান্ন টাকা মাত্র) লোন এ/সি নং XXXXXXXXXXXXXX ১২৩০ -এর অধীনে ২৯.০৪.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া (এই পরিমাণে ৩১.০৪.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত) **খ) ২৯.০৪.২০২৪** **গ) ২২.১০.২০২৪**	**সম্পত্তি নং ১** **তফসিল 'ক' সম্পত্তি:** তথায় থাকা বিল্ডিং সহ ৬ (ছয়) কাঠা বা সামান্য কমবেশি পরিমাপেরবাস্তু জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা গড়ফা, জেএল নং ১৯, আরএস নং ২, তৌজি নং ১৫৫ যার মধ্যে আরএস খতিয়ান নং ১৫৪১ এবং ১৫৪২ দাগ নং ১৭৭৬, থানা- কসবা, এখন গড়ফা, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমার মধ্যে, কেএমসি প্রিমিসেস নং ৭৭৭, পূর্বাচল মেইন রোড, এবং ডাক ঠিকানা- ৮০/২, পূর্বাচল মেইন রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৭৮, ওয়ার্ড নং ১০৬ এর অধীনে। কাঠামো সহ জমিটি নিম্নোক্তমতে পরিবেষ্টিত- **উত্তরে-:** আর.এস. দাগ নং ১৭৭ এবং ৪' ফুট প্রশস্ত সাধারণ প্যাসেজ, **দক্ষিণে:** আরএস দাগ নং ১৭৭৫ এর জমি দ্বারা, **পূর্বে:** আরএস দাগ নং ১৭৭৬-এর জমি দ্বারা, **পশ্চিমে:** ১২ ফুট চওড়া রাস্তা দ্বারা। **বন্ধকীকৃত ফ্ল্যাট:** ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, ফ্ল্যাট নং বি-৩, দ্বিতীয় ফ্লোর (উত্তর-পশ্চিম দিকে) (উপরে), পরিমাপ প্রায় ৭৯৫ বর্গফুট। দুটি বেড রুম, একটি ড্রয়িং কাম ডাইনিং রুম, একটি রান্নাঘর, দুটি টয়লেট, সেইসঙ্গে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার সমন্বয়ে এবং কেএমসি প্রিমিসেস নং ৭৭৭, পূর্বাচল মেইন রোড, এবং ডাক ঠিকানা- ৮০/২, পূর্বাচল মেইন রোড, কলকাতা- ৭০০ ০৭৮ এ অবস্থিত, ওয়ার্ড নং ১০৬ এর অধীনে, থানা- কসবা, এখন গড়ফা, কলকাতা পৌরসভার সীমার মধ্যে, যা আরও বেশি করে এবং বিশেষভাবে উপরে তফসিল 'এ'-তে বর্ণিত সাধারণ এলাকা এবং দলিল অনুসারে চতুর্থ তফসিলে উল্লেখ করা সুবিধাগুলির সুবিধা সহ। **এই সম্পত্তিটি শ্রী রাজ কুমার সিং এর নামে আছে।** **সম্পত্তি নং ২** **তফসিল 'ক' সম্পত্তি:** তথায় থাকা বিল্ডিং সহ ৬ (ছয়) কাঠা বা সামান্য কমবেশি পরিমাপেরবাস্তু জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা গড়ফা, জেএল নং ১৯, আরএস নং ২, আরএস খতিয়ান নং ১৫৪১ এবং ১৫৪২ দাগ নং ১৭৭৬, থানা- এখন গড়ফা, কসবা, ২৪ পরগণা (দক্ষিণ) কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমার মধ্যে, কেএমসি প্রিমিসেস নং ৭৭৭, পূর্বাচল মেইন রোড, এবং ডাক ঠিকানা- ৮০/২, পূর্বাচল মেইন রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৭৮, ওয়ার্ড নং ১০৬ এর অধীনে যা নিম্নোক্তভাবে **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তরে:** দাগ নং ১৭৭২ এর জমি, ৪ ফুট প্রশস্ত সাধারণ প্যাসেজ, **পূর্বে:** দাগ নং ১৭৭৬ এর জমি, **দক্ষিণে:** দাগ নং ১৭৭৫ এর জমি, **পশ্চিমে:** ৬ ফুট প্রশস্ত রাস্তা দ্বারা। **বন্ধকীকৃত ফ্ল্যাট:** আবাসিক ফ্ল্যাট নং সি-৩ এর সকল, তৃতীয় ফ্লোরে ইস্টার্ন সাইডে, পরিমাপ কমবেশি ৯৯৪ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এলাকা যাতে ৩টি বেডরুম, ১টি ডাইনিং কাম ড্রয়িং রুম, ১টি রান্নাঘর, ১টি টয়লেট কাম প্রিভি এবং ১টি ডব্লিউসি এবং একটি বারান্দা এবং একটি ১৩৫ বর্গফুট পরিমাপের গাড়ি পার্কিং স্থান সমন্বিত ,কেএমসি প্রিমিসেস ৭৭৭, পূর্বাচল মেইন রোড, কলকাতা - ৭০০০৭৮-এর গ্রাউন্ড ফ্লোরে। **এই সম্পত্তি শ্রী রাজ কুমার সিং-এর নামে আছে।** **সম্পত্তি নং ৩** **তফসিল 'ক' সম্পত্তি :** ৭ (সাত) কাঠা বা সামান্য কমবেশি পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার অবস্থান- মৌজা- গড়ফা, জেএল নং ১৯, আরএস- নং ২ এ অবস্থিত।, পরগনা খাসপুর, তৌজি নং ১৫৫, আরএস খতিয়ান নং ১৫৪১ এবং ১৫৪২ এর সাথে সম্পর্কিত, আর.এস. দাগ নং ১৭৭৬ এবং ১৭৭৫, থানা কসবা, এখন গড়ফা, ২৪ পরগণা (দক্ষিণ) জেলার কলকাতা পৌর কর্পোরেশন ওয়ার্ড নং ১০৬ এর সীমার মধ্যে, যা নিম্নরূপ চতুর্দিক **পরিবেষ্টিত: উত্তরে:** দাগ নং ১৭৭২ এবং ৪' প্রশস্ত সাধারণ প্যাসেজ, **পূর্ব দিকে:** দাগ নং ১৭৭৫-এর জমি, **দক্ষিণে:** ১০ ফুট চওড়া কেএমসি রোড, **পশ্চিমে:** কেএমসি প্রেমিসেস নং ৭৭৭ দ্বারা। **বন্ধকীকৃত ফ্ল্যাট:** আবাসিক ফ্ল্যাট নং সি-২ এর সকল ১ম ফ্লোরে পশ্চিম দিকে, পরিমাপ কমবেশি ৫৩৭ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা, ১ (এক) বেড রুম, ১ (এক) ডাইনিং-কাম-ড্রয়িং, ১ (এক) টয়লেট-কাম প্রিভি এবং একটি বারান্দা সমন্বিত, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ওয়ার্ড নং ১০৬ এর অধীনে, প্রিমিসেস নং ৭৭৬, পূর্বাচল মেইন রোড, থানা-গড়ফা, কলকাতা-৭০০০৭৮, সেইসঙ্গে ব্যবহারের অধিকার সহ সমস্ত সাধারণ অধিকার এবং সাধারণ পরিষেবা এবং এছাড়াও ফিক্সচার এবং ফিটিং, বৈদ্যুতিক ইনস্টলেশন এবং দলিলের তফসিল 'সি'-তে উল্লেখিত সাধারণ এলাকা এবং সুবিধাগুলির সুবিধা। **এই সম্পত্তি শ্রী রাজ কুমার সিং এর নামে আছে।** **সম্পত্তি নং ৪** **বন্ধকীকৃত সম্পত্তি:** তথায় থাকা ২০০ বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি পরিমাপের এসটিএস কাঠামো সহ ১(এক) কাঠা ১৪(চৌদ্দ) ছটাক ৩২(বত্রিশ) বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি পরিমাপের বাস্তু জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা-গড়ফা, জেএল নং ১৯, আরএস নং ২ এ অবস্থিত, তৌজি নং ১৫৫, সি.এস খতিয়ান নং ৮৮৪, আর.এস. খতিয়ান নং ৯২৮,৯৮৪,৯৭৩/১, সিএস দাগ নং নং ১৪৭৬, আরএস দাগ নং ১৭৭, থানা- কসবা, এখন গড়ফা, কলকাতা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের অধীনে ওয়ার্ড নং ১০৬ এর অধীনে, পূর্বাচল রোডে এখন কবি মোহিত লাল রোড, কলকাতা-৭০০০৭৮ নামে পরিচিত (প্রেমিসেস নং ৭৭৭/এ, পূর্বাচল মেইন রোড, কলকাতা - ৭০০০৭৮), জেলা ২৪-পরগনা (দক্ষিণ), সেখানে থাকা সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকার সহ এবং **সম্পত্তিটির চৌহদ্দি: উত্তরে:** পি. ঘোষ, **দক্ষিণে:** অলোক কুমার মণ্ডলের জমি, **পূর্বে:** গ্যাস গোডাউনের জমি, **পশ্চিমে:** ১২ ফুট চওড়া কবি মোহিত লাল রোড এবং **উত্তরে:** গ্যাস গোডাউনের জমি, **দক্ষিণে:** পূর্বাচল রোড, **পূর্বে:** জাজবার ক্লাব, পশ্চিমে- গ্যাস গোডাউনের জমি দ্বারা। **এই সম্পত্তিটি শ্রী রাজ কুমার সিং এর নামে আছে।**

তারিখ: ২৫.১০.২০২৪, স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ

ডানার জেরে কালীমূর্তি তৈরির কাজ ব্যাহত, চিন্তায় মৃৎশিল্পীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: সাগরে ঘনীভূত ডানা ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব আসানসোল শিল্পাঞ্চলে সে ভাবে পড়ার আশঙ্কা না থাকলেও বুধবার সন্ধে থেকে শুরু হয়েছে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত। যার জেরে মাথায় হাত আসানসোলের মহিশিলা পালপাড়ার মৃৎশিল্পীদের।

এই পালপাড়ায় দশটিরও বেশি মূর্তি তৈরির কারখানা রয়েছে। প্রত্যেকটি কারখানায় পাকা ছাউনি থাকলেও, জায়গার অভাবে বেশ কিছু মূর্তিকে রাস্তার ধারে খোলা আকাশের নীচে রাখতে হয়। সেখানেও মূর্তি বানানোর কাজ করা হয়। বুধবার থেকে দফায় দফায় বৃষ্টি হওয়ায় আতঙ্কিত শিল্পীরা।

মৃৎশিল্পী বাসুদেব রুদ্র পাল জানান, এমনিতেই দুর্গা ও লক্ষ্মী প্রতিমা গড়ার পর কালী প্রতিমা গড়ার জন্য হাতে খুব কম সময় পাওয়া যায়। পুজোর আগে থেকে বেশ কয়েকবার বৃষ্টির জেরে এমনিতেই কাজের অনেক ক্ষতি হয়েছে। হাতে গোনা মাত্র কয়েকটা দিন তাই নতুন করে বৃষ্টি শুরু হওয়ায় তারা দিশাহীন হয়ে পড়েছেন। বেশ কয়েকটি বড় পুজো উদ্যোক্তাদের এক দু'দিনের মধ্যে মূর্তি হস্তান্তর করার কথা। কিন্তু বর্তমানে যা অবস্থা কী ভাবে মূর্তি নির্মাণ সম্পন্ন করে হস্তান্তর করবেন সেই ব্যাপারে চিন্তিত।

অপর শিল্পী সন্ধ্যারানি রুদ্র পাল ও ডালিম দে জানান, ও অনেক মূর্তি তৈরির কাজ অর্ধেকও সম্পন্ন হয়নি। বৃষ্টির জেরে মূর্তি শুকোতে অসুবিধা হচ্ছে। এরকম চলতে থাকলে কোনও ভাবে মূর্তি তৈরি করে কাঁচা অবস্থাতেই রং করতে হবে।

অজানা জ্বরের প্রকোপ হবিবপুর ব্লকের কলাইবাড়ি এলাকায়

ল্যাব টেস্টে পাঠানো হল ৫০ জনের রক্তের নমুনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: আচমকা গোটা গ্রাম জুড়ে অজানা জ্বরের প্রকোপে আতঙ্ক ছড়িয়েছে বাসিন্দাদের মধ্যে। জ্বরের পাশাপাশি পেটে ব্যথা ও বমি হওয়ার কারণে অনেককেই নিকটবর্তী গ্রামীণ হাসপাতাল অথবা মালদা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হচ্ছেন। ঘটনাটি ঘটেছে হবিবপুর ব্লকের শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কলাইবাড়ি এলাকায়। এই পরিস্থিতির কথা জানতে পেরে বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য দপ্তরের একটি টিম ওই গ্রামে পৌঁছয়। বেশ কিছু অসুস্থ মানুষের রক্তের নমুনাও সংগ্রহ করেন কর্তব্যরত স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীরা। যদিও ওই গ্রামে ডেঙ্গি বা ম্যালেরিয়ার প্রকোপ থাবা বসিয়েছে সে ব্যাপারে পরিষ্কার করে জানায়নি স্বাস্থ্য দপ্তর। এদিন প্রায় ৫০ জনের রক্তের নমুনা সংগ্রহ করেছে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তারা। ইতিমধ্যেই ওই রক্তের নমুনা ল্যাবে টেস্টের জন্য পাঠানো হয়েছে।

এদিকে কলাইবাড়ি গ্রামের সরকারপাড়া, তালুকদার পাড়া, চৌধুরী পাড়া ও ধানুকপাড়ার এই জ্বরের প্রকোপ দেখা দিতে শুরু করেছে। এই চারটি পাড়ায় প্রায় চার হাজার মানুষের বসবাস। তাঁদের মধ্যে ৫০ শতাংশ বাসিন্দা এই জ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। দীর্ঘদিন এই জ্বরের প্রকোপ দেখা দিলেও ঠিক কি এই জ্বর এখনো নির্ণয় করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ইতিমধ্যে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে একাধিক রোগীর রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। জেলার বাইরে পাঠানো হয়েছে নমুনা পরীক্ষার জন্য। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, অবিলম্বে এলাকায় আরো বেশি করে স্বাস্থ্যশিবির করা হোক। পাশাপাশি ডাক্তারি পরিষেবা বাড়ানো হোক। এদিকে এদিন খবর পেয়ে হবিবপুর ব্লকের জয়েন্ট বিডিও রাকেশ গাইন ঘটনাস্থলে যান এবং এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন। গ্রামবাসীদের খোঁজখবর নেওয়ার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে একাধিক পরিকল্পনা না আবার কোথাও জানিয়েছে ব্লক প্রশাসন।

হবিবপুরের জয়েন বিডিও রাকেশ গাইন বলেন, ওই এলাকার সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে শিবির করা হচ্ছে। এই জ্বরের উৎস কি, কোথা থেকে এই জ্বর আসল, এর চিকিৎসায় বা কি আছে এনিয়ে এখনো কোনো সঠিক তথ্য নেই স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে।

যদিও এবিষয়ে জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুদীপ্ত ভাদুরি বলেন, এখনো সঠিক বলা যাবে না কি এই অসুখ। আপাতত সিমটম দেখে চিকুনগুনিয়া মনে হচ্ছে। ইতিমধ্যে রোগীদের নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে। মেডিক্যাল টিম পাঠানো হয়েছে ওই এলাকায়। পরিস্থিতির ওপর নজরদারি চালানো হচ্ছে। রক্তের নমুনা পরীক্ষা হলেই কি এই জ্বর তা বোঝা সম্ভব হবে। এখনো পর্যন্ত ৫০ জনের রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। রক্তের নমুনা বাইরে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। পরীক্ষার রিপোর্ট আসার পরেই রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সুবিধা হবে।

ডানার ঝাপটায় ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা, চিন্তায় চাষিরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ঘূর্ণিঝড় ডানার প্রভাবে রাজ্যের ন'টি জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ইতিমধ্যেই ন'টি জেলাতেই ডানার প্রভাব পড়েছে। বুধবার বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুরে ডানার প্রভাবে এক প্রস্থ বৃষ্টি হয়। বৃহস্পতিবারও সকাল থেকে আকাশের মুখ ভার, শুরু হয় ঝিরিঝিরি বৃষ্টি। ফলে রীতিমতো ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কায় কোতুলপুর ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকার ধানচাষীরা । কেননা এখনও ধান ঘরে তোলার সময় হয়নি এই পরিস্থিতিতে যদি বৃষ্টি হয় তাহলে ধান নষ্ট হবে এবং আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হবে তাঁদের। অন্যদিকে কোতুলপুরের আনজু বিবি নামে এক গৃহকর্ত্রী নিজের বসতবাড়িকে ঘূর্ণিঝড় ডানার হাত থেকে রক্ষা করতে সব রকম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'বাড়ির দেওয়ালের একাংশ খসে খসে পড়ছে, তাই যাতে বৃষ্টি দেওয়ালের গায়ে না লাগে সেই কারণে দেওয়াল প্লাস্টিক দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। ছেলে মেয়েদের নিয়ে আতঙ্কে রয়েছি রাতে ঘুমোতে পারছি না।' একটি পাকা বাড়ি নেই তাই একটি পাকা বাড়ির সুবন্দোবস্ত করা হলে তিনি ভীষণ ভাবে উপকৃত হবেন বলেই জানান।'

নন্দ মণ্ডল নামে এক ধান চাষি বলেন, 'ধান পাকার সময় হয়ে গিয়েছে আমাদের ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়তে হবে। আগামী দিনে ছেলে মেয়েদের নিয়ে কী ভাবে সংসার চালাবো তাই ভেবে রাতের ঘুম ছুটেছে আমাদের।'

হিঙ্গলগঞ্জ এলাকার একাধিক বাঁধ পরিদর্শনে প্রশাসনিক আধিকারিকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: সুন্দরবনের হিঙ্গলগঞ্জ এলাকার একাধিক বাঁধ পরিদর্শনে বিডিও, বিধায়ক, পুলিশ আধিকারিকরা। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই ডানা'র প্রভাব একটু একটু করে বাড়তে থাকে। ডানা ঝাপটা মারার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত নদী বাঁধের পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখতে বের হন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। উত্তর ২৪ পরগনার সব ফেরিঘাটেই ভেসাল পরিষেবা বন্ধ আছে। একাধিক নদী বাঁধ পরিদর্শন করছেন হিঙ্গলগঞ্জের বিডিও দেবদাস গাঙ্গুলি ও হিঙ্গলগঞ্জ থানার ওসি উৎপল পরামানিক, বিধায়ক দেবেশ মণ্ডল, ব্লক সভাপতি শহিদুল্লাহ গাজী। যেসব বাঁধগুলি দুর্বল হয়ে পড়েছিল সেইসব বাঁধের দিকে বিশেষ করে নজর দেওয়া

হয়েছে। অন্যদিকে ঝড়ের তাণ্ডবে কোথাও বিদ্যুতের খুঁটি বা রাস্তার উপরে তার ছিঁড়ে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে তা সরানোর জন্য বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীদের মোতায়েন করা হয়েছে। বিদ্যুৎ চলে গেলে জেনারেটরের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পাশাপাশি পর্যাপ্ত পরিমাণে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সব মিলিয়ে ডানা ঝড় কোনওরকম যাতে প্রভাব না ফেলতে পারে তার জন্য সব রকমভাবে প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে। যেসব নদীর দুর্বল বাঁধ রয়েছে রায়মঙ্গল ও কালিন্দি সেইগুলো সরেজমিনে খতিয়ে দেখ ছেন। একদিকে নদীপথে গিয়ে অন্যদিকে বাঁধ পরিদর্শন করে দ্রুত মেরামতি আশ্বাস দিয়েছেন। এখনো পর্যন্ত হিঙ্গলগঞ্জের সামান্য কিছু নদী বাঁধ দুর্বল রয়েছে সেগুলোরই মাথাব্যথার কারণ প্রশাসনিক আধিকারিকদের। অন্যদিকে নদী পাড়ের বাসিন্দাদের ইতিমধ্যে সেই রিলিফ সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বাঁধগুলোয় যাতে বড়সড় ভাঙন না হয় তার জন্য আপাতত বাঁধ রক্ষা করার জন্য সব রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে।

ডানার মোকাবিলা

উত্তরপাড়া পুরসভার কন্ট্রোল রুমে সারারাত চেয়ারম্যান সহ সপারিষদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: ঘূর্ণিঝড় ডানার মোকাবিলায় প্রস্তুত উত্তরপাড়া কোতরং পুরসভা এই পুরসভার ২৪টি ওয়ার্ডের নাগরিকদের জন্য সব রকম প্রস্তুতি ব্যবস্থা করা হয়েছে নিরাপত্তা হিসাবে যাবতীয় ব্যবস্থা রাখা হয়েছে খোলা হয়েছে কন্ট্রোল রুম হেল্পলাইন নম্বর ৯৪৭৭২৫৫৫৫৫। বৃহস্পতিবার সারারাত এই কন্ট্রোল রুমে পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব, সঙ্গে সহকারী সব থাকবেন। উত্তরপাড়া পুরসভায় বিশেষ ব্যবস্থায়ী হিসেবে জরুরি ভিত্তিতে রাখা হয়েছে পেলোডার জেসিবি জেনারেটর শক্তিশালী টর্চ করাত মেশিন সহ জরুরি পরিষেবা দেওয়ার জন্য নানা সামগ্রী। এছাড়া জানা গেল ইতিমধ্যে উত্তরপাড়া পুরসভার পক্ষ থেকে গঙ্গার ধারে যে সমস্ত বাড়ি আছে সেইসব বাড়ি থেকে মানুষজনকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রেসকিউ সেন্টারে ইতিমধ্যে উত্তরপাড়ায় ও কোতরঙ্গে হিন্দমোটরে আদর্শ স্কুল ও আরো দুই জায়গায় রেসকিউ সেন্টার করা হয়েছে এছাড়া উত্তরপাড়া নেতাজি ভবনে থাকছে কুইক রেসপন্স টিম তার অবস্থান মোকাবিলার জন্য তৈরি এছাড়া টাস্ক ফোর্স তৈরি করে রাখা হয়েছে। উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব জানালেন, সাইক্লোন ডানা মোকাবিলায় উত্তরপাড়া পুরসভা প্রস্তুত আছে। একটি কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। থাকছে নানা জরুরি ব্যবস্থায় কুইক রেসপন্স টিম পেলোডার জেসিবি শক্তিশালী টর্চ কোথাও গাছ পড়লে সারাবার যাবতীয় জিনিস মেডিক্যাল ব্যবস্থা এছাড়া তিনি সপারিষদ সারারাত পৌরসভায় কন্ট্রোল রুমে থাকছেন তিনি সব ওয়ার্ডের কাউন্সিলরদের সবসময় সজাগ থাকার নির্দেশ দিয়েছেন এবং পুরসভার সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করেছেন পুরসভার পক্ষ থেকে সব সময় সাধারণ মানুষের পাশে আছেন এছাড়া জেনারেটর থাকছে জরুরি অবস্থায় জল সরবরাহের জন্য থাকছে পাম্প মেশিন জল বের করে দেওয়ার জন্য এছাড়া ডুবুরি প্রস্তুত রাখা হয়েছে যাতে খবর পেলেই সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যবস্থা নেওয়া যায় ৪০ জনের টিম সবসময় জন্য তৈরি রাখা হয়েছে তারা থাকছেন নেতাজি ভবনে।

ইতিমধ্যে উত্তরপাড়া ফেরি সার্ভিস বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বুধবার বিকেল থেকে সাধারণ মানুষের কোন সমস্যা হলেই সেই সমস্যার সমাধানের জন্য উত্তরপাড়া পুরসভার পক্ষ থেকে ছুটে যাওয়া হবে জানালেন পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব। ত্রাণের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। পানীয় জল প্রস্তুত আছে থাকছে খাবার ও মেডিক্যাল ব্যবস্থা।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ইলেক্ট-সিএইচজি-ওটি-২৩-২৪-এসএল১৭, তারিখ ২৩.১০.২০২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার(জি)/সাঁতরাগাছি, দঃপূঃ রেলওয়ে, খড়গপুর ডিভিশন যথাযোগ্য ঠিকাদারদের নিকট হতে নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডার আহ্বান করছেন। কেবলমাত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে অনলাইনে আবেদন করতে যথাযোগ্য ঠিকাদারদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে অফলাইন টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে ডকুমেন্ট শাখায় আপলোড করা টেন্ডার নথিপত্র দেখুন। **কাজের নাম ঃ** সাঁতরাগাছি ঃ সিক লাইনে ৭৫০ভি বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবস্থা সহ পরিকাঠামো উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৯৪,০২,১৮৬.২৬ টাকা। **ইএমডি/বিড সিকিউরিটি ঃ** ১,৮৮,১০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৪.১১.২০২৪-এ সকাল ১১টা পর্যন্ত। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ www.ireps.gov.in-এ দেওয়া আছে। (PR-733)

বিজ্ঞপ্তি

সমস্ত পৌর-নাগরিকদের জানানো হচ্ছে যে ডায়মন্ড হারবার পৌরসভা ভারতের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার নিয়ম, 2016 অনুযায়ী কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ম এর উপর Bye-Law প্রস্তুত করেছে। Bye-Law টি ULB-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে (www.diamondharbourmunicipality.org) উপলব্ধ। সমস্ত নাগরিককে 05/11/2024 থেকে কার্যকরী Bye-Law এর নির্দেশনা মেনে চলার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, যাতে শহরে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সুষ্ঠ ও কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমে সুন্দর এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি হয়।

পৌরপ্রধান
ডায়মন্ড হারবার পৌরসভা

পূর্ব রেলওয়ে

সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার নং ঃ ০৩-ডিসিই-কন-আরওবি-এসডিএএইচ-২৪-২৫, তারিখ ২২.১০.২০২৪। ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কন/আরওবি/পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, আরএমএস বিল্ডিং, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের ই-টেন্ডারিং-এর জন্য টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **ই-টেন্ডার নং ঃ ০৩-ডিসিই-কন-আরওবি-এসডিএএইচ-২৪-২৫। কাজের নাম ঃ** ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কন/আরওবি/শিয়ালদহ-র অধীনে বিএমএফ, বজবজ-এ ক্রেন গ্যান্ট্রি (২x১০ এমটি ক্ষমতার) সহ স্বনির্ভর ছাদ (ট্রাস লেস শিটিং) সমেত নতুন গঠনের শেড (এলাকা ৪০৩০ বর্গমিটার প্রায়) নির্মাণ, দ্বিতল সার্ভিস বিল্ডিং (১ x২x৭৫ বর্গমিটার প্রায়), শৌচালয়, সাইকেল শেড, কংক্রিটের রাস্তা ও পেভমেন্ট, অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা, সীমানা প্রাচীর, ইস্পাতের দরজা, জল সরবরাহ ব্যবস্থা এবং স্যানিটেশন, এইচ.ডি. ফ্লোরিং, ইপক্সি ফ্লোরিং, পি.ওয়ে-র কাজ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ যা সম্পূর্ণ বগি ফ্রেম অ্যাসেম্বলির শেড-এর পরিপ্রেক্ষিতে করতে হবে। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ২২.৫০ কোটি টাকা (প্রায়)। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **বায়না অর্থ ঃ** ১২,৭৫,২০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮ (আঠারো) মাস। **খোলার তারিখ ঃ** ১৪.১১.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩ টেয়। টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিশদ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে টেন্ডারের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল বলে গণ্য করা হবে। CON-66/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ডব্লুপিআইএল লিমিটেড

CIN: L36900WB1952PLC020274
রেজিস্টার্ড অফিস: ট্রিনিটি প্লাজা, ৪র্থ তল, ৮২/১এ, তপসিয়া রোড, (দক্ষিণ) কলকাতা-৭০০ ০৪৬

বিজ্ঞপ্তি

সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস্) রেগুলেশনস্, ২০১৫ -র রেগুলেশন ৪৭(১)(এ) -এর সঙ্গে পঠিত রেগুলেশন ২৯(২) অনুসারে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, কোম্পানির পরিচালন পর্ষদের সভা বুধবার, ৩০ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য কোম্পানির অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা, অনুমোদন করা হবে, বিষয়টি বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক দ্বারা সীমিত পর্যালোচনা সাপেক্ষে।

উক্ত নোটিস স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট **www.bseindia.com** এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট **https://www.wpil.co.in/investor-services.php** -তেও পাওয়া যাবে।

ডব্লুপিআইএল লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
ইউ. চক্রবর্তী
জেনারেল ম্যানেজার (ফিনান্স)
এবং কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: কলকাতা
২৪ অক্টোবর, ২০২৪

BOLPUR MUNICIPALITY

Bolpur, Birbhum

NOTICE INVITING e-QUOTATION NO: WBMAD/ULB/BM/PW/OWN FUND/N.I.Q.- 08(2nd Call)/2024-2025

Memo No:-2136 /PWD/BM/2024-2025, Dated. 03.10.2024

Tender Id:- 2024_MAD_762580_1

No Bid submitted yet, so tender submission closing date forwarded for 3 days up to 26.10.2024 at 6.00 P.M.

Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.E. ET. No. 57/PW/Eng/24 Dt. 24.10.24 Visit to website www.wbtenders.gov.in

For details please contact to Tender Cell, AMC

SE,
Asansol Municipal Corporation

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/এম/ব্লু লাইন, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** নোয়াপাড়া থেকে মহানায়ক উত্তমকুমার পর্যন্ত মেট্রো রেলওয়ে টানেলের ভারী মেরামতি ও পুনরুজ্জীবন, এভি শ্যাফট-এর সামগ্রিক সংস্কার এবং ভায়া-ডাক্ট-এর গার্ডার বিয়ারিং বদলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বৈদ্যুতিক কাজ। **বিজ্ঞাপিত মূল্যমানঃ** ১,৬৯,০৯,৩২৯.৩৫ টাকা। **বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ২১.১১.২০২৪ বেলা ৩টা (প্র.ভা.স.)। **নোটিশ বোর্ডের ঠিকানাঃ** প্রিন্সিপ্যাল চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার-এর অফিস, মেট্রো রেলওয়ে, ৩৩/১, জে.এল. নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০০৭১। **ওয়েবসাইটের বিবরণঃ** https://www.ireps.gov.in

টেন্ডার নংঃ ইএলএম১২২_রিহ্যাব_Vজোন_টানেল

আমাদের অনুসরণ করুনঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT- 93(2nd Call) 100 (2nd Call), 102 (2nd Call), 150 & 151/2024-2025 Dated- 24-10-2024

e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at Uttar Dinajpur, Paschim Medinipur, Jalpaiguri & Burdwan District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **25-10-2024 after 9.00 am.** Bid submission end date- **06-11-2024 & 15-11-2024 upto 3.00 pm**

Date: 24.10.2024 **Sd/- Executive Engiueer**

DUM DUM MUNICIPALITY

44, Dr. Sailen Das Sarani, Kolkata - 700028

"DUM DUM MUNICIPALITY has extended the dates in Govt website "wbtenders.gov.in." for e_tender(s) "Construction of Mini Stadium, eTender Ref No: 676/DDM/GEN/24-25, Construction of Plain Cement Concrete Road, 677/DDM/GEN/24-25 and Improvement of 30 D Bus Stand, 678/DDM/GEN/24-25. New Last date set for dropping bids is 09.11.2024 from 26.10.2024 and new technical bid opening is 11.11.2024.

Sd/-
Chairman
Dum Dum Municipality

DHANPOTA GRAM PANCHAYAT E- TENDER
Magraghat II Block, south 24 Parganas district
ABRIDGED NIT

On behalf of Dhanpota Gram Panchayat of Magraghat II Block under south 24 parganas dist. invites bids for **3nos Pcc road and 3 nos new tubewell one nos Bricks drain** vide NIT No. 84,dated **25/10/2024** within the GP area. The Estimated Cost excluding GST&L.Cess are **Rs.188020/-246274/-123107/-200104/-200104/-,200104/-293642/- respectively.** The period of bid submission is **10 AM of 25th October to 2PM of 1st November 2024**. Tender opening **05/11/2024**

Sd/- Pradhan,
Amratala Gram Panchayat

Office of the Municipal Councilors
Bhadreswar Municipality
G.T. Road, P.O.+P.S.- Bhadreswar, Dist.- Hooghly

Notice Inviting e-Quotation

e-Quotation is invited by the Chairman, Bhadreswar Municipality for the 9 Nos. development works vide **Memo NO : BM/GENL/5565/E-NIQ/1, Date:- 24/10/2024. Tender ID : 2024_MAD_764714_1.** Bid Submission Start Date (Online): **24.10.2024 at 05.00 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **30.10.2024 up to 05:00 PM.** Bid Opening Date (Online): **05.11.2024 at 11:00 AM.** Details may be had municipal office Notice board, Municipal website **https://wbtenders.gov.in** & **https://bhadreswarmunicipality.gov.in**

Sd/-,
Chairman
Bhadreswar Municipality

জেলেন্টা পলিট্রেডার্স প্রাইভেট লিমিটেড- লিকুইডেশনে
জন ঘোষণা
জেলেন্টা পলিট্রেডার্স প্রাইভেট লিমিটেডের স্টেকহোল্ডারদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য - লিকুইডেশনে
(ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্কাপ্টসি (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস, ২০১৬ -এর রেগুলেশন ১২ -এর সাথে পঠিত রেগগুলেশন ৩১(২) -এর অধীনে)

১.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার নাম	**জেলেন্টা পলিট্রেডার্স প্রাইভেট লিমিটেড (লিকুইডেশনে)**
২.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার অন্তর্ভুক্তির তারিখ এবং সিআইএন	২৬/০২/২০১০ এবং U51909WB2010PTC142740
৩.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা যে কর্তৃপক্ষের অধীনে নিগমিত/নিবন্ধিত	রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতা
৪.	রেজিস্টার্ড অফিস ও প্রিন্সিপাল অফিসের ঠিকানা যদি কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার কেউ থাকে	১৬বি, সেক্সপিয়র সরণি, বি.কে. মার্কেট, ফ্ল্যাট নং ১৯ এবং ২০, কলকাতা-৭০০০৭১
৫.	লিকুইডেশন শুরুর তারিখ	২২ জুলাই ২০২২ (মাননীয় এনসিএলটি কলকাতার আদেশ অনুসারে)
৬.	লিকুইডেটরের নাম, ঠিকানা, ইমেল ঠিকানা এবং আইবিবিআই নিবন্ধন নম্বর	নাম : রাজেশ কেশরী পি-৪৮, প্রগতি পল্লী, লেক টাউন, কলকাতা-৭০০০৮৯ **ইমেল:** Keshri.co@gmail.com; cirp.jppl@gmail.com আইবিবিআই রেজি. নং: IBBI/IPA-001/IP-P00490/2017-18/10878 **যোগাযোগের ঠিকানা:** পি-৪৮, প্রগতি পল্লী, লেক টাউন, কলকাতা-৭০০০৮৯

ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্কাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশন, ২০১৬-এর রেগুলেশন ৩১ অনুসারে। কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের কাছে জনসাধারণের কাছে ঘোষণা করা হচ্ছে যে **জেলেন্টা পলিট্রেডার্স প্রাইভেট লিমিটেডের (লিকুইডেশনে)** স্টেকহোল্ডারদের তালিকা মাননীয় এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চে ২১/১০/২০২৪ তারিখে দায়ের করা হয়েছে।

স্টেকহোল্ডারদের তালিকা ৬ নং আইটেমে উল্লিখিত ঠিকানায় কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার স্টেকহোল্ডার, সদস্য, পরিচালক এবং জামিনদারদের দ্বারা পরিদর্শনের জন্য উপলব্ধ। স্টেকহোল্ডারদের তালিকা লিকুইডেটর দ্বারা স্বীকার করা দাবির পরিমাণের সম্পূর্ণ বিবরণ দেখায়।

রাজেশ কেশরী
IBBI/IPA-001/IP-P00490/2017-18/10878
মেসার্স জেলেন্টা পলিট্রেডার্স প্রাইভেট লিমিটেডের - লিকুইডেশনে -এর বিষয়ে লিকুইডেটর

তারিখ : ২২/১০/২০২৪
স্থান : কলকাতা

হাওড়া পৌর নিগম
স্বাস্থ্য বিভাগ
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১ ১০১

নং. WB-HMC/TN/ED/WS/04/24-25 **ই-টেন্ডার** **তারিখ: ২৩/১০/২০২৪**

ই- টেন্ডার নোটিশ

সহকারী প্রকৌশলী, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন জল সরবরাহের উন্নতির জন্য পাম্প মেরামত এবং ইনস্টলেশন, পাইপ লাইন বিছানোর জন্য একই প্রকৃতির কাজের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্বনামধন্য করিতকর্মা এবং বিশ্বস্ত ঠিকাদারদের কাছ থেকে ই-টেন্ডার (নির্ধারিত ফর্মে) আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। বিশদ সম্পর্কিত তথ্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং ওএসডি (ডব্লিউএস), অফিসের ওয়েবসাইট এবং www.wbtenders.gov.in থেকে পাওয়া যাবে। বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ (অনলাইন) ১৪.১১.২০২৪, বিকাল ৩.০০টা। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনো কারণ না দেখিয়ে যেকোনো আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

৮৪(৩)/২৪-২৫
২৪/১০/২৪

সেক্রেটারি
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

বৈঁক অফ় ইংডিয়া BOI
Bank of India
Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস, ৪৪৬/এন, আমস্ট্রং অ্যাভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন- ৭১৩২১২, ই-মেইল- zo.bardhaman@bankofindia.com

বন্ধক রাখা স্বর্ণের গয়না/অলঙ্কার/মুদ্রার পাবলিক নিলামের জন্য বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা নিম্নোক্ত স্বর্ণ ঋণ গ্রহীতা, তাদের বৈধ উত্তরাধিকারী, স্বর্ণালঙ্কার/অলঙ্কার/মুদ্রার ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যক্তি এবং সাধারণ জনগণের নজরে আনা হচ্ছে যে ব্যাঙ্কের বারংবার অনুস্মারক/নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতারা ব্যাংকের পাওনা ঋণ পরিশোধ করছেন না।

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হচ্ছে যে যদি তারা **১৮.১১.২০২৪** এর মধ্যে তাদের সমস্ত বকেয়া স্বর্ণ ঋণ অ্যাকাউন্টে (আপ-টু-ডেট সুদ এবং সমস্ত খরচ চার্জ/ খরচ সহ) জমা দিতে ব্যর্থ হয় তবে **১৯.১১.২০২৪ তারিখের সকাল ১০:০০টা** থেকে তাদের অঙ্গীকারবদ্ধ সোনার গয়না/অলঙ্কার/ মুদ্রাগুলি শাখা প্রেমিসেসে সর্বজনীন নিলামের জন্য রাখা হবে। এর জন্য, সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের কোনো অসুবিধা বা ক্ষতির জন্য ব্যাংক দায়ী থাকবে না এবং এই বিষয়ে কোনো ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে কোনো অভিযোগ বা প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করা হবে না।

বিডে অংশ নিতে আগ্রহী ব্যক্তিদের বায়না অর্থের জন্য নির্ধারিত সময়/তারিখের আগে শাখা ম্যানেজারের কাছে **৫০০০/- টাকা (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)** জমা দিতে হবে। চূড়ান্ত বিডিংয়ে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের অবশ্যই ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ব্যাঙ্কে সম্পূর্ণ অর্থ জমা করতে হবে, তা না হলে ব্যাঙ্কে জমা করা তাদের বায়না বাজেয়াপ্ত করা হবে। যদি বিডিং মূল্য কম বা অপর্যাপ্ত বলে পরিলক্ষিত হয় তাহলে ব্যাঙ্ক কোনো কারণ না দেখিয়ে নিলাম বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে। অধিকন্তু, যদি প্রয়োজন হয়, ব্যাঙ্ক উপরোক্ত নির্ধারিত নিলামের তারিখ, সময় বা স্থান পরিবর্তন করার বা কোনো কারণ না দেখিয়ে তা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

অ্যাকাউন্ট নং. এবং শাখা	ঋণগ্রহীতার নাম	ঠিকানা	সোনার গ্রস ওজন	পরিদর্শনের তারিখ পর্যন্ত	ইএমডি অ্যাকাউন্টের বিশদ
৪৩৮৯৭৭৬১০০০০৩৫৮ এবং উখড়া শাখা	পিন্টু গোরাই	পঞ্চ কালীতলা, উখড়া, জেলা পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ	৩.৩৯ গ্রাম	১৯.১১.২০২৪	৪৩৮৯৯০২০০০০০০৩৩
৪৩০৩৭৭৬১০০০২৫৬১ এবং কলরা শাখা	সন্দীপ কুমার ঘোষ	গ্রাম- আরাসুল, পোঃঅঃ- জামালপুর, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১৩৪০৮	১১.০০ গ্রাম	১৯.১১.২০২৪	৪৩০৩৯০২০০০০০০৩৩

আরও তথ্যের জন্য দয়া করে ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেড (অকশন টাইগার) ৯১৯০২৩৭২৪৭৮০ (কে. রাজু) বা ৯১৬৩৫১৮৯৬৬৪০ (মৃনাল বি) অথবা **egold@auctiontiger.net** সাথে যোগাযোগ করুন।
বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য **https://egold.auctiontiger.net** মাধ্যমে নিলাম পরিচালনা করা হবে।

তারিখ: ২৪.১০.২০২৪
স্থান: দুর্গাপুর

অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস চুঁচুড়া,
৩য় তল, সেনকো বিল্ডিং, বালি মোড়, ব্যান্ডেল, পোস্ট ও জেলা- হুগলী, পিন - ৭১২১০৩
ফোন: (০৩৩)২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেইল: **zochinsurah@indianbank.co.in**

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ" [অনুবিধি রুল ৮(৬) দেখুন]
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ -এর রুল ৮(৬) -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রয়-এর জন্য ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি।

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে নিচে বর্ণিত বন্ধকীকৃত/ ধার্যকৃত স্থাবর সম্পত্তি যার দখল নিয়েছেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক-এর অনুমোদিত আধিকারিক, যা বিক্রি হবে **"যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে", এবং "সেখানে যা কিছু আছে" ভিত্তিতে, আগামী ১৩.১১.২০২৪ তারিখে, সকাল ১০.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত** বকেয়া টাকা পুনরুদ্ধারের জন্য যা নিচে উল্লিখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে, নিম্নে বর্ণিত ঋণগ্রহীতা(গণ) -এর কাছ থেকে, যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সুরক্ষিত ঋণদাতা-এর প্রাপ্য।

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	সুরক্ষিত পাওনাদারের বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	**মেসার্স সাঁতরা ভ্যারাইটি স্টোরস স্বত্বাধিকারী- শ্রী সনাতন সাঁতরা (ঋণগ্রহীতা),** গ্রাম - মামুদপুর, পোস্ট - জগৎ নগর, থানা - সিঙ্গুর, জেলা - হুগলি, ৭১২৪০৯ এবং **শ্রীমতী সম্পা সাঁতরা (জামিনদার),** স্বামী- শ্রী সনাতন সাঁতরা, গ্রাম - মামুদপুর, পোস্ট - জগৎ নগর, থানা - সিঙ্গুর, জেলা - হুগলি, ৭১২৪০৯ **শাখা- সিঙ্গুর**	প্রায় ৫ কাঠা বা সমতুল্য ০৮.১/৪ শতক জমি এবং তার উপর বিল্ডিং এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার আরএস প্লট নং ১৭৫, আরএস খতিয়ান নং ১২৬৯, মৌজা - মামুদপুর, থানা- সিঙ্গুর এর মধ্যে জেএল নং ৭৭, এডিএসআর সিঙ্গুর , জেলা - হুগলি, ২০০৩ সালের উপহার দলিল নং ১৪৫৯ , , বই নং ১, ভলিউম নং ২৩, পৃষ্ঠা ২৩৭ থেকে ২৪০ পর্যন্ত তে নিবন্ধিত সনাতন সাঁতরার নামে।	**২৮৩৬২০১.০০ টাকা** (আঠাশ লক্ষ ছত্রিশ হাজার দুইশো এক টাকা মাত্র) (উপরের অ্যাকাউন্টে আপ টু ডেট সুদ সহ) **২৩.১০.২০২৪** অনুযায়ী এবং **২৪.১০.২০২৪** থেকে আরো সুদ, তার উপর চার্জ এবং খরচ	ক) **টাকা ১৪,০০,০০০/-** (চৌদ্দ লক্ষ টাকা মাত্র) খ) **টাকা ১,৪০,০০০/-** (এক লক্ষ চল্লিশ হাজার মাত্র) গ) **টাকা ১০,০০০/-** (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIB10643679701A ঙ) আমাদের কাছে অজানা চ) বাস্তবিক
২.	**শ্রীমতী অনিতা কোলে,** পিতা- গোপাল কোলে, বিবেকানন্দ পল্লী, ওয়ার্ড নং ১০, পোস্ট ও থানা- তারকেশ্বর, জেলা - হুগলি,পঃবঃ, ৭১২৪১০ এবং **শ্রী নয়ন কোলে,** পিতা- গোপাল কোলে, বিবেকানন্দ পল্লী, ওয়ার্ড নং ১০, পোস্ট ও থানা- তারকেশ্বর, জেলা - হুগলি,পঃবঃ, ৭১২৪১০ **শাখা- তারকেশ্বর**	কমবেশি ৩ ডেসিমেল জমি এবং তার উপর বিল্ডিং এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার অবস্থান- মৌজা - ভাটা, জেএল নং ২১, আরএস দাগ নং ৭২৭, এলআর দাগ নং ৮১৩, আরএস খতিয়ান নং ৪৬৫ পূর্ববর্তী এলআর খতিয়ান নং ৩৯ পরিবর্তিত এলআর খতিয়ান নং ১৬৫২ তারকেশ্বর পৌরসভা অধীনে অবস্থিত। পোস্ট ও থানা- তারকেশ্বর, জেলা- হুগলি ধারণকৃত দলিল নং ১১৫৪ সাল- ১৯৯১ তারিখ -১১.০৩.১৯৯১, এডিএসআর হরিপাল-এ নিবন্ধিত বই নং ১, ভলিউম নং ১২, পৃষ্ঠা ২৫৩ থেকে ২৫৬ পর্যন্ত তে অনিতা কোলের নামে।	**৮৭০৬৫০.০০ টাকা** (সাতাশি লক্ষ ছয়শো পঞ্চাশ টাকা মাত্র) ((উপরের অ্যাকাউন্টে আপ টু ডেট সুদ সহ) **২৪.১০.২০২৪** অনুযায়ী এবং **২৫.১০.২০২৪** থেকে আরও সুদ, তার উপর চার্জ এবং খরচ	ক) **টাকা ২৪,০০,০০০/-** (চব্বিশ লক্ষ টাকা মাত্র) খ) **টাকা ২,৪০,০০০/-** (দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) গ) **টাকা ১০,০০০/-** (মাত্র দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB50394657555 ঙ) আমাদের কাছে অজানা চ) গঠনমূলক (প্রতীকী)

কিউআর কোড

ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট www.indianbank.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট	শ্রীমতী অনিতা কোলে-এর সম্পত্তির ছবি

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.-এর ওয়েবসাইট (https://www.ebkray.in) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন ৮২৯১২২০২২০। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাস জানতে অনুগ্রহ করে মেল করুন support.ebkray@psballiance.com
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন https://www.ebkray.in এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.-এ যোগাযোগ করুন, যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০।
দরদাতাদের https://www.ebkray.in-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত **সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।**

যোগাযোগের ব্যক্তি : ১. অশ্বিন কুমার দাস, অনুমোদিত অফিসার (মো: ৯৪৩৯৩৩৯৮৫৫)
২. অভিষেক বি, শাখা প্রবন্ধক, সিঙ্গুর (মো : ৮৪২০৮৪৯১৮৯); ৩. সুভাষ কুমার পাসওয়ান, শাখা প্রবন্ধক, তারকেশ্বর (মো : ৯১৪২১৫২৬৬৮)

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ) -এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ২৫.১০.২০২৪, স্থান : চুঁচুড়া **স্বা/-, অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

EKDIN, VOL. 18, ISSUE NO. 133, KOLKATA, FRIDAY, 25 OCTOBER 2024, PAGE 8

সাত উইকেটে কিউয়িদের ফিনিশ করলেন ওয়াশিংটন !

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রত্যাবর্তন এমনই হওয়া উচিত। নিউজিল্যান্ডের জন্য অবশ্য অস্বস্তির। নামটা ওয়াশিংটন সুন্দর। তবে কিউয়ি ব্যাটারদের কাছে হয়ে দাঁড়ালেন 'ভয়ঙ্কর' সুন্দর। দীর্ঘ প্রায় সাড়ে তিন বছর পর টেস্ট ক্রিকেট খেলার সুযোগ পেলেন। যেন সাড়ে তিন বছরের হিসেব ৬১ বলেই পূরণ করে দিলেন! প্রথম সেশনেও বোলিং করেছেন। ইনিংসের পরিসংখ্যান বলছেন ২৩.১ ওভারে ৪টি মেডেন সহ ৫৯ রান দিয়ে ৭ উইকেট নিয়েছেন ওয়াশিংটন সুন্দর। তবে পরিসংখ্যান আরও বলছে, এই সাত উইকেট এক স্পেলেই! তাঁর সৌজন্যে ২৫৯ রানেই শেষ নিউজিল্যান্ডের প্রথম ইনিংস।

চা-বিরতির আগে জোড়া ধাক্কা দিয়েছিলেন ওয়াশিংটন। সেখান থেকে আর ঘুরে তাকাতে হয়নি। একের পর এক উইকেট। টেস্ট কেরিয়ারে প্রথম ফাইফার পূর্ণ করেন প্রত্যাবর্তন ম্যাচেই। শেষ বার ২০২১ সালে আমেদাবাদে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ টেস্ট খেলেছিলেন। প্রথম ইনিংসে নিয়েছিলেন ১ উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসে অশ্বিন ও অক্ষর পাঁচটি করে উইকেট নেন। ফলে তাঁর ঝুলি ছিল শূন্য। ২০২১-এর আমেদাবাদ থেকে কাট টু ২০২৪-এর পুনে। প্রথম ইনিংসে টানা ৬১ বলের স্পেলে ২০ রান দিয়ে ৭ উইকেট! বাকি তিন উইকেট আর এক অফস্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিনের ঝুলিতে।

বেঙ্গালুরুতেও স্পিনাররা সামান্য সাহায্য পেয়েছেন। অবলীলায় খেলেছিলেন কিউয়ি ব্যাটাররা। তবে সুন্দরের জবাব নেই। বাঁ হাতি ব্যাটাররা অফস্পিন সামলাতে হিমসিম খান। ডান হাতি ব্যাটারদেরও একই সমস্যায় ফেললেন। বেশিরভাগ সময়ই অফ ও মিডল স্টাম্পে বোলিং করে গেলেন। ছাড়ার কোনও উপায় নেই। এমনকি ডানহাতি ব্যাটারকে রাউন্ড দ্য উইকেটও বোলিং করেন। অফস্টাম্পের বাইরে থেকে হালকা টার্নে বোল্ড। পুনের প্রথম ইনিংস ভারতের কাছে শুধুই 'সুন্দর', তবে নিউজিল্যান্ডের কাছে 'ভয়ঙ্কর সুন্দর'।

বেঙ্গালুরুর 'ভুল'-এর 'সুন্দর' প্রায়শ্চিত্ত রোহিতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সিরিজ শুরুর আগে দলে ছিলেন না। প্রথম টেস্টে হারতেই তাঁকে দলে নেওয়া হয়। শেষ টেস্ট খেলেছিলেন তিন বছর আগে। সেই ওয়াশিংটন সুন্দর টেস্ট খেলার সুযোগ পেয়েই নিলেন সাত উইকেট। নিউ জলিল্যান্ডের প্রথম ইনিংস শেষ ২৫৯ রানে। দিনের শেষে ভারত ১৬/১।

প্রথম টেস্টের পর অধিনায়ক রোহিত শর্মা স্বীকার করে নিয়েছিলেন তাঁর পিচ বুঝতে ভুল হয়েছিল। সেটার খেসারত দিতে হয়েছিল ভারতকে। টস জিতে ভুল সিদ্ধান্ত থেকে ভুল দল নির্বাচন। রোহিত একাধিক ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় টেস্টে অন্তত পিচ বুঝতে ভুল করেননি তিনি। রবিচন্দ্রন অশ্বিন এবং ওয়াশিংটন সুন্দরকে দলে নিয়েছেন। দু'জনেই ডানহাতি অফ স্পিনার। বাঁহাতি ব্যাটারদের বিরুদ্ধে দু'জনেই সফল। নিউ জলিল্যান্ড দলে বাঁহাতি ব্যাটারের প্রাধান্য রয়েছে। সেই কারণেই একসঙ্গে খেলিয়ে দেওয়া হয় অশ্বিন এবং ওয়াশিংটনকে। হতাশ করেননি তাঁরা। সাতটি উইকেট তুলে নিলেন ওয়াশিংটন। তিনটি অশ্বিনের।

টস জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন কিউয়ি অধিনায়ক টম লাথাম। তাঁর সিদ্ধান্তে কোনও ভুল নেই। ভারতের পিচে চতুর্থ ইনিংসে ব্যাট করা সহজ নয়। তা-ও আবার বিপক্ষে যদি অশ্বিনের মতো স্পিনার থাকে। কিন্তু পরীক্ষার আগে অশ্বিন, রবীন্দ্র জাডেজা, কুলদীপ যাদব পড়ে আসা নিউ জলিল্যান্ডের সামনে কঠিন প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ান ওয়াশিংটন। যার উত্তর খুঁজে পেলেন না টম লাথামেরা।

নিউ জলিল্যান্ড দলে পাঁচ জন বাঁহাতি ব্যাটার। দুই ওপেনার লাথাম এবং ডেভন কনওয়েকে আউট করেন অশ্বিন। বাকি তিন বাঁহাতি ব্যাটার হলেন রাচিন রবীন্দ্র, মিচেল স্যান্টনার এবং আজাজ পটেল। তাঁদের তিন জনের উইকেট তোলেন ওয়াশিংটন। তাঁর নেওয়া সাতটি উইকেটের মধ্যে পাঁচটি বোল্ড। একটি এলবিডব্লিউ এবং একটি ক্যাচ। অর্থাৎ, ওয়াশিংটনের বলের লাইন বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল নিউ জলিল্যান্ডের ব্যাটারদের। সেই কারণেই বেশির ভাগ বোল্ড হলেন এবং এক জন এলবিডব্লিউ। বৃহস্পতিবারের আগে চারটি টেস্ট খেলেছিলেন ওয়াশিংটন। নিয়েছিলেন ৬ উইকেট। পুণেয় এক দিনেই সাত উইকেট নিলেন তিনি।

দিনের শেষে ওয়াশিংটনকে জিজ্ঞেস করা হয় কার উইকেট নিয়ে সবচেয়ে ভাল লেগেছিল তাঁর। নিজে সে ভাবে বেছে নেননি। তবে ধারাভাষ্যকার যখন রাচিন রবীন্দ্র এবং টম ব্লান্ডেলের উইকেটের মধ্যে একটি বেছে নিতে বলেন, তখন রাচিনের উইকেটের কথাই বলেন ওয়াশিংটন।

পাক ক্রিকেটে বিতর্ক! কোচ, অধিনায়কের থেকে কাড়া হল প্রথম একাদশ বাছার ক্ষমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিতর্ক যেন পিছু ছাড়ছে না পাকিস্তানের ক্রিকেটে। দেশের মাটিতে দীর্ঘ দিন পরে টেস্ট জেতার কয়েক দিনের মধ্যে নতুন সমস্যা দেখা দিল বোর্ডের সিদ্ধান্তে। টেস্ট দলের কোচ জেসন গিলেসপিকে প্রথম একাদশ নির্বাচনের ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমনকী অধিনায়ক শান মাসুদকেও মাথা গলাতে বারণ করা হয়েছে। বরং কোন এগারো জন খেলবেন, তা বেছে নেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে নির্বাচক কমিটিকে। এই কমিটিতেই রয়েছেন প্রাক্তন আম্পায়ার আলিম দার। তাঁকে নির্বাচক করা নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্টের আগের দিন গিলেসপি বলেন, ত্যাচের পরে পিসিবি-র কর্তারা আমাকে এসে বলেন, এখন থেকে নতুন নির্বাচন কমিটিই সব সিদ্ধান্ত নেবেন। নির্বাচনে আমার কোনও ভূমিকা থাকবে না আর। তাই আমি এখন থেকে ম্যাচের কৌশল তৈরি করব। আপাতত নির্বাচনের থেকে নিজেকে দূরে রাখছি। ছেলেদের থেকে সেরা ক্রিকেট বার করে আনার চেষ্টা করছি।

কোন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কাদের খেলানো হবে, কাকে অস্ত্র হিসাবে তুলে ধরা হবে এ সব ব্যাপারে কোচ এবং অধিনায়কের ভূমিকা অপরিসীম। মূলত তারাই কোনও ম্যাচের আগে প্রথম একাদশ তৈরি করেন। বিশ্বের সব দেশে সেটাই নিয়ম। অথচ পাকিস্তানে উল্টো চিত্র। কোচ এবং অধিনায়ককেই সেই দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। দল বাছবেন আলিম দারেরা।

পাক বোর্ডের এক সূত্র বলেছেন, তগিলেসপি এবং সাদা বলের কোচ গ্যারি কার্স্টেনকে এই আশ্বাস দিয়েই নিয়ে আসা হয়েছিল যে দলের ব্যাপারে সব সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ওদের উপরেই থাকবে। সেটা এখন বদলে গিয়েছে। অন্তত গিলেসপির ক্ষেত্রে তো বটেই।

বিস্মিত হয়ে এক সমর্থক সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, তঅবাক করার মতো ঘটনা। কোচ এবং নির্বাচকদের পারস্পরিক সহযোগিতা এবং যোগাযোগ যে কোনও দলের সাফল্যে মূল্যে।

মিরাজের লড়াই ব্যর্থ, দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হারল বাংলাদেশ, ১০ বছর পর এশিয়ায় জয় প্রোটিয়াদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: মেহেদি হাসান মিরাজের লড়াই কাজে লাগল না। শতরান পেলেন না। হেরে গেল বাংলাদেশও। ঢাকার মিরপুরে বৃহস্পতিবার দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে প্রথম টেস্টে সাত উইকেটে হারল বাংলাদেশ। প্রথম বার এশিয়ার মাটিতে পাঁচ উইকেট পেলেন কাগিসো রাবাডা। ১০ বছর পর এশিয়ায় কোনও টেস্ট জিতল দক্ষিণ আফ্রিকা।

বাংলাদেশ দিন শুরু করেছিলেন ২৮৩/৭ স্কোরে। বাকি তিনটি উইকেটে তারা মাত্র ২৪ রান যোগ করে। প্রথম ওভারেই নাইম হোসেনকে আউট করে পাঁচ উইকেট পূরণ করেন রাবাডা। উল্টো দিকে একাই লড়াই করছিলেন মেহেদি। শতরানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। এই অবস্থায় নবম উইকেট হারায় বাংলাদেশ। উইয়ান মুলডারের বলে উইকেটকিপারের হাতে ক্যাচ দেন তাইজুল ইসলাম। এর পর মেহেদি নিজেই আউট হন ৯৭ রানে। দক্ষিণ আফ্রিকার জিততে দরকার ছিল ১০৬। আবহাওয়ার কথা মাথায় রেখে তারা দ্রুত রান তাড়া করা শুরু করে। দ্বিতীয় ওভারে তাইজুলকে দু'টি চার মারে আইডেন মার্করাম। এক দিকে হাসান মাহমুদ কম রান দিলেও তাইজুল রান খরচ করতে থাকেন।

ওপেনিং জুটিতে ৪২ ওঠার পর তাইজুল ফেরান মার্করামকে। তবে আর এক ওপেনার টনি ডি জর্জি এবং ট্রিস্টান স্টাবস জয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন দক্ষিণ আফ্রিকাকে। ৪১ রানে তাইজুলের বলে ফেরেন ডি জর্জি। অল্প রানে ফেরেন ডেভিড বেডিংহ্যামও। তবে স্টাবস (অপরাজিত ৩০) এবং রায়ান রিকেলটন দক্ষিণ আফ্রিকাকে জিতিয়ে দেন।

ক্যালকাটা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনে বর্ষপূর্তি ও বিজয়া সম্মিলনী

নিজস্ব প্রতিবেদন: সাঁতারের দুনিয়ায় অন্যতম পরিচিত ক্লাব ক্যালকাটা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন। যে ক্লাবের সুনাম আজও অক্ষুন্ন। ১৯৫৩ সালে প্রতিষ্ঠা হয় এই ক্লাব। প্রতিবছর তারা তাদের ক্লাবের বর্ষপূর্তি আয়োজন করে থাকেন। প্রতিবছরের মত এবছরও তার অন্যথা হয়নি। এ'বছর বরং জোড়া আনন্দ। ফাউন্ডেশন ডে সেলিব্রেশনের পাশাপাশি বিজয়া সম্মিলনীরও আয়োজন করা হয়। সেই উপলক্ষ্যে ক্যালকাটা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনে সঙ্গীত শিল্পী আরফিন রানার পাশাপাশি লোপামুদ্রা সামন্ত, সোমদত্তা ব্যানার্জীরা মাতিয়ে দেন। ক্লাবের সদস্যরা প্রত্যেকেই তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করেন এই অনুষ্ঠান। ঝলমলে ও মনোরম এই সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজক সৌরভ ঘোষ। তাঁকে কলকাতার ইন্ড্রাস্টি চেনে বাবুতাই নামেই। তিনি হ্যান্ডিক্যাপড ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট। এছাড়াও তার অন্য এক পরিচয় হল, তিনি কলকাতার ইভেন্ট ম্যানেজারদের মধ্যে এইমুহূর্তে অন্যতম। এবারের পুজোতেই মীনাক্ষী শেষাদ্রীকে এনেছিলেন কলকাতায়। এসেছিলেন মন্দাকিনিও। বাবুতাই খুশি সফলভাবে ক্যালকাটা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করতে পেরে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সকলের কাছের মানুষ কাজের তথা ক্লাবের প্রেসিডেন্ট স্বপন ব্যানার্জী। যাঁর ময়দানে পরিচয় বাবুন ব্যানার্জী নামেই। তাঁকে পাশে পেয়ে স্বভাবতই খুশি বাবুতাই ঘোষ।

৩ বছর পর টেস্টে সুযোগ পেয়ে ৭ উইকেট, রোহিতকে ঠিক প্রমাণ করে গাওস্করকে ভুল প্রমাণ করলেন সুন্দর !

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাচিন রবীন্দ্র তখন ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠার ইঙ্গিত দিচ্ছেন। বেঙ্গালুরুর পর পুণেয় শতরান করবেন বলে মনে করা হচ্ছিল। তেমনই একটা সময় ওয়াশিংটন সুন্দরের বল সাপের ফণার মতো বার হল হাত থেকে। ব্যাটের সামনে দিয়ে গিয়ে লাগল মিডল স্টাম্পে। বোঝা গেল কেন তিন বছর পর আবার টেস্ট জার্সি দেওয়া হয়েছে ওয়াশিংটনকে।

ভারতীয় ক্রিকেটে ওয়াশিংটনের একটি রেকর্ড আছে। সবচেয়ে কম বয়সে (১৮ বছর ৮০ দিন) টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছিল তাঁর। ভারতের হয়ে ৫৩টি টি-টোয়েন্টি এবং ২২টি এক দিনের ম্যাচ খেলেছেন তিনি। সাদা বলের ক্রিকেটে ৭০ উইকেট নেওয়া সেই ওয়াশিংটন লাল বলের ক্রিকেটে ভারতের জার্সি পরেননি তিন বছর। ফিরলেন বৃহস্পতিবার। আর ফিরেই তুলে নিলেন সাত উইকেট।

২৫ বছরের ওয়াশিংটনের টেস্ট অভিষেক হয়েছিল ২০২১ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। ব্রিসবেনের পিচে অভিষেক ম্যাচে চার উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। ব্যাট হাতে করেছিলেন ৬২ রান। শেষ টেস্টটিও খেলেছিলেন সেই বছরই। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আমদাবাদে খেলার পর লাল বলের ক্রিকেটে ফেরার জন্য অপেক্ষা করতে হল তিন বছর। আসলে রবিচন্দ্রন অশ্বিন, রবীন্দ্র জাডেজা, অক্ষর পটেল এবং কুলদীপ যাদবকে টপকে তাঁর পক্ষে জায়গা করে নেওয়া সম্ভব হয়নি। বৃহস্পতিবার হল কারণ কিউয়ি দলে পাঁচ জন বাঁহাতি ব্যাটার রয়েছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে জাডেজার সঙ্গে আরও এক জন বাঁহাতি স্পিনারকে খেলাতে চায়নি দল। সেই কারণেই ডাক পড়ে ওয়াশিংটনের। প্রথম টেস্টে দলে না থাকা তামিলনাড়ুর অলরাউন্ডার দ্বিতীয় টেস্টে দলে ফিরেই জায়গা করে নেন প্রথম একাদশে।

ভারতীয় দলে আসার আগে ওয়াশিংটন রঞ্জি খেলছিলেন। সেখানে তামিলনাড়ুর হয়ে ১৫০ রান করেন তিনি। নেন ৬ উইকেট। সেই কারণেই তাঁর দলে ঢোকা নিয়ে ভারতের সহকারী কোচ রায়ান টেন দুশখতে বলেছিলেন, তরঞ্জিতে ভাল খেললে ভারতীয় দলে সুযোগ পাওয়া যায়। এটা বাকিদের কাছেও একটা বার্তা।দ সিদ্ধান্তটি যে ভুল নয় তা বুঝিয়ে দিয়েছেন ওয়াশিংটন। দিনের শেষে বলেন, তকোচ এবং অধিনায়ককে ধন্যবাদ। আমি এই সিরিজরে শুরুতে দলে ছিলাম না। এই টেস্টের আগে দলে নেওয়া হয়। সুযোগও দেওয়া হয়। অদ্ভুত একটা অনুভূতি।

দিনের শুরুর সেশনটা নিউ জলিল্যান্ডের ছিল। তারা প্রথম সেশনে মাত্র দু'উইকেট হারিয়েছিল।

১৯২ রানে তিন উইকেট হারানো নিউ জলিল্যান্ড যে ২৫৯ রানে শেষ হয়ে যাবে সেটা বোঝা যায়নি। ওয়াশিংটন বলেন, তআমি পরিকল্পনামাফিক বল করেছি। বাকিটা ঈশ্বরের ইচ্ছে। সঠিক জায়গায় বল রাখতে চেয়েছিলাম। সেটা করতে পেরেছি। গতির হেরফের করেছি।

ওয়াশিংটনকে দলে নেওয়ার জন্য রোহিত শর্মা, গৌতম গম্ভীরদের সমালোচনা করেছিলেন সুনীল গাওস্কর। তিনি বলেছিলেন, তওয়াশিংটনকে দলে নেওয়া মানে বোঝা যাচ্ছে কোচ এবং অধিনায়ক ব্যাটিং নিয়ে চিন্তিত। বোলিংয়ের জন্য ওকে নেওয়া হয়নি, ব্যাট হাতে রান চায় ওরা। আমি কুলদীপকেই দলে নিতাম। ও বাঁহাতিদের বিরুদ্ধে বল বাইরে নিয়ে যেতে পারে। তবে কুলদীপের থেকে ওয়াশিংটন অনেক ভাল ব্যাটার।দ পুণেয় এখনও ব্যাট করার সময় হয়নি ওয়াশিংটনের। তবে বল হাতে কুলদীপের অভাব বুঝতে দেননি তিনি। রোহিতদের সিদ্ধান্ত যে ভুল ছিল না এবং গাওস্করের যুক্তি যে ভুল, তা বুঝিয়ে দিলেন ওয়াশিংটন। বৃহস্পতিবার নিউ জলিল্যান্ডের ১০টি উইকেটই নেন তামিলনাড়ুর দুই স্পিনার অশ্বিন এবং ওয়াশিংটন।

তরুণ অলরাউন্ডারের নামকরণের নেপথ্যে রয়েছে এক অদ্ভুত ঘটনা। ওয়াশিংটনের বাবা মণিসুন্দর। তিনিও ক্রিকেট খেলার স্বপ্ন দেখতেন। আর তাঁর সেই স্বপ্ন সত্যি করার নেপথ্যে ছিলেন পিডি ওয়াশিংটন। আর্থিক ভাবে সাহায্য করেছিলেন মণিসুন্দরকে। নিজে ক্রিকেটার হিসাবে সাফল্য না পেলেও পিডি ওয়াশিংটনকে ভোলেননি তিনি। সেই কারণে ছেলের নাম রেখেছিলেন ওয়াশিংটন। তাঁর দিদি মণিসুন্দর শৈলজাও ক্রিকেট খেলেন। তবে দেশের হয়ে খেলার সুযোগ হয়নি। শুধু তামিলনাড়ুর হয়ে খেলেছেন। দিদি না পারলেও ভাই ভারতের হয়ে তিন ধরনের ক্রিকেট খেলে ফেলেছেন। এ বার ধারাবাহিক ভাবে খেলার সুযোগ পেতে পারেন। তবে সেটা করতে গেলে ওয়াশিংটনকে ধারাবাহিক ভাবেই ভাল খেলতে হবে।

বৃহস্পতিবার দিনের শেষে ওয়াশিংটনকে জিজ্ঞেস করা হয় কার উইকেট নিয়ে সবচেয়ে ভাল লেগেছিল তাঁর। নিজে সে ভাবে বেছে নেননি। তবে ধারাভাষ্যকার যখন রাচিন রবীন্দ্র এবং টম ব্লান্ডেলের উইকেটের মধ্যে একটি বেছে নিতে বলেন, তখন রাচিনের উইকেটের কথাই বলেন ওয়াশিংটন। ১০৫ বলে ৬৫ রান করা রাচিনকে আউট করতে বেগ পেতে হচ্ছিল। তিনি খুব সহজ ভাবেই সামলাচ্ছিলেন ভারতের স্পিন আক্রমণ। বেঙ্গালুরুর পর পুণেতেও শতরানের পথে এগোচ্ছিলেন তিনি। সেই সময় ওয়াশিংটনের বল রাচিনের ব্যাটের কান ঘেঁষে গিয়ে স্টাম্পে লাগে। বলের লাইন বুঝতে পারেননি রাচিন। এক বার ভুল করেন, তাতেই উইকেট তুলে নেন ওয়াশিংটন।

লাল বলের ক্রিকেটে তেমন ধারাবাহিক না হলেও সাদা বলের ক্রিকেটে জায়গা করে নিয়েছেন ওয়াশিংটন। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৩১ ম্যাচে ৬৫টি উইকেট নেওয়া অলরাউন্ডার আইপিএলে ৬০টি ম্যাচ খেলেছেন। ২০১৭ সালে তাঁর আইপিএলে অভিষেক হয় রাইজিং পুণে সুপারজায়ান্টসের হয়ে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**